পরশুরামের সেরা হাসির গল্প

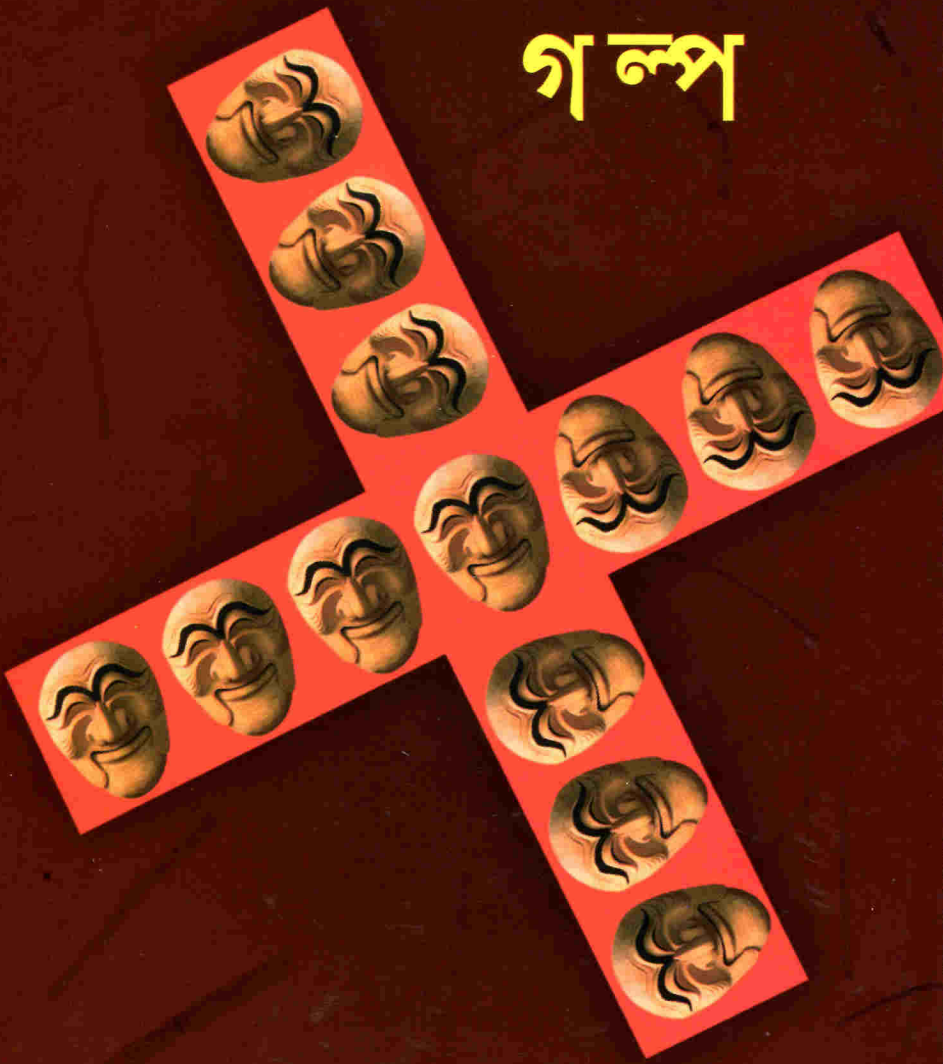

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

পরশুরামের সেরা হাসির গল্প

সম্পাদনা

আবদুশ শাকুর

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
আষাঢ় ১৪০১ জুলাই ১৯৮৯

পঞ্চম সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0020-9

www.pathagar.com

ভূমিকা

হাসির গল্পের ভূমিকা লিখতে বসে মনে পড়ছে হাসির ভারি সহজ শিকার ছিলাম আমি। হাসির কবলে পড়ে কেবল বিব্রত নয়, বিপদগ্রস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা তো সকলেরই থাকার কথা। এবং এটাও জানা কথা যে এই বিশেষ বিড়ম্বনার ব্যাপারটা আকসার ঘটে থাকে ধ্যানমগ্নতারই লগ্নে। ফলে, নিষ্পাপ হাসিটি পাপের কারণও হয়ে উঠতে পারে বই কি।

আমার ব্যক্তিগত উদাহরণটি কৈশোরে নামাজের অভ্যাসকরণঘটিত। ওই বাড়তি এনার্জির বয়েসে এমনিতেই অস্থির কর্মচঞ্চল ধূলি-ধূসরিত একটি বালককে ধরে বেঁধে এনে মেজেঘষে পূতপবিত্র করে তুলে সুস্থির একটি কর্মে, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, আটকে রাখা মূর্তিমান শয়তানকে বোতলে ভরে ছিপি মেরে চেপে রাখার মতোই এক মহাকঠিন ব্যাপার। কাজে কাজেই নামাজের রেয়াজের কালে অবাঞ্ছিত হাসির উৎপাতে আমাকে আক্রান্ত হতে হত প্রায়শই। তবে ওই উৎপাতটা বহুগুণ বেড়ে যেত জামাতে নামাজ পড়ার সময়, যখন সূরা-কেরাত নিজেকে পড়তে হত না, কিছুটা নিষ্ক্রিয়-নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে হত এমামের পেছনে।

একদিন তো দুর্ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল সঙ্গিন। নামাজে দাঁড়িয়েছিলাম জনৈক সপ্রহার সংশোধনপ্রবণ নির্মম এমামের পেছনে। সূচনা কী ছিল এখন আর মনে পড়ে না, তবে এখনো সেই হারিকিরি-ধরনের হাসিটিই ফিরে এসে পড়ে যখনই মনে পড়ে যে ওটি ছিল একান্তই অকারণ, অন্তত বাহ্যত। প্রথমে নবকিশোরটির শরীরের ভেতরের কোনো একটি যন্ত্রাংশ অভিনব এক গমকের সৃষ্টি করল, ওরই ধমকে জন্ম হল যমকের। তার পরে তো অঙ্গময় শুরু হয়ে গেল এক স্বয়ম্ভর আন্দোলন। দমননীতি চালিয়ে দেখলাম, তাতে আস্ফালনই বেড়ে চলে। অবশেষে দেহমূলের কূল-ছাপানো আবেগের ক্রমবর্ধিষ্ণু বাষ্পীয় প্রচাপে, মুখের আগল ভেঙে উপচে পড়ল হাসির প্লাবন। ওটা অট্টহাসির মহাপ্লাবন হয়ে ওঠার আগেই দুপাশের উৎপীড়িত মুসল্লিগণের পীড়নের ভয়ে একলাফে খাট থেকে মাঠে পড়ে একদৌড়ে বাড়ির পেছনের নিবিড় নারকেল বাগানে আত্মগোপন করে ছিলাম সারাটা বিকেল।

বিবাগী হয়ে কেবলি ভাবছিলাম—কী কারণে সৃষ্টি হয়েছিল অমন অদম্য হাসিটির। নিজে নিজে নামাজ পড়ার সময় তো এমনটি কখনোই হয়নি। ক্রিয়াটি প্রধানত অপরের ওপর সোপর্দ করে দেয়ার দরুন সৃষ্ট নিজের আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তাটাই কি তবে এর

www.pathagar.com

কারণ? সার কথাটি হচ্ছে, সেই চরম লজ্জার ক্ষণেই আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে অপর্যাপ্ত সক্রিয়তার সঙ্গে হাসির একটি নাড়ির সংযোগ রয়েছে।

পরে আমার সে আবিষ্কার আবার মাঠে মারা যাবার জোগাড় হয় যখন আমি একা একা সুকুমার রায়ের লেখা পড়ে কেবলি হেসে উঠতে থাকি আর ভেবে হয়রান হই—কই, এবার তো হাসির শিকার হচ্ছি আমি সক্রিয় ভূমিকাতেই : যেহেতু পড়া তো ক্রিয়াই, বরং অতিশয় কঠিন ক্রিয়া।

আরো পরে, পুরোপুরি পরিণত বয়সে, পরশুরামের হাসির গল্প পড়তে গিয়ে আবারও যখন আমাকে হাসতে হাসতে জেরবার হতে হল, তখন মনুষ্যের এই হাস্য-নামক ব্যাপারটির রীতিমতো খোঁজখবর নিতেই ব্রতী না হয়ে আর পারা গেল না। হাসির বিজ্ঞানভিত্তিক টীকাটিপ্পনী সংবলিত ব্যাখ্যান বুঝে নিতে গিয়ে হাস্যরসের উৎসের সন্ধান তো পেলামই, আরো আবিষ্কার করলাম এই রসটির সঙ্গে শিল্পকর্মের অতি গভীর সম্পর্কের সূত্রটি, এবং সর্বোপরি, হাস্যরসমণ্ডিত শিল্পের গুণগত উৎকর্ষ বিষয়ে বাংলাভাষী লেখক-পাঠকের উদাসীনতার অপ্রিয় সত্যটি। তাই হাস্য, হাস্যরস এবং হাস্যরসসমৃদ্ধ শিল্পকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন পরম প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে এখানে আমি কিছুতেই বর্জন করতে পারছি না।

প্রথমেই বলার মতো খবরটি হল—আমার কৈশোরের সেই ফেরারি বিকেলটির অস্পষ্ট উপলব্ধিটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্যই ছিল যে হাসির সঙ্গে তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়তার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং একেবারেই মৌল।

এই শতকের শুরুতে মার্কিন মুল্লুকে মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক থর্সটিন ভেবলেন-এর উদযাপিত সাবকাশ শ্রেণীর (লেজার-ক্লাসের) থিওরিতেও হাসির সঙ্গে ক্রিয়ার আপেক্ষিক অনটনের কুটুম্বিতার সমর্থন মেলে। সকলের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাও বলে যে গরিবের চেয়ে ধনীর হাসি পায় বেশি, তেমনি মজুরের চেয়ে হুজুরের। এমনকি কৃষকও বেশি হাসে অবকাশের কালেই; মানে আষাঢ় মাসে, আষাঢ়ে-গল্পের আসরে।

নেহাত কাটছাঁট করে বলতে গেলে, হাসির জনক-জননী হল আবেগ আর বুদ্ধি। পরস্পরে অসমান গতিসম্পন্ন হওয়ার দরুন পরিস্থিতি-বিশেষে মানুষের আবেগ এবং বুদ্ধির মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলে এবং অন্তে দুই বিপরীতের সম্মিলনে, উষ্ণ বায়ু ও শীতল বায়ুর সংমিশ্রণের মতো বাষ্পীভূত যে-ফলটি ফলে—তাকেই হাসি বলে। মগজের ছাদে অবস্থিত নিওকর্টেক্সই বুদ্ধির একমাত্র উৎস বলে ওটি দ্রুতগামী। বুদ্ধি লাফিয়ে চলে, তো আবেগ চলে গড়িয়ে। বুদ্ধি ভুঁইফোড় হতে পারে, প্রতিভাবানের মুহূর্তজাত সন্তান। কিন্তু আবেগ আবহমানকালের পুঞ্জীভূত এবং জিন মারফত বাহিত। কেননা মানবদেহে আবেগসঞ্চারী যন্ত্রপাতির কাজ পড়লেই সংযোজন আর কাজ ফুরুলেই বিয়োজন—তা ওর স্বভাবেতেই সম্ভব না।

যখন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের অর্থ ছিল আক্ষরিক অর্থেই জীবনমরণের; অর্থাৎ যে-কোনো অপ্রত্যাশিত দৃশ্য কিংবা ভাষ্যের প্রতিবর্তী ক্রিয়ামাত্রকেই হতে হত বাড়তি কায়িক কর্মশক্তি-খরচবহুল : যেমন লাফিয়ে ওঠা, প্রাণপণে ছোটা, অথবা

www.pathagar.com

প্রাণরক্ষী সংগ্রামেই ঝাঁপিয়ে পড়া—তখন ওই বাড়তি কর্মশক্তি তাৎক্ষণিক জোগানোর জন্য শরীরের ভেতরে অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যান্ড-নামক যন্ত্রাংশটি সংযোজিত হয়েছিল অ্যাড্রিন্যালিন (বৃক্করস) ক্ষরণের, মানে নিমেষে আরো বেশি আবেগসঞ্চারী উত্তেজনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। কালক্রমে মানুষ নিজের ভৌত অবস্থান সুসংহত করে নিতে নিতে দৈহিক শ্রমশক্তিক্ষয়ী প্রতিক্রিয়াদির প্রয়োজনীয়তাও কমতে থাকে আনুপাতিক হারে। ফলে, আমাদের দেহযন্ত্রের অঙ্গীভূত বিশেষ এই লালাগ্রন্থি-প্রণালীর প্রক্রিয়াজাত আবেগানুভূতিগুলোর উদ্বৃত্ত উত্তেজনা নিঃসরণের জন্যে নতুন নির্গম-প্রণালীর উদ্ভব হয়ে ওঠে আবশ্যিক—তারই নিরীহ-নির্বিবাদী একটি হচ্ছে হাসি।

এই সুদূরের প্রসঙ্গটি টেনে আমি শুধু পাঠকের স্মরণে এনে দিতে চাচ্ছি যে অসভ্য পশুর পর্যায় থেকে সুসভ্য মানুষের স্তরে উন্নীত হবার, তথা অনুভব থেকে ভাবনাকে আলাদা করার বিচারশক্তি পাবার, পরেই কেবল মানুষ 'সহাস্য' সচেতনতা লাভ করেছে যে তার বিপুলাপৃথুলা আবেগকে গজগামী পেয়ে দিগ্‌গজ বুদ্ধি তাকে ইদানীং বেশ বোকা বানাবার অবকাশ পেয়ে গিয়েছে, মানে হাসিয়ে নিচ্ছে। এ সুবাদেই বলতে হয় যে মানবজাতির হাসি তার সভ্যতারই পরিণতি, এবং প্রকারান্তরে অবকাশেরই স্ফূর্তি।

সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি—কথাটি দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলতে চেয়েছেন যে শিল্পিত হাস্যরস কেবল পরিণত সভ্যতারই সহচর। প্রথমেই যৌক্তিক হতে হবে, তবেই কৌতুকবোধ জন্মাবে—এ কথাটি দিয়ে মলিয়েরও, পরোক্ষে হলেও, ইঙ্গিত করেন যে যৌক্তিকতা বস্তুত সভ্যতারই অনুচর।

রাজশেখর বসুও (জ. ১৮৮০) ১৮৯৯ সালে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ, ১৯০৩ সালে রসায়নে এমএ এবং ১৯০২ সালে আইন পাস করে সুসভ্য ও যৌক্তিক হন। ১৯০৩ থেকে আমরণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানির সঙ্গে পরিচালক এবং উপদেষ্টার মর্যাদায় যুক্ত থেকে যুগপৎ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার বিচিত্র ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হন। অবশেষে বিয়াল্লিশ বছর বয়েসে হাস্যরসাত্মক রচনায় হাত দিয়েই কিস্তিমাত করেন পরশুরামের ছদ্মনামে। এর অন্যতম কারণ : ব্যক্তিগত জীবনে আচরিত প্রবচনীয় নিয়মশৃঙ্খলা সংযমসংহতি ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি মূল্যবোধের পশ্চাদ্‌পটে, মানবের চরিত্রগত দুর্মতি-দুর্গতি এবং সমাজের চিত্রগত অবিচার-অসঙ্গতি প্রভৃতি অতি সহজেই তাঁর অন্তরের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এই আদর্শ ব্যক্তিত্বের রচনার উপকরণে যেমন বিপুল উপাদান জুগিয়েছিল বৈসাদৃশ্য, তেমনি তাঁর সাধনার উপজীব্যেও ব্যবধান রচনা করেছিল বিরাট এক বৈপরীত্য। যে-হাতে রচিত হয়েছিল *গড্ডলিকা-কজ্জলীর* মতো হাসির গল্প, সে-হাতেই সঙ্কলিত হয়েছিল *চলন্তিকার* মতো অভিনব অভিধান এবং অনূদিত হয়েছিল রামায়ণ-মহাভারতের মতো চিরায়ত মহাকাব্য। এই অসাধারণ কর্মযজ্ঞের যথাযোগ্য স্বীকৃতিও পেয়ে গিয়েছিলেন কর্মবীর পরশুরাম (মৃ. ১৯৬০) তাঁর মহাপ্রয়াণের আগেই : রবীন্দ্রপুরস্কার, আকাদেমি পুরস্কার, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট এবং রাষ্ট্রের পদ্মভূষণ উপাধির মতো পরম শ্রদ্ধার অনেক অর্ঘ্য।

www.pathagar.com

এবার তাঁর হাস্যরস সম্পর্কিত সাধারণ কিছু কথা। তাঁর প্রধানত প্রসন্ন হাস্যরস, শ্রেয়তর বিষণ্ন হাস্যরস, তাতে তেমন নেই যেমন আছে বঙ্কিমে। তাঁর বেশি বুদ্ধিবৃত্তি, যেমন ত্রৈলোক্যনাথে বেশি হৃদয়বৃত্তি। একই কারণে পরশুরামের হাস্যরস সমধিক বিদ্রূপপুষ্ট। তবে আমার মতে সার্থক বিদ্রূপ হাস্যরসের মান ব্যাহত করে না, করে বরং শাণিত। কারণ, বিদ্রূপের অন্যতম উপাদান উইট। প্রসঙ্গত, উইট আর হিউমার সম্পর্কে প্রচলিত বিভ্রান্তিকর কথাবার্তার ওপর একটু মন্তব্য না-করা পরশুরামের রসাস্বাদনের অন্তরায় হবে। উল্লিখিত দুটি উপাদানের বৈশিষ্ট্যগত বৈষম্যটুকু ফুটিয়ে তোলার অত্যুৎসাহে, সংজ্ঞানির্মাণের নেহাইয়ের উপর চেপে ধরে কূটযুক্তির আনাড়ি হাতুড়ির বিগত দ্বিশতাব্দীর পণ্ডিতি পিটুনিতে, উভয়ের মধ্যে যা প্রকট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে, এক কথায়, অবাস্তব অসামঞ্জস্য।

স্থানাভাবে ব্যাখ্যার বখেড়ায় না গিয়ে এখানে আমি কেবল গ্রহণযোগ্য কয়টি সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হতে চাই যে : উইট হচ্ছে হিউমারের উন্নয়নের উপাদান, বুদ্ধিপ্রধান বৈদগ্ধরসরূপে প্রাণবান হাস্যরসের শক্তিসঞ্চারী জ্ঞাতি ; অর্থাৎ হিউমার যদি হয় মানসিক অবস্থা, উইট তবে মানসিক শক্তি; হিউমার যদি বিশেষ, উইট তবে নির্বিশেষ—এবং এই নির্বিশেষের পরশেই নেহাত জীবনানুসৃতি হয়ে ওঠে মহতী শিল্পকৃতি। পরশুরামের উপস্থিত সেরা হাসির গল্পগুলো উইট-হিউমার-শ্লেষ-বিদ্রূপ প্রভৃতির সহযোগেই হয়ে উঠেছে রসোত্তীর্ণ শিল্পকৃতি।

অতঃ কিম্? বঁনা প্যতি, শুভ বুভুক্ষা!

আবদুশ শাকুর

www.pathagar.com

সূচি

চিঠি-বাজি	১১
চিকিৎসা সঙ্কট	১৬
ভূশণ্ডীর মাঠে	২৫
গগন-চটি	৩২
স্বয়ম্বরা	৩৭
শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড	৪৬
জাবালি	৫৮
গামানুষ জাতির কথা	৬৮
গুলবুলিস্তান (আরব্য উপন্যাসের উপসংহার)	৭৬

www.pathagar.com

চিঠি-বাজি

সুকান্ত দত্ত অতি ভালো ছেলে, এম.এস-সি পাস করার কিছুদিন পরেই পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি পেয়েছে একটি। ভালো চাকরি জোগাড় করে প্রায় বছরখানিক সিদ্রির সার-কারখানায় কাজ করছে। তার বাপ-মা নেই, মামাই তাকে মানুষ করেছেন।

আজ সকালের ডাকে মামার কাছ থেকে সুকান্ত একটি চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন :

সুকান্ত, তোমার বিবাহ স্থির করেছি, বিজয়লক্ষ্মী কটনমিলের কর্তা বিজয় ঘোষের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। বনেদি বংশ, বিজয়বাবু আমাদের কাছাকাছি শাঁখারিপাড়াতে থাকেন। মেয়েটি সুশ্রী, খুব ফরসা, বি.এস-সি পাস করতে পারে নি, তবে বেশ চালাক। ফোটো পাঠালুম। তোমারই উচিত ছিল নিজে দেখে পাত্রী পছন্দ করা, কিন্তু একালের ছেলে হয়ে কেন-যে তুমি আমার ওপর ভার দিলে তা বুঝতে পারি না। যাই হোক, আমি যথাসাধ্য দেখেশুনে এই পাত্রী স্থির করেছি, আশা করি তোমারও পছন্দ হবে। তেইশে ফাল্গুন বিবাহ, পাঁচ সপ্তাহ পরেই। তুমি এখন থেকে চেষ্টা কর যাতে পনেরো দিনের ছুটি পাও। বিবাহের অন্তত দুদিন আগে তোমার আসা চাই।

সুকান্ত মামার চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল, ফোটোটাও ভালো করে দেখল। কিছুক্ষণ ভেবে সে তার রঙের বাক্স থেকে তিন-চার রকম রঙ নিয়ে এক-টুকরো কাগজে লাগাল এবং নিজের বাঁ-হাতের কবজির উপর কাগজখানা রেখে বারবার দেখল তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিল হয়েছে কিনা। তারপর আরও খানিকক্ষণ ভেবে এই চিঠি লিখল :

শ্রীযুক্ত সুনন্দা ঘোষ সমীপে। আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। মামাবাবুর চিঠিতে জানলুম আপনি খুব ফরসা। আমার রঙ কিন্তু খুব ময়লা। হয়তো আপনি শুনেছেন শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাতে অনেক রকম শেড বোঝায়। আমার গায়ের রঙ ঠিক কীরকম তা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, সেজন্যে এক-টুকরো কাগজে রঙ লাগিয়ে পাঠাচ্ছি, আমার বাঁ-হাতের কবজির উপর পিঠের সঙ্গে মিল আছে। এইরকম গাঢ় শ্যামবর্ণ স্বামীতে যদি আপনার আপত্তি না-থাকে তবে দয়া করে একলাইন লিখবেন—আপত্তি নেই। আমার ঠিকানা লেখা খাম পাঠালুম। যদি আপত্তি থাকে তবে চিঠি লেখবার দরকার নেই। পাঁচদিনের মধ্যে আপনার উত্তর না-পেলে বুঝব আপনি নারাজ। সেক্ষেত্রে আমি মামাবাবুকে জানাব যে এই সম্বন্ধ আমার পছন্দ নয়, অন্য পাত্রী দেখা হোক। ইতি সুকান্ত।

চারদিন পরে উত্তর এল। —ডক্টর সুকান্ত দত্ত সমীপে। আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃত খবর আপনি পান নি, আমার গায়ের রঙ আপনার চাইতে ময়লা, কনে দেখবার সময় আমাকে পেন্ট

www.pathagar.com

করে আপনার মামাবাবুকে ঠকানো হয়েছিল। কিন্তু আপনার মতোন সত্যবাদী ভদ্রলোককে আমি ঠকাতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকবার রঙ নেই। আপনি যে-নমুনা পাঠিয়েছেন সেই কাগজ থেকে এক-টুকরো কেটে তার উপর একটু ব্লু-ব্ল্যাক কালি লাগিয়ে আমার হাতের রঙের সমান করে পাঠালুম।

পুরুষের কালো রঙে কেউ দোষ ধরে না, কিন্তু সবাই ফরসা মেয়ে খোঁজে, যে জোঁক-কালো সেও অপ্সরী বিদ্যাধরী বউ চায়। আপনি সংকোচ করবেন না, আমার কালো রঙে আপত্তি থাকলে সম্বন্ধ বাতিল করে দেবেন। আর আপত্তি না থাকলে দয়া করে পাঁচ দিনের মধ্যে একলাইন লিখে জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

চিঠি পেয়েই সুকান্ত উত্তর লিখল। —আপনার রঙ আমার চাইতে একপোঁচ বেশি ময়লা হলেও আমার আপত্তি নেই। তবে সত্য কথা বলব। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল কারণ সুন্দরী বউ একটা সম্পদ, স্বামীর গৌরব আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরেই মনে হল, এরকম ভাবা নিতান্ত মূর্খতা। ফোটো দেখে বুঝেছি আপনার সৌষ্ঠবের অভাব নেই তাই যথেষ্ট। রঙ ময়লা হলেই মানুষ কুৎসিত হয় না।

আমার একটা বদভ্যাস আছে, জানানো উচিত মনে করি। রোজ পনেরো-কুড়িটা সিগারেট খাই। আমার এক বউদিদি বলেন, সিগারেটখোরদের নিশ্বাসে একটা বিশ্রী মুখপোড়া গন্ধ হয়, তাদের বউরা তা পছন্দ করে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারে না। দু-চারটে বাঙালির মেয়ে যারা মেমদের দেখাদেখি সিগারেট ধরেছে তাদের অবশ্য আপত্তি হতে পারে না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সে-দলের নন। আপনার আপত্তি থাকলে একলাইন লিখে জানাবেন, আমি সম্বন্ধ বাতিল করে দেব। সুকান্ত।

চার দিন পরে সুনন্দার উত্তর এল। —মুখপোড়া গন্ধে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শুনেছি সিগারেট খেলে নাকি ক্যানসার হয়। আপনি ওটা ছেড়ে দিয়ে হুঁকো ধরুন না কেন? তার গন্ধেও আমার আপত্তি নেই। আমারও একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে, রোজ বিশ-পঁচিশ খিলি পান আর দোক্তা খাই। দাঁতের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। যারা পান-দোক্তা খায় তাদের নিশ্বাসে নাকি অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকে। আমার ছোটভাই লম্বুর নাক অত্যন্ত সেনসিটিভ, কুকুরের চাইতেও। রেডিওতে যখন কৃষ্ণসোহাগিনী দেবীর কীর্তন হয় তখন লম্বু অ্যামোনিয়ার গন্ধ পায়। আবার গ্রামোফোনে যখন ওস্তাদ বড়ে গোলাম মওলার দরবারি কানাড়ার রেকর্ড বাজে তখন লম্বু রশুনের গন্ধ পায়। আমার বদভ্যাসে আপনার আপত্তি না থাকলে একলাইন লিখে জানাবেন, নতুবা সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল। —আপনি যখন সিগারেটের দুর্গন্ধ সইতে রাজি আছেন তখন আপনার পান-দোক্তায় আমার আপত্তি নেই। তাছাড়া আমাদের এই কারখানায় অজস্র অ্যামোনিয়া তৈরি হয়, তার ঝাঁজ আমার সয়ে গেছে। আপনার হুঁকোর প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখব।

কোনো বিষয়ে আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না, সেজন্য আমার আর একটি ত্রুটি আপনাকে জানাচ্ছি। পুরুষেরা যেমন অনন্যপূর্বা পত্নী চায়, মেয়েরাও তেমনি এমন স্বামী চায়

www.pathagar.com

যে পূর্বে কখনো প্রেমে পড়ে নি। আমি স্বীকার করছি আমি অক্ষতহৃদয় নই। ডেপুটি কমিশনার লালা তোপচাঁদ ঝোপড়ার মেয়ে সুরঙ্গীর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। তার বাপ-মায়ের তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু শেষটায় সুরঙ্গীই বিগড়ে গেল। সম্প্রতি সে কমার্স ডিপার্টমেন্টের মিস্টার হনুমন্থিয়াকে বিয়ে করেছে। লোকটা মিশকালো, যমদূতের মতন গড়ন, তবে মাইনে আমার প্রায় তিনগুণ। আমার হৃদয়ের ক্ষত এখন অনেকটা সেরে গেছে, আপনার সঙ্গে বিবাহের পর একেবারে বেমালুম হবে আশা করি। সুরঙ্গীর একটা ফোটো আমার কাছে আছে, আপনার সামনেই সেটা পুড়িয়ে ফেলব।

সুরঙ্গীর বিবাহ হয়ে যাবার পরে আমার খেয়াল হল যে আমারও শীঘ্র বিবাহ হওয়া দরকার। অবসরকালে আমি ছবি আঁকি, ফোটো তুলি, নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি। গৃহস্থালির ঝঞ্ঝাট পোহানোর জন্যে একজন গৃহিণী থাকলে আমি নিশ্চিত হয়ে নিজের শখ নিয়ে অবসর যাপন করতে পারি। এখন আমার জ্ঞান হয়েছে, হঠাৎ প্রেমে পড়া বোকামি, একত্র বাস করার ফলে একটু একটু করে স্ত্রী-পুরুষের যে ভালোবাসা জন্মায় তাই খাঁটি জিনিস। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে তাকে তো দেখবার উপায় নেই, তথাপি মা-বাপের স্নেহের অভাব হয় না। সেইরকম বিবাহের আগে পাত্রী না-দেখলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সেইজন্যেই মামাবাবুর ওপর সব ছেড়ে দিয়েছি।

আমার স্বভাবচরিত্র মতামত সবই আপনাকে জানালুম। আপত্তি না থাকলে একটু খবর দেবেন। ইতি। সুকান্ত।

সুনন্দার উত্তর এল।—আপনার স্বভাবচরিত্র আর মতামতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যেসব চিঠি লিখেছেন তা থেকে বুঝেছি আপনি অতি সত্যনিষ্ঠ অকপট সাধুপুরুষ। অতএব আমিও অকপটে আমার গলদ জানাচ্ছি। পবনকুমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়ত, তার সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। কিন্তু সে ভাদুড়ী ব্রাহ্মণ, সেকেলে গোঁড়া বাপ-মা আমাকে পুত্রবধূ করতে মোটেই রাজি হলেন না। পবন এখন ব্যাংগালোরে আছে, খুব একটা বড় পোস্ট পেয়েছে। তাকে পুরো ভুলতে পারি নি, তবে আপনার মতো মহাপ্রাণ স্বামী পেলে একেবারে ভুলে যাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি বলি কী, সুরঙ্গী আর পবনের ফোটো পুড়িয়ে কী হবে, বরং একই ফ্রেমে দুটো ছবি বাঁধিয়ে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখা যাবে। তাতে বিষে বিষক্ষয় হবে, কি বলেন? আপনার অভিপ্রায় জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—সুনন্দা, তোমাকে আজ নাম ধরে সম্বোধন করছি, কারণ আমাদের দুজনের মধ্যে এখন আর কোনো লুকোচুরি রইল না, বিবাহের বাধাও কিছু নেই। লোকে বলে আমি একটু বেশি গম্ভীর প্রকৃতির লোক। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা অধিকন্তু বলে আমি একটু বোকা। তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছি তুমি আমুদে মানুষ, আর মামাবাবুর চিঠিতে জেনেছি, বি.এস-সি ফেল হলেও তুমি বেশ চালাক। মনে হচ্ছে তোমার আর আমার স্বভাব পরস্পরের পরিপূরক অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি। সাইকোলজিস্টদের মতে এই হল আসল রাজযোটক, আদর্শ দম্পতির লক্ষণ। আজ ষোলোই ফাল্গুন, সাত দিন পরেই আমাদের বিবাহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের আনন্দ এখনই কল্পনায় উপভোগ করছি। তোমার সুকান্ত।

www.pathagar.com

কিছুদিন পরে সুনন্দার চিঠি এল।—যাহ্ ভেস্তে গেল, এমন মুশকিলেও মানুষ পড়ে। পবন ভাদুড়ী এখানে এসেছে। কাল আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দেখ সুনন্দা, এখন আমি স্বাধীন, ভালো রোজগার করি, বাপ-মায়ের বশে চলবার কোনো দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল, ব্যাংগালোরে সিভিল বা হিন্দু ম্যারেজ যা চাও তাই হবে।

এই তো পরিস্থিতি। আমার অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। পবন ভাদুড়ীকে হাঁকিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কালই অর্থাৎ আপনার নির্ধারিত বিবাহের দুদিন আগেই পবনের সঙ্গে আমি পালাচ্ছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে, আপনার ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না। আমার বোন নন্দা আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট। দেখতে আমারই মতন, তবে রঙ বেশ ফরসা। সেও বি.এস-সি ফেল। ঝকঝকে দাঁত, পান-দোক্তা খায় না, এ পর্যন্ত প্রেমেও পড়েনি। আপনার সব চিঠিই সে পড়েছে, পড়ে ভীষণ মোহিত হয়েছে, আপনাকে বিয়ে করবার জন্যে মুখিয়ে আছে। ডক্টর সুকান্ত, দোহাই আপনার, কোনো হাঙ্গামা বাধাবেন না, বাড়ির কাউকেও কিছু বলবেন না। আপনাদের প্রোগ্রাম অনুসারে বরযাত্রী নিয়ে যথাকালে আমাদের বাড়ি আসবেন, পুরুত যে-মন্ত্র পড়াবে সুবোধবালকের মতন তাই পড়বেন, আমার বাবা নন্দাকেই আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন। তাকে পেলে নিশ্চয়ই আপনি সুখী হবেন। আপনি তো গৃহস্থালি দেখবার জন্যে একটি গৃহিণী চান, সুতরাং সুনন্দার বদলে নন্দাকে পেলেও আপনার চলবে। নিজের বোনের প্রশংসা করা ভালো দেখায় না, নয়তো চুটিয়ে লিখতুম নন্দা কীরকম চমৎকার মেয়ে। আজ বিদায়, এরপর সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি ক্ষমা চাইব। ইতি। সুনন্দা।

সুনন্দার চিঠি পড়ে সুকান্ত হতভম্ব হল, খুব রেগেও গেল। কিন্তু সে যুক্তিবাদী র‍্যাশনাল লোক। একটু পরেই বুঝে দেখল, সুনন্দার প্রস্তাব মন্দ নয়। গৃহিণীই যখন দরকার তখন একপাত্রীর বদলে আর-এক পাত্রী হলে ক্ষতি কী? সুকান্ত স্থির করল সে হাঙ্গামা বাধাবে না, কোনোরকম খোঁজও করবে না, সম্পূর্ণভাবে মামার বশে চলবে, তিনি যেমন ব্যবস্থা করবেন তাই মেনে নেবে।

সুকান্ত কলকাতায় এলে তার মামার বাড়ির কেউ সুনন্দা সম্বন্ধে কিছুই বলল না, কোনোরকম উদ্বেগও প্রকাশ করল না। যথাকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে সুকান্ত বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হল। সেখানে গোলযোগের কোনো লক্ষণই তার নজরে পড়ল না।

সুকান্ত দেখল, ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের পান আর সিগারেট পরিবেশন করছে, কন্যাপক্ষের লোকে তাকে লম্বু বলে ডাকছে। তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে সুকান্ত চুপি চুপি প্রশ্ন করল, তুমি সুনন্দার ছোটভাই লম্বু?

লম্বু বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এদিকের খবর কী?

—খবর সব ভালোই। দিদিকে এখন সাজানো হচ্ছে, একটু পরেই তো বিয়ের লগ্ন।

—সুনন্দা চলে গেছে?

www.pathagar.com

—কী বলছেন আপনি, বিয়ের কনে কোথায় চলে যাবে?

—তোমার আর-এক দিদি নন্দা, তার খবর কী?

—বা রে! আমার তো একটি দিদি, তার সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হচ্ছে।

সুকান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, ও।

রাত বারোটার পরে বাসরঘরে অন্য কেউ রইল না। সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, তুমি সুনন্দা, না নন্দা?

—দুই-ই। পোশাকি নাম সুনন্দা, আটপৌরে ডাকনাম নন্দা।

—চিঠিতে এত সব মিছে কথা লিখলে কেন?

—কোনো কুমতলব ছিল না। সত্যবাদী উদার চরিত্র ভাবী বরকে একটু বাজিয়ে দেখছিলুম সইবার শক্তি কতটা আছে।

—তোমার সেই পবননন্দন ভাদুড়ীর খবর কী?

—হাওয়া হয়ে উবে গেছে, তার অস্তিত্বই নেই। আমার কাছে একটি হনুমানজির ভালো ছবি আছে, তোমার সেই সুরঙ্গীর ফোটোর সঙ্গে বাঁধিয়ে রাখলে বেশ হবে না?

—তুমি একটি ভীষণ বখাটে মেয়ে। সেজন্যেই বি.এস-সিতে ফেল করেছ।

—ঝুনি মিত্তির আমার ডবল বখাটে, সে ফার্স্ট হল কী করে? আমি অঙ্কে কাঁচা, মাক্সওয়েলের থিওরিটা মোটেই বুঝতে পারি না, আর ওইটেরই কোশ্চেন ছিল।

—কেন, ও তো খুব সোজা অঙ্ক। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোনো। ভি ইকোয়েল টু রুট ওভার ওআন বাই কাপ্পা মিউ—

—থাক, বাসরঘরে অঙ্ক কষলে অকল্যাণ হয়।

—আচ্ছা কাল বুঝিয়ে দেব।

—কাল তো কালরাত্রি, বর-কনে দেখা হবার জো নেই। সেই পরশু ফুলশয্যায় দেখা হবে।

—বেশ তো, তখন বুঝিয়ে দেব।

—ফুলশয্যায় অঙ্ক কষলে মহাপাতক হয় তা জানো? ঠাকুমার আবার আড়িপাতা রোগ আছে, যদি শুনতে পান যে নাতজামাই ফুলশয্যায় অঙ্ক কষছে তবে গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। তাড়া কিসের, আমি তো পালাচ্ছি না। বছরখানিক যাক, তারপর বুঝিয়ে দিও।

—আচ্ছা তাই হবে। এখন ঘুমনো যাক, কি বল? দেখ সুনন্দা, তুমি খাসা দেখতে।

—তাই নাকি? তোমার দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ণ।

—সুনন্দা, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো।

—আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে?

—ঠিক তা নয়। মনে হচ্ছে—

—মনে হোক গে, এখন ঘুমোও।

www.pathagar.com

চিকিৎসা সঙ্কট

সন্ধ্যা হব হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ি ফিরিতেছেন। বিডন স্ট্রিট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ি। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দুবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন—'দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবছি।'

নন্দর দু-বগলে দুই বান্ডিল, ব্যস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন অমনি কোঁচায় পা বাঁধিয়া নিচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা শোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। যাঁরা গাড়ির মধ্যে ছিলেন তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানাপ্রকারের সমবেদনা জানাইতে লাগিলেন। '—আহা হা বড্ড লেগেছে—থোড়া গরম দুধ পিলা দোও—দুটো পা-ই কি কাটা গেছে?' একজন সিদ্ধান্ত করিল মৃগি। আর একজন বলিল, ভিরমি। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙাল, কেউ বলিল পাড়াগেঁয়ে ভূত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। 'লাগে নি কী মশায়, খুব লেগেছে—দু-মাসের ধাক্কা—বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।' নন্দ বারবার করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে প্রকৃতই কিছুমাত্র চোট লাগে নাই।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন— 'আরে মোলো, ভালো করলে মন্দ হয়। পষ্ট দেখলুম লেগেছে, তবু বলে লাগে নি।'

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিত্রাণ পাইলেন, মনঃক্ষুণ্ণ যাত্রীগণসহ ট্রামগাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন— 'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কী। যাহোক, বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিকশা—'

রিকশা নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁহার পিতা পশ্চিমে কমিসারিয়টে চাকুরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত একগোছা কোম্পানির কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অল্পবয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্নীক হন এবং তারপর আর বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃতা, বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসি। তিনি ঠাকুর-সেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ঝি-চাকররাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া

www.pathagar.com

ওঠে নাই। প্রধান কারণ—আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, রেস এবং বন্ধুবর্গের সংসর্গ—ইহাতে নির্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফুরসত কোথা? তারপর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, আর এখন না-করাই ভালো। মোটের ওপর নন্দ নিরীহ গোবেচারা অল্পভাষী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নিচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য-আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্লান্তবোধ করিতেছেন, সেজন্য বালাপোশ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা ও পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান-সিগারেট ও গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতেছিলেন—'উহুঁ। শরীরের ওপর এত অযত্ন করো না নন্দ। এই শীতকালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভালো লক্ষণ নয়।'

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরে নি, কেবল কোঁচার কাপড় বেঁধে—

গুপী। আরে না না। ঘুরেছিল বইকি। শরীরটা কাহিল হয়েছে। এই তো কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অতবড় ফিজিশিয়ান আর শহরে পাবে কোথা? যাও না কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বঙ্কু বলিলেন—'আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখালেই ভালো হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে, কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ।'

ষষ্ঠীবাবু মুড়িশুড়ি দিয়া এক কোণে বসিয়া ছিলেন। তাঁর মাথায় বালাক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কম্ফর্টার। বলিলেন— 'বাপ, এই শীতে অবেলায় কখনো ট্রামে চড়ে? শরীর অসার হলে আছাড় খেতে হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।'

নিধু বলিল—'নন-দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্চির আমলের ফরাশ তাকিয়া, লক্কড় পালকি গাড়ি আর পক্ষিরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গত্তি লাগবে কিসে? তোমার পয়হার অভাব কী বাওআ? একটু ফুর্তি করতে শেখ।'

সাব্যস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ি যাইবেন।

ডাক্তার তফাদার M. D. M. R. A. S. গ্রে স্ট্রিটে থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, দুখানা মোটর, একটা ল্যান্ড। খুব পশার, রোগীরা ডাকিয়া সহজে পায় না। দেড়ঘণ্টা পাশের কামরায় অপেক্ষা করার পর নন্দবাবুর ডাক পড়িল। ডাক্তার সাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলেন এখনো একটি রোগীর পরীক্ষা চলিতেছে। একজন স্থূলকায় মারোয়াড়ি নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাহার ভুঁড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন—'বস, সওয়া ইঞ্চি বঢ় গিয়া।' রোগী খুশি হইয়া বলিল—'নবজ, তো দেখিয়ে।' ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ির উপর একটি মোটরকারের স্পার্কিং প্লাগ ঠেকাইয়া বলিলেন— 'বহুত মজেসে চল রহা'। রোগী বলিল— 'জবান তো দেখিয়ে।' রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপরদিকে দাঁড়াইয়া অপেরা গ্লাস দ্বারা তাহার জিভ দেখিয়া বলিলেন,

—'থোড়েসি কসর হ্যায়। কল ফিন আনা।'

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওয়েল?'

www.pathagar.com

নন্দ বলিলেন—'আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কাল হঠাৎ ট্রাম থেকে—'

তফাদার। কম্পাউন্ড ফ্রাকচার? হাড় ভেঙেছে?

নন্দবাবু আনুপূর্বিক তাঁর অবস্থার বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না; পেটের অসুখ, সর্দি, হাঁপানি নাই। ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক পেট মাথা হাত পা নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'জিভ দেখি।'

নন্দবাবু জিভ বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ বাঁকাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনি এখন জিভ টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।'

নন্দ। কী রকম বুঝলেন?

তফাদার। ভেরি ব্যাড।

নন্দ সভয়ে বলিলেন—'কী হয়েছে?'

তফাদার। আরও দিন কতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ করছি Cerebral tumour with strangulated ganglia/ ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। বাঁচব তো?

তফাদার। দমে যাবেন না, তাহলে সারাতে পারব না। সাতদিন পরে ফের আসবেন। মাই ফ্রেন্ড মেজর গোঁসাই-এর সঙ্গে একটা কনসলটেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন-স্টু, এইসব। বিকেলে একটু বার্গন্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

নন্দবাবু কম্পিত পদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বঙ্কুবাবু বলিলেন— 'আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেয়ো না। ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এঁহ্, খুলির উপর তুরপুন চালাবেন!'

ষষ্ঠীবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না না, যদি বাস্তবিক নন্দর মাথার ভিতর ওলটপালট হয়ে গিয়ে থাকে তবে হাতুড়ে বদ্যির কম্ম নয়। হোমিওপ্যাথিই ভালো।

নিধু। আমার কথা তো শুনবে না বাওআ। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় তো একটু কোবরেজি করতে শেখ। দরওয়ানজি দিব্বি একলোটা বানিয়েছে। বল তো একটু চেয়ে আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

পরদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ি আসিলেন। রোগীর ভিড় এখনো আরম্ভ হয় নাই, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক পড়িল। একটি প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাশ পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো। বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মতো বৃদ্ধ নেপালবাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়ার নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'বসবার জায়গা আছে।' নন্দ বসিলেন।

www.pathagar.com

নেপাল। শ্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হলে তো আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। অ্যালোপ্যাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কী?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কী বলেছে?

নন্দ। বললেন আমার মাথায় টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কী আছে জানো? গোবর। আর টুপির ভেতর শিং, জুতোর ভেতর খুর, পাতলুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দুদিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যাবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁদিক?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপাল। না ডানদিক?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন—'ঠিক করে বল।'

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায়?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলি মটরভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—'হ্যাঁচোড়পাঁচোড় করে।'

ডাক্তার কয়েকটি মোটা-মোটা বহি দেখিলেন, তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'হুঁ। একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে অ্যালোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা দু-গ্রেন কুইনিন দিয়েছিল, এখনো বিকেলে মাথা টিপটিপ করে। সাতদিন পরে ফের এসো। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।

নন্দ। ব্যারামটা কী আন্দাজ করছেন?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরোবে নাকি? যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলাস হয়েছে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যূষ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবছ আমার আলমারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার-থার্টি মেশানো থাকে। ফি কত তাও

www.pathagar.com

বলে দিতে হবে নাকি? দেখছ না দেওয়ালে নোটিশ লটকানো রয়েছে বত্রিশ টাকা? আর ওষুধের দাম চার টাকা।'

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কেন বাওআ কাঁচা পয়হা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বক্সে বসে থিয়াটার দেখা চলত। ও নেপাল-বুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন-দাকে ভালোমানুষ পেয়ে জেরা করে থ করে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওফাঁক দেখে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারি-সুদ্ধ সাবড়ে না দিতে পারি তো আমার নাক কেটে দিও।'

গুপী। আজ আপিসে শুনেছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরক্কাবাদ থেকে এখানে এসেছে। খুব নামডাক, রাজা-মহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্ছে, একবার দেখালে হয় না?

ষষ্ঠী। এই শীতে হাকিমি ওষুধ? বাপ, শরবত খাইয়েই মারবে। তারচেয়ে তারিণী কোবরেজ ভালো।

অতঃপর কবিরাজি চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

পরদিন সকালে নন্দবাবু তারিণী কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাড়ি-গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আটহাতি ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তাপোশ, তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোলে দুটি ঔষধের আলমারি।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তাপোশে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবুর কনথে আসা হচ্চে?'

নন্দবাবু নিজের নাম-ঠিকানা বলিলেন।

তারিণী। রুগীর ব্যামোডা কী?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনি রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা করে দিয়েছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপালবাবু বললেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাই নি।

তারিণী। নেপাল। সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরাবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M.B.F.T.S.— মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদর হল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতে ছেলেছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধুবান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্রচিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। যন্তিবাবু-রি চেন? খুলনের উকিল যন্তিবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিভিলসার্জন পা কাটলে। তিন দিন অচৈতন্যি। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাকো তারিণী স্যানরে। দেলাম ঠুকে একদলা চ্যবনপ্রাশ। তারপর কী হল কও দিকি?

www.pathagar.com

নন্দ। আবার পা গজিয়েছে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাবলা, দেখ দেখ বিড়েলে সবডা ছাগলাদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন—'দ্যাও নাড়িডা একবার দেখি। হুঁ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারী ব্যামো হয়েছিল কখনো?'

নন্দ। অনেক দিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেছি। পাঁচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হল।

তারিণী। একই কথা, পাঁচ দেড়া সাড়ে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, জানতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভালো হয় না।

তারিণী। হবেই না তো। উর্ধু হয়েছে কি না। দাঁত কনকন করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে, জানতি পার না। যাহোক, তুমি চিন্তা করো নি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্চি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারি হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থিত বড়ির উদ্দেশে বলিলেন—'লাফাসনে, থাম থাম। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাকলি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল-সন্ধি একটা করি খাবা। আবার তিন দিন পরে আসবা বুঝেচ?'

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারিণী। ছাই বুঝেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ, এইসব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়ে রাঁধি খাতি পার। গরম জল ঠাণ্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কী?

তারিণী। যারে কয় উদুরি। উর্ধুশ্লেষ্মাও কইতি পার।

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষচিত্তে বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কি দাদা, কোবরেজির সাধ মিটল?'

গুপী। নাহ্ এসব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেঞ্জে চল।

বঙ্কু। আমি বলি কী, নন্দ বে-থা করে ঘরে পরিবার আনুক। এরকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ স্বরে বলিলেন—'আর পরিবার। কোনোদিন আছি, কোনোদিন নেই। এই বয়সে একটা কচি বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জোটানো।'

নিধু বলিল—'নন-দা, একটা মোটর কেন মাইরি। দুদিন হাওয়া খেলেই চাঙা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হুডসন্, ষেটের কোলে আমরা তো পাঁচজন আছি।'

ষষ্ঠী। তা যদি বললে, তবে আমার মতে মটরকারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা কিন্তু মেরামতি খরচ জোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাটল, কাল গিন্নির অম্বলশূল, পরশু

www.pathagar.com

ব্যাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ করো না নন্দ। জেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দুদণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যানপ্যান ট্যা ট্যা।

নিধু। ষষ্ঠী খুড়ো যেরকম হিসেবি লোক, একটি মোটাসোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভালো করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত!

গুপী। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিম সাহেবের কাছে যাও। তারপর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজি হইলেন।

হাজিক-উল-মুলক বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরল্লা অল হকিম য়ুনানী লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুঙ্গি-পরা ফেজধারী লোক তাঁহাকে বলিল— 'আসেন বাবুমশায়। আমি হাকিম সাহেবের মীরমুন্সী। কী বেমারি বোলেন, আমি লিখে হুজুরকে ইত্তালা ভেজিয়ে দিব।'

নন্দ। বেমারি কী সেটা জানতেই তো আসা বাপু।

মুন্সী। তব ভি কুছুতো বোলেন। না-তাকতি, বুখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ, বাওআসির, রাত-অন্ধি—

নন্দ। ওসব কিছু বুঝলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করছে।

মুন্সী। সো হি বোলেন। দিল তড়পনা। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুন্সী। হাকিম সাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর। না থাকে আমি দিচ্ছি। পঁয়তাল্লিশ টাকা, আর বাট্টা দো টাকা, আর রেশমি রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে বন্দগি জনাব বোলবেন, তারপর রুমালের উপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিম সাহেব ফরসিতে ধূমপান করিতেছেন। বয়স পঞ্চান্ন, বাবরি চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক শাদা, মধ্যে লাল, ডগায় নীল। পরিধান সাটিনের চুড়িদার ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর এবং রুমী মস্তগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চার-পাঁচজন পারিষদ হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতিকথায় 'কেরামত' বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁকরা-চুলো চাপ-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গি করিতেছে।

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কানে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল—'আপনি বাংলায় বাতচিত বোলেন। হামি হুজুরকে সমঝিয়ে দিব।'

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভকণ্ঠে বলিলেন—'সর লাও।'

নন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। মুন্সী আশ্বাস দিয়া বলিল—'ডরবেন না মশয়। জনাবকে আপনার শির দেখলান।'

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন—'হড্ডি পিলপিলায় গয়া।'

www.pathagar.com

মুন্সী। শুনেছেন? মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন—'সুর্মা সুর্খ।'

একজন একটা লাল গুঁড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুন্সী বুঝাইল—'আঁখ ঠাণ্ডা থাকবে, নিদ হোবে।' হাকিম আবার বলিলেন—'রোগন বহুর।' মুন্সী হাঁকিল—'এ জী বালবর, অস্তুরা লাও।'

নন্দবাবু—'হাঁ-হাঁ আরে তুম করো কী'— বলিতে বলিতে নাপিত চট করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুন্সী বলিল—'ঘবড়ান কেন মশয়, এ হচ্চে বহুরী সিংগির মাথার ঘি। বহুত কিম্মত। মাথার হাড্ডি সকত হোবে।'

নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল—'হাঁকাও!'

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হইবে না। সকলে বিষণ্নচিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

সারারাত বিছানায় ছটফট করিয়া ভোর চারটার সময় নন্দবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর বন্ধুগণের পরামর্শ শুনিবেন না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

বেলা আটটার সময় নন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন এবং বড়-রাস্তায় ট্যাক্সি ধরিয়া বলিলেন—'সিধা চল।' সংকল্প করিয়াছেন, মিটারে একটাকা উঠিলেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িবেন, এবং কাছাকাছি যে চিকিৎসক পান তাহারই মতে চলিবেন—তা সে অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাতুড়ে, অবধূত, মাদ্রাজি বা চাঁদসির ডাক্তার যেই হউক।

বড়বাজারে নামিয়া একটি গলিতে ঢুকিতেই সাইনবোর্ড নজরে পড়িল—'ডাক্তার মিস বি. মল্লিক।' নন্দবাবু মিস শব্দটি লক্ষ্য করেন নাই, করিলে হয়তো ইতস্তত করিতেন। নন্দ একেবারে সোজা পরদা ঠেলিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন—

মিস বিপুলা মল্লিক তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাঁধের উপর সেফটি পিন আঁটিতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—'কী চাই আপনার?'

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তারপর মরিয়া হইয়া ভাবিলেন—দূর হোক, নাহয়, লেডি ডাক্তারের পরামর্শই নেব। বলিলেন—'বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

মিস মল্লিক। পেন আরম্ভ হয়েছে?

নন্দ। পেন তো কিছু টের পাচ্ছি না।

মিস। ফার্স্ট কনফাইনমেন্ট?

নন্দ। আজ্ঞে?

মিস। প্রথম পোয়াতি?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেছি।'

মিস মল্লিক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'নিজের জন্যে। ব্যাপার কী?'

www.pathagar.com

সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা শেষ হইলে মিস মল্লিক নন্দবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-চারটি প্রশ্ন করিয়া কহিলেন—'আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

নন্দ। শ্রী নন্দদুলাল মিত্র।

মিস। বাড়িতে কে আছেন?

নন্দ জানাইলেন তিনি বহুদিন বিপত্নীক, বাড়িতে এক বৃদ্ধা পিসি ছাড়া কেউ নাই।

মিস। কাজকর্ম কী করা হয়?

নন্দ। তা কিছু করি না। পৈতৃক সম্পত্তি আছে।

মিস। মোটরকার আছে?

নন্দ। নেই তবে কেনবার ইচ্ছে আছে।

মিস মল্লিক আরো নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া কিছুক্ষণ ঠোঁটে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বামে-দক্ষিণে ঘাড় নাড়িলেন।

নন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—'দোহাই আপনার, সত্যি করে বলুন আমার কী হয়েছে। টিউমার না পাথুরি, না উদরি, না কালাজ্বর, না হাইড্রোফোবিয়া?'

মিস মল্লিক হাসিয়া বলিলেন—'কেন আপনি ভাবছেন? ওসব কিছুই হয় নি। আপনার শুধু একজন অভিভাবক দরকার।'

নন্দ অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলিলেন— 'তবে কি আমি পাগল হয়েছি?'

মিস মল্লিক মুখে রুমাল দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'ও ডিয়ার ডিয়ার নো। পাগল হবেন কেন? আমি বলছিলুম, আপনার যত্ন নেবার জন্যে বাড়িতে উপযুক্ত লোক থাকা দরকার।'

নন্দ। কেন পিসিমা তো আছেন।

মিস মল্লিক পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—'দি আইডিয়া! মাসিপিসির কাজ নয়। যাক, আপাতত একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে দেখবেন। বেশ মিষ্টি, এলাচের গন্ধ। একহপ্তা পরে আবার আসবেন।'

নন্দবাবু সাতদিন পরে পুনরায় মিস বিপুলা মল্লিকের কাছে গেলেন। তারপর দুদিন পরে আবার গেলেন। তারপর প্রত্যহ।

তারপর একদিন নন্দবাবু পিসিমাতাকে কাশীধামে রওনা করাইয়া দিয়া মস্ত বাজার করিলেন। একঝুড়ি গলদা চিংড়ি, একঝুড়ি মটন, তদনুযায়ী ঘি, ময়দা, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। বন্ধুবর্গ খুব খাইলেন। নন্দবাবু জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি পরিয়া সলজ্জ সস্মিতমুখে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

মিসেস বিপুলা মিত্র এখন আর স্বামীভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দবাবু ভালোই আছেন। মোটরকার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সান্ধ্য-আড্ডাটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

ভূশণ্ডীর মাঠে

শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ি, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমান রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তাহার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটোসাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তাহার যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচমিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না-পারায় পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়ো, মেনীমুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তাহার স্বামীর চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার বচসা চরমে পৌঁছিল—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে ক্ষোভে কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনো গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছটার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—'হে মা কালী, মাগীকে ওলাউঠোয় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা করে দাও মা, যাতে আবার নতুন করে সংসার পাততে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হল না, সেটাও তো দেখতে হবে। দোহাই মা!'

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙা তেলেভাজা খাবার, আধ-সের দই এবং আধ-সের অমৃতি খাইল। তারপর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, জাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বিডন স্ট্রিটের হোটেল-ডি-অর্থোডক্সে এক প্লেট কারি, দু প্লেট রোস্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তারপর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটি ফিরিয়া গেল।

মা-কালী কিন্তু উল্টা বুঝিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়াই শিবুর ভেদবমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

www.pathagar.com

* * * *

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটির আড়পাড় কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরো দু-তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইটখোলা ছিল, সেজন্য সমতল নয়। কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আঁশশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার একপাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে-স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতি প্রেতাত্মা বিনা পাসে ওয়েটিংরুম ছাড়িতে পারে না। যাঁহারা seance দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিলাতি ভূত নামানো কীরকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত; কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল, ত্বয়া হৃষীকেশ, নির্বাণ মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্রতত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যকমতো ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ-বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেহ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে। ভূতদের মাঝে-মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মশরীর বেশ হালকা ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামনদর্শন ঘটে, কিংবা যাঁহারা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।

দুতিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হইক, নৃত্যের একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হোক না-হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তারপর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাহ্, এইখানেই একটা পছন্দমতো উপদেবীর জোগাড় দেখিতে হইল।

www.pathagar.com

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভূশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মতো ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কালো গুবরে পোকা ভরর করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে একজোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদগদ স্বরে মাঝে-মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কটকটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সংগত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক করিতে লাগিল। মনে পড়িল—ভূশণ্ডীর মাঠে প্রান্তস্থিত পিটুলিবিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেতনি বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল। পেতনির বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোবড়াইয়াছে এবং সামনের দুটো দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শাঁকচুন্নি কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছিল। সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মতো লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তাহার বয়স তেমন বেশি বোধহয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নি ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো ফ্যাঁচ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভূশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে শাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কী দাঁত! কী মুখ! কী রঙ! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মতো। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলি
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগলুকে বিটিয়া
কেকরাসে সাদিয়া হো কেকরাসে হো-ও-ও-ও—

www.pathagar.com

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—'তালগাছে কে রে?'

উত্তর আসিল—'কারিয়া পিরেত বা।'

শিবু। কেলে ভূত? নেমে এস বাবা।

মাথায় পাগড়ি, কালো লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মতো একটি জীবাত্মা সড়াক করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'গোড় লাগি বরমদেওজি।'

শিবু। তামাকই নেই তা ছিলিম। জোগাড় কর্ না।

প্রেত ঊর্ধ্বে উঠিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে বৈদ্যবাটির বাজার হইতে তামাক টিকা কলিকা আনিয়া আগ শুলগাইয়া শিবুর হাতে দিল। শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—'তারপর, এলি কবে? তোর হালচাল বল্।'

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই।—

তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরু গরু জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজি, বনিবনাও কখনো হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয় এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরি করিয়া অবশেষে চাপদানির মিলে কুলির কাজে ভরতি হয় এবং কয়েক বৎসর মধ্যে সরদারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি হাফিজ অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তারপর একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মতো আওয়াজ আসিল—'ভায়া, কলকেটায় কিছু আছে নাকি?'

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যেরকম হয় সেইপ্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগলাচ্ছি। বেশি কিছু নয়—এই দু-পাঁচশো। সব বন্ধকি তমসুদ দাদা—ইস্টাম্বর কাগজে লেখা—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে, থুঃ থুঃ!'

শিবুর মেঘদূত একটু-আধটু জানা ছিল। সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল 'যক্ষমহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—'

যক্ষ। ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি নাম জানলে কিসে হ্যা?

শিবু। আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে?

যক্ষ। আমার আগমন? হ্যা, হ্যা! আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তা-ও দেখলুম। আরে তুমি তো সেদিন এলে,

www.pathagar.com

কাটপিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেছি আমি। তোমার গানের শখ আছে দেখছি—বেশ বেশ। কালোয়াতি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু। মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ। বিলক্ষণ। আমার নাম নদেরচাঁদ মল্লিক, পদবি বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, ইলাকা রিশড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জটি সাহেবের নাম শুনেছ? হুগলির কালেক্টর—ভারি ভালোবাসত আমাকে। মুল্লুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু। মশায়ের পরিবারাদি কী?

যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বললেন—'সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা! ঘর সংসার সবই তো ছিল কিন্তু গিন্নিটি ছিলেন খাণ্ডার। বলব কী মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক—কোম্পানির ফৌজদারি নিজামত আদালত যার মুঠোর মধ্যে—আমারই পিঠে দিলে কিনা এক ঘা চেলা-কাঠ কশিয়ে! তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিন-শ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা? গুরু আছেন, ধর্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হল। সংসারধর্মে আর মন বসল না। জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললুম। তারপর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েছি। ছেলেপুলে হয়নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্ আবাগের-বেটা-ভূত মানুষ হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর বব-বম্ করি। থাক, আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।'

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—'সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ করে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই—তেমন যুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—ঢনঢন করছে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দে তো। ঠিক হয়েছে। চৌতাল বোঝ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন—

ধা ধা ধিন তা কৎ তা গে, গিন্নি ঘা দেন কর্তা কে।
ধরে তাড়া করে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নি কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধরে ঘন ঘন ঘা কত ধুম ধুম দিতে থাকে।
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্‌টে পাল্‌টে ফ্যালে
গিন্নি ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
ধাক্কাধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—
'ধা'-এর উপর সোম। ধিন তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।

www.pathagar.com

এই 'ধা' ফসকালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আসছে। খোট্টাভূত, আর এক ছিলিম সাজ বেটা।

*　　*　　*　　*

উদযোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজি হইয়াছে। কিন্তু সে এখনো কথা বলে নাই। ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আঠা দিয়া পইতা মাজিল, ফণি-মনসার বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বনজঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একরাশ ঘেঁটুফুল, বইচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তারপর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐকতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরী-বামনীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদযোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—'এইবার ঘোমটাটা খুলতে হচ্ছে।'

ডাকিনী ঘোমটাটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—'অ্যাঁ! তুমি নেত্য?'

নৃত্যকালী বলিল—'হ্যাঁরে মিনসে। মনে করেছিলে মরে আমার কবল থেকে বাঁচবে। পেতনি শাঁকচুন্নির পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?'

শিবু। এলে কী করে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠো শত্তুরের হোক। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাতটাও একটু নরম হয়েছে নাকি?

শুভকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন একপাল শকুনি-গৃধিনী ঝুটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্‌কার মতো ছুটিয়া আসিয়া পেতনি ও শাঁকচুন্নি উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামিচি আরম্ভ করিল। (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামতো কমাইয়া লইবেন)।

পেতনি। আমার সোয়ামি তোকে কেন দেব লা?

শাঁকচুন্নি। আ মর বুড়ি, ও যে তোর নাতির বয়সী।

পেতনি। আহা, কী আমার কনে বউ গা!

শাঁকচুন্নি। দূর মেছোপেতনি, আমি যে ওর দু-জন্ম আগেকার বউ।

পেতনি। দূর গোবরচুন্নি, আমি যে ওর তিন-জন্ম আগেকার বউ।

শাঁকচুন্নি। মর চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনি মাগী মিন্‌সেকে নিয়ে উধাও হোক।

তখন পেতনি বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—'আগে তোর ঘাড় মটকাব তারপর ডাইনি বেটিকে খাব।'

কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। এক নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই, তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরো দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

www.pathagar.com

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনী, শুনছ কিবা আনমনে,
ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাকছে তোমায় বাঁশবনে।
ওটা যে খ্যাঁকশেয়ালী, দিও না কুলে কালি।
রাত-বিরেতে শ্যালকুকুরের ছুঁচোপ্যাঁচার ডাক শুনে।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—'ভায়া এখানে হচ্ছে কী? এত গোল কিসের?'

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—'এ বরম পিচাস, আবে দরবাজা তো খোল।'

শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটনমন্ত্র পড়িল—

মারে জ্ জুয়ান/হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া/হেঁইয়া
পর্বত তোড়ি/হেঁইয়া
চলে ইঞ্জন/হেঁইয়া
কটে বয়লট/হেঁইয়া
খবরদার/হা-ফিজ।

মড়মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—'একি, গিন্নি! এখানে? বেহ্মদত্যিটার সঙ্গে। ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?' ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—'আরে মুংরী, তোহর শরম নহি বা?'

তারপর যে-ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুকাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভূশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পূক, পিক্সি, নোম, গবলিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি লম্বা-দাঁড়িঅলা কাবুলি ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চিনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডী, আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূতজাতি অতি নাছোড়বান্দা, ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেতনির পেতনিত্ব—এসব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটি বিলিব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনোরকম নীতি-বিগর্হিত বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।

www.pathagar.com

গগন-চটি

হাতিবাগানের দরজি আবুবকর মিঞা আর তার বউ রমজানী বিবি সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ঈদের চাঁদ দেখছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিশ রমজানীর নজরে পড়ল। সে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, ও মিঞা, আসমানের মধ্যিখানে ছোট্ট কাটারির মতোন জুলজুল করছে ওটা কী গো?

আবুবকর অনেকক্ষণ ঠাহর করে বলল, কাটারি নয় রে, ওটা পয়জার। দেখছিস না তালতলার চটির মতোন গড়ন। বোধহয় মল্লিকবাবুরা ফানুস উড়িয়েছে।

আবুবকরের অনুমান ঠিক নয়, কারণ পরদিন এবং তারপর রোজই সন্ধ্যার পর আকাশে দেখা গেল। এই অদ্ভুত বস্তু ফানুসের মতোন এদিক-ওদিক ভেসে বেড়ায় না, আকাশে স্থির হয়েও থাকে না, চাঁদ আর গ্রহ-নক্ষত্রের মতোন এর উদয়-অস্ত হয়। উদীয়মান জ্যোতিঃসম্রাট তারক সান্যালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওটা রাহু বলেই মনে হচ্ছে, মহাবিপদের পূর্বলক্ষণ। এই কথা শুনে প্রবীণ জ্যোতিঃসম্রাট শশধর আচার্য বললেন, তারকাটা গোমূর্খ, রাহু হলে মুণ্ডুর মতোন গড়ন হতো না? ওটা কেতু, ল্যাজের মতোন দেখাচ্ছে, অতি ভীষণ দুর্নিমিত্ত সূচনা করছে। তোমাদের উচিত গ্রহশান্তির জন্য যাগ করা আর অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন।

একটা আতঙ্ক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজে নানারকম মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। একজন লিখলেন—বোধহয় উড়ন চাকতি, ধাক্কা লেগে তুবড়ে গিয়ে চটিজুতোর মতোন দেখাচ্ছে। আর একজন লিখলেন—নিশ্চয় ল্যাজকাটা ধূমকেতু, সূর্যের আর একটু কাছে এলেই নূতন ল্যাজ গজাবে; তার ঝাপটায় পৃথিবী চুরমার হতে পারে।

প্রবীণ হেডপণ্ডিত কুঞ্জবিহারী তলাপাত্র কাগজে লিখলেন, এই আকাশচারী ভয়ংকর পাদুকা কোন্ মহাপুরুষের? দেখিয়া মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। মধ্যশিক্ষাপর্ষদের খামখেয়াল দেখিয়া সেই স্বর্গস্থ তেজস্বী মহাত্মার ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে, তাই তাঁহার একপাটি বিনামা গগনতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই উদ্ভুক্ত গগন-চটি শীঘ্রই শিক্ষাপর্ষদের মস্তকে নিপতিত হইবে।

সরকার-বিরোধী দলের অন্যতম মুখপাত্র বিরুপাক্ষ মণ্ডল লিখলেন—না, বিদ্যাসাগরের চটি নয়, তার শুঁড় এতবড় ছিল না। এই আসমানী পয়জার হচ্ছে স্বর্গস্থ মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের। যত সব মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতালের কেলেঙ্কারি দেখে তিনি খেপে উঠেছেন, হাতের কাছে অন্য হাতিয়ার না পেয়ে একপাটি চটি ছেড়েছেন। কর্তারা হুঁশিয়ার।

www.pathagar.com

ভক্তকবি হেমন্ত চট্টরাজ লিখলেন—এই গগন-চটি মানুষের নয়, এ হচ্ছে মূর্তিমান ঐশ রোষ। চুরি ঘুষ ভেজাল মিথ্যাচার ব্যভিচার ভণ্ডামি ইত্যাদি পাপের বৃদ্ধি, রাজ্যসরকারের অকর্মণ্যতা, ধনীদের বিলাসবাহুল্য, ছেলেমেয়েদের সিনেমোন্মাদ—এইসব দেখে নটরাজ চঞ্চল হয়েছেন, প্রলয়নাচন নাচবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, তা থেকেই এই রুদ্র চটি গগনতলে খসে পড়েছে। প্রলয়ংকর রুদ্রতাণ্ডব শুরু হতে আর দেরি নেই, জগতের ধ্বংস একেবারে আসন্ন। দেশের ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ যদি শীঘ্র ধর্মপথে ফিরে না আসে তবে এই রুদ্ররোষ সকলকেই ব্যাপাদিত করবে।

কিন্তু আনাড়ি লোকদের এইসব জল্পনা শিক্ষিতজনের মনে লাগল না। বিশেষজ্ঞরা কী বলেন? বিশ্বম্ভর কটন মিল, বিশ্বম্ভর ব্যাংক, বিশ্বম্ভরী পত্রিকা ইত্যাদির মালিক শ্রীবিশ্বম্ভর চক্রবর্তী একজন সর্ববিদ্যাবিশারদ লোক, কোনো প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'জানি না' বলেন না। কিন্তু গগন-চটির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু গভীরভাবে উপর নিচে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়লেন। কয়েকজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন—এখন কিছু বলা যায় না, তবে নক্ষত্র নয় তা নিশ্চিন্ত, কারণ এর গতিপথ বিষুবৃক্ষের ঠিক সমান্তরাল বয়। এই আগন্তুক জ্যোতিষ্কটি গ্রহের মতোন বিপথগামী। পুচ্ছহীন ধূমকেতু হতে পারে। তা ভয়ের কারণ আছে বইকি। শাদা চোখে যতই ছোট দেখাক বস্তুটি নিশ্চয় প্রকাণ্ড। দেখা যাক আমাদের কোদাইক্যানাল মানমন্দির আর গ্রিনিচ প্যালোমার ইত্যাদি থেকে কী রিপোর্ট আসে।

রিপোর্ট শীঘ্রই এল, দেশ-বিদেশের সমস্ত বিখ্যাত মানমন্দির থেকে একই সংবাদ প্রচারিত হল। দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তা এই।—সূর্যের নিকটতম গ্রহ হচ্ছে বুধ (মার্করি), তার পরে আছে শুক্র (ভিনস), তারপর আমাদের পৃথিবী, তারপর মঙ্গল (মার্স), তারপর বহু দূরে বৃহস্পতি (জুপিটার), আরো দূরদূরান্তরে শনি (সাটার্ন), ইউরেনস, নেপচুন আর প্লুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মাঝামাঝি পথে প্রকাণ্ড একঝাঁক অ্যাস্টারয়েড বা ছোট ছোট খণ্ডগ্রহ সূর্যকে পরিক্রম করে। তারই একটা হঠাৎ কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীর নিকটে এসে পড়েছে। এই খণ্ডগ্রহটি গোলাকার নয়। ভারতীয় জ্যোতিষীরা এর নাম দিয়েছেন গগন-চটি অর্থাৎ হেভেনলি স্লিপার। আপাতত আমরাও সেই নাম মেনে নিলাম। এই গগন-চটির কিঞ্চিৎ স্বকীয় দীপ্তি আছে, তার উপর সূর্যকিরণ পড়ায় আরো দীপ্তিমান হয়েছে। পৃথিবী থেকে এর বর্তমান দূরত্ব পৌনে দু কোটি মাইল, প্রায় দু বৎসর সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এর আয়তন আর ওজন চন্দ্রের প্রায় দ্বিগুণ। এতবড় অ্যাস্টারয়েডের অস্তিত্ব জানা ছিল না।। অনুমান হয়, গোটাকতক খণ্ডগ্রহের সংঘর্ষ আর মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়ে এই গগন-চটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এর উত্তাপ আর স্বকীয় দীপ্তিও সংঘর্ষ-জনিত। এই বৃহৎ অ্যাস্টারয়েড নিকটে আসায় মঙ্গলগ্রহ আর চন্দ্রের কক্ষ একটু বেঁকে গেছে, আমাদের জোয়ার-ভাটার সময়ও কিছু বদলেছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব এখন পর্যন্ত যা আছে তাতে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, তবে সন্দেহ হচ্ছে গগন-চটি ক্রমেই কাছে আসছে। যদি বেশি কাছে আসে তবে আমাদের এই পৃথিবীর পরিণাম কী হবে তা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

www.pathagar.com

এই বিবৃতির ফলে অনেকে ভয়ে আঁতকে উঠল, কয়েকজন স্থূলকায় ধনী হার্টফেল হয়ে মারা গেল। অনেকে পেটের অসুখ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি আর হাঁপানিতে ভুগতে লাগল। হিন্দুধর্মের নেতৃস্থানীয় স্বামী-মহারাজগণ, মুসলমান মোল্লা-মওলানাগণ এবং খ্রিস্টীয় পাদরিগণ নিজের নিজের শাস্ত্র অনুসারে হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। সাহিত্যিকরা উপন্যাস কবিতা রম্যরচনা প্রভৃতি বর্জন করে পরলোকের কথা লিখতে লাগলেন। কিন্তু বেশিরভাগ লোকের দুশ্চিন্তা দেখা গেল না, বরং গগন-চটির হুজুগে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা জমে উঠল। শেয়ারবাজারে বিশেষ কোনো তেজিমন্দি দেখা গেল না, সিনেমার ভিড়ও কমল না।

কিছুদিন পরেই দফায় দফায় যে জ্যোতিষিক সংবাদ আসতে লাগল তাতে লোকের পিলে চমকে উঠল, রক্ত জল হয়ে গেল। গগন-চটি নামক এই দুষ্টগ্রহ ক্রমশ পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে এবং মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পরস্পর টানাটানি চলছে। চন্দ্রসমেত পৃথিবী আর গগন-চটি যেন মিলেমিশে তালগোল পাকাবার চেষ্টায় আছে। হিশাব করে দেখা গেছে, পাঁচ মাসের মধ্যেই চন্দ্র আর গগন-চটির সংঘর্ষ হবে, তারপর দুটোই হুড়মুড় করে পৃথিবীর উপর পড়বে। তার ফল যা দাঁড়াবে তার তুলনায় লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা তুচ্ছ। সংঘাতের কিছু পূর্বেই বায়ুমণ্ডল লুপ্ত হবে, সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত প্রাণী রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরবে। চরম ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় নেই।

বিভিন্ন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ একটি যুক্তবিবৃতি প্রচার করলেন—আমাদের করণীয় অবশ্যই আছে। সেকালে বৃদ্ধেরা একটি ছড়া বলতেন—If cold air reach you through a hole, go make your will and mend your soul। কিন্তু এই আগন্তুক গগন-চটি ছিদ্রাগত শীতল বায়ু নয়, মানবজাতির পাপের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত মৃত্যুদণ্ড, আমাদের সকলকেই ধ্বংস করবে। উইল করা বৃথা, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমাদের আত্মার ত্রুটি অবশ্যই শোধন করতে হবে। অতএব সরল অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, নিরন্তর প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা কর, সকল শত্রুকে ক্ষমা কর, যে কদিন বেঁচে আছ যথাসাধ্য অপরের দুঃখ দূর কর।

ইহুদি মুসলমান আর বৌদ্ধ ধর্মনেতারাও অনুরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন। আদি-শংকরাচার্যের একমাত্র ভাগিনেয়ের বংশধর ১০০৮ শ্রী ব্যোমশংকর মহারাজ একটি হিন্দি পুস্তিকা ছাপিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিলি করলেন। তার সারমর্ম এই—অয় মেরে বচ্চে, হে আমার বৎসগণ, মৃত্যুভয় ত্যাগ কর। আমার বয়স নব্বই পেরিয়েছে, আর তোমরা প্রায় সকলেই আমার চাইতে ছোট, কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ ভবযন্ত্রণার ভোগ বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সমান। আমাদের আত্মা শীঘ্রই দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেয়ে পরমাত্মায় লীন হবে, এ তো পরম আনন্দের কথা, এতে ভয়ের কী আছে? কিন্তু অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগ করা চলবে না, তাতে নরকগতি হবে। তোমরা হয়তো জানো, কোনো বড় অপারেশনের আগে রোগীকে উপবাসী রাখা হয় এবং জোলাপ আর এনিমা দিয়ে তার কোষ্ঠ সাফ করা হয়। যখন রোগীর পাকস্থলী শূন্য, মূত্রাশয়ও শূন্য, সর্বশরীর পরিষ্কৃত,

www.pathagar.com

তখনই ডাক্তার অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। শুচিতার জন্য এত সতর্কতার কারণ—পাছে সেপটিক হয়। এখন ভেবে দেখ, অ্যাপেনডিক্স বা হার্নিয়া বা প্রস্টেট ছেদনের তুলনায় প্রাণ-বিসর্জন কত গুরুতর ব্যাপার, মৃত্যুকালে যদি মনে কিছুমাত্র কালুষ্য বা কল্মষ বা কিল্বিষ থাকে তবে আত্মার সেপটিক অনিবার্য। পাপক্ষালন না করেই যদি তোমরা প্রাণত্যাগ কর তবে নিঃসন্দেহে সোজা নরকে যাবে। অতএব আর বিলম্ব না করে সরল মনে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, তাতেই তোমার শুচি হবে। চুপি চুপি বললে চলবে না, জনতার সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে, কিংবা ছাপিয়ে প্রচার করতে হবে, যেমন আমি করছি। ওই পুস্তিকার শেষে তফসিল ক আর খ-র মৎকৃত যাবতীয় দুষ্কর্মের তালিকা পাবে—কতগুলো ছারপোকা মেরেছি, কতবার লুকিয়ে মুরগি খেয়েছি, কতবার মিথ্যা বলেছি, কতজন ভক্তিমতী শিষ্যার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছি—সবই খোলসা করে বলা হয়েছে। তোমরাও আর কালবিলম্ব না করে এখনই পাপক্ষালনে রত হও।

বিলাতে অক্সফোর্ড গ্রুপের উদ্যোগে দলে দলে নরনারী দুষ্কৃতি স্বীকার করতে লাগল, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও অনুরূপ শুদ্ধির আয়োজন হল। ভারতবাসীর লজ্জা একটু বেশি, সেজন্য ব্যোমশংকরজির উপদেশে প্রথম-প্রথম বিশেষ ফল হল না। কিন্তু সম্প্রতি প্যালোমার মানমন্দির থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার পরে কেউ আর চুপ করে থাকতে পারে না। গগন-চটি আরো কাছে এসে পড়েছে, তার ফলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বা গ্রাভিটি কমে গেছে, আমরা সকলেই একটু হালকা হয়ে পড়েছি। আর দেরি নেই, শেষের সেই ভয়ংকর দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

মনুমেন্টের নিচে আর শহরের সমস্ত পার্কে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ চিৎকার করে পাপ স্বীকার করতে লাগল। বড়বাজার থেকে একটি বিরাট প্রসেশন ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে বেরুল এবং নেতাজি সুভাষ রোড হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। বিস্তর মান্যগণ্য লোক তাতে যোগ দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে করুণ-কণ্ঠে নিজের নিজের দুষ্কর্ম ঘোষণা করতে লাগলেন, কিন্তু ব্যান্ডের আওয়াজে তাঁদের কথা ঠিক বোঝা গেল না।

বিলাতি রেডিওতে নিরন্তর বাজতে লাগল—Nearer my God to thee । দিল্লির রেডিওতে 'রঘুপতি রাঘব' এবং লখনউ আর পাটনার 'রাম নাম সচ হৈ' অহোরাত্র নিনাদিত হল। কলকাতায় ধ্বনিত হল—'সম্মুখে শান্তিপারাবার।' মস্কো রেডিও নীরব রইল, কারণ ভগবানের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সদভাব নেই। অবশেষে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাদের রাষ্ট্রপতি কমিউনিস্ট প্রজাবৃন্দের আত্মার সদগতির নিমিত্ত গয়াধামে অগ্রিম পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করলেন।

বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ গত পঞ্চাশ বৎসরে যত কুকর্ম করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে White Book প্রকাশ করলেন এবং একযোগে ঘোষণা করলেন—সব মানুষ ভাই ভাই, কিছুমাত্র বিবাদ নাই। পাকিস্তানের কর্তারা বললেন, য়হ বাত তো ঠিক হৈ, হিন্দি পাকি ভাই ভাই, লেকিন আগে কাশ্মির চাই।

www.pathagar.com

জগদ্‌ব্যাপী এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে শুধু একজনের কোনোরকমে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল না। ইনি হচ্ছেন হাঠখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী। বয়স আশি পার হলেও ইনি বেশ সবলা, সম্প্রতি দ্বিতীয়বার কেদার-বদরী ঘুরে এসেছেন। প্রচুর সম্পত্তি, স্বামী পুত্র কন্যার ঝঞ্ঝাট নেই; শুধু একপাল আশ্রিত কুপোষ্য আছে, তাদের ইনি কড়া শাসনে রাখেন। ভুবনেশ্বরী খুব ভক্তিমতী মহিলা, গীতগোবিন্দ গীতা আর গীতাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করেছেন। কিন্তু পাড়ার লোকে তাঁকে ঘোর নাস্তিক মনে করে, কারণ তিনি কোনোরকম হুজুগে মাতেন না। তাঁর ভয়ার্ত পোষ্যবর্গ ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করল—কর্তা-মা, গগন-চটি উদয় হয়েছেন, প্রলয়ের আর দেরি নেই। জগন্নাথ ঘাটে সভা হচ্ছে, সবাই পাপ কবুল করছে, আপনিও করে ফেলুন। মন খোলসা হলে শান্তিতে মরতে পারবেন।

ভুবনেশ্বরী ধমক দিয়ে বললেন—পাপ যা করেছি, তা করেছি, ঢাক পিটিয়ে সবাইকে তা বলতে যাব কেন রে হতভাগারা? গগন-চটি না টেঁকি, আকাশে লাখ লাখ তারা আছে, আর একটা না-হয় এল, তাতে হয়েছে কী? তোরা বললেই প্রলয় হবে? মরতে এখন ঢের দেরি রে, এখনই হা-হুতোশ করছিস কেন? ভগবান আছেন কী করতে? 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে'—রবি ঠাকুরের এই গান শুনিস নি? মানুষকেই যদি ঝাড়েবংশে লোপাট করে ফেলেন তবে ভগবানের আর বেঁচে সুখ কী? লীলাখেলা করবেন কাকে নিয়ে? যা যা, নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমো গে।

কিসে কী হয় কিছুই বলা যায় না। হয়তো ভুবনেশ্বরীর কথায় ত্রিভুবনেশ্বরের একটু চক্ষুলজ্জা হল। হয়তো কার্যকরণপরম্পরায় প্রাকৃতিক নিয়মেই যা ঘটবার তা ঘটল। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে তিন ইঞ্চি হরফে ছাপা হল—ভয় নেই, দুষ্টগ্রহ দূর হচ্ছে। বড় বড় জ্যোতিষীরা একযোগে জানিয়েছেন—বৃহস্পতি শনি ইউরেনস আর নেপচুন এই চারটে প্রকাণ্ড গ্রহের সঙ্গে এক রেখায় আসার ফলে গগন-চটির পিছনে টান পড়েছে, সে দ্রুতবেগে পুরাতন কক্ষে নিজের সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। অতি অল্পের জন্য আমাদের পৃথিবী বেঁচে গেল। বিপদ কেটে যাওয়ায় জনসাধারণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, কিন্তু যাঁরা অসাধারণ তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দেশের হোমরাচোমরা মান্যগণ্যদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি দল দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিবেদন করলেন—হুজুর, আমরা যে বিস্তর কসুর কবুল করে ফেলেছি এখন সামলাব কী করে? প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিমকোর্টের চিফ জাস্টিসের মত চাইলেন। তিনি রায় দিলেন, পুলিশের পীড়নের ফলে কেউ যদি অপরাধ স্বীকার করে তবে তা আদালতে গ্রাহ্য হয় না। গগন-চটির আতঙ্কে লোকে যা বলে ফেলেছে তারও আইনসম্মত কোনো মূল্য নেই, বিশেষত যখন স্ট্যাম্প-কাগজে কেউ অ্যাফিডাভিট করে নি।

বৃহৎ চতুঃশক্তি এবং ইউ-এন-ও গোষ্ঠীভুক্ত ছোট বড় সকল রাষ্ট্র একটি প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করলেন—গগন-চটির আবির্ভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে আমরা যেসব প্রলাপোক্তি করেছিলাম তা এতদ্বারা প্রত্যাহৃত হল। এখন আবার পূর্বাবস্থা চলবে।

গগন-চটি সুদূর গগনে বিলীন হয়েছে, কিন্তু যাবার আগে সকলকেই বিলক্ষণ ঘা কতক দিয়ে গেছে। আমাদের মান-ইজ্জত ধূলিসাৎ হয়েছে, মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে আর দাঁড়াবার জো নেই।

www.pathagar.com

স্বয়ম্বরা

চাটুজ্যেমশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন—'রাত্রি ন-টা সাতান্ন মিনিট গতে আম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধে।'

বিনোদ উকিল বলিলেন—'তাই তো, বাসায় ফেরা যায় কী করে।'

গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন—'বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা কোরো। আপাতত এখানেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, বলে আয় তো বাড়ির ভেতর।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা।'

বিনোদবাবু তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া বলিলেন—'তা তো হল, কিন্তু ততক্ষণ সময় কাটে কিসে। চাটুজ্যেমশায়, একটা গল্প বলুন।'

চাটুজ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আর-বছর মুঙ্গেরে থাকতে আমি এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

বিনোদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'দোহাই চাটুজ্যেমশায়, বাঘের গল্প আর নয়।'

চাটুজ্যে একটু ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন—'তবে কিসের কথা বলব, ভূতের না সাপের?'

—'এই বর্ষায় বাঘ সাপ সমস্ত অচল, একটি মোলায়েম দেখে প্রেমের গল্প বলুন।'

—'গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা।'

—'বেশ তো একটি নিছক সত্য প্রেমের কথাই বলুন।'

নগেন বলিল—'তবেই হয়েছে, চাটুজ্যেমশায় প্রেমের কথা বলবেন। বয়স কত হল চাটুজ্যেমশায়? আর কটা দাঁত বাকি আছে?'

—'প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিশ? ওরে গর্দভ, দাঁতে প্রেম হয় না, প্রেম হয় মনে।'

নগেন বলিল—'মন তো শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। প্রেমের আপনি জানেন কী? সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। প্রেমের কথা বলবে তরুণরা। কি বলিস উদো?'

—'তরুণ কি রে বাপু? সোজা বাংলায় বল্ চ্যাংড়া। তিন কুড়ি বয়েস হল, কেদার চাটুজ্যে প্রেমের কথা জানে না, জানে যত হ্যাংলা চ্যাংড়ার দল!'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আহ্ হা, কেন ব্রাহ্মণকে চটাও, শোনোই না ব্যাপারটা।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'বর্ণের শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ। দর্শন বল, কাব্য বল, প্রেমতত্ত্ব বল, সমস্ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুজ্যে। যথা বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে—'

—'আর?'

—'আর এই ক্যাদার চাটুজ্যে। কেন বলব না? তোমাদের ভয় করব নাকি?

—'যাক যাক, আপনি আরম্ভ করুন।'

www.pathagar.com

চাটুজ্যেমশায় আরম্ভ করিলেন—'আর বছরের ঘটনা। আমি এক অপরূপ সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

নগেন বলিল—'এই যে বলছিলেন বাঘিনীর পাল্লায়?'

বিনোদ বলিলেন—'একই কথা।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ওরে মুখখু, বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম মুঙ্গেরে, আর এই নারীর ব্যাপার ঘটেছিল পঞ্জাব মেলে, টুণ্ডলার এদিকে। যাক্, ঘটনাটা শোন।—

গেল বছর মাঘ মাসে চরণ ঘোষ বললেন তার ছোট মেয়েটিকে টুণ্ডলায় রেখে আসতে—জামাই সেখানেই কর্ম করে কিনা। সুবিধেই হল, পরের পয়সায় সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ, আবার ফেরবার পথে একদিন কাশীবাসও হবে। মেয়েটিকে তো নির্বিবাদে পৌঁছিয়ে দিলুম। ফেরবার সময় টুণ্ডলা স্টেশনে দেখি গাড়িতে তিলার্ধ জায়গা নেই, আগ্রা-ফেরত একপাল মার্কিন ভবঘুরে সমস্ত ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসের বেঞ্চি দখল করে আছে। ভাগ্যিস জামাই রেলের ডাক্তার, তাই গার্ডকে বলে-কয়ে আমায় একটা ফার্স্ট ক্লাসে ঠেলে তুলে দিলে। গাড়িও তখনই ছাড়ল।

তখন সকাল সাতটা হবে, কিন্তু কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন, গাড়ির মধ্যে সমস্ত ঝাপসা। কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর ক্রমে ক্রমে কামরার ভেতরটা ফুটে উঠল।

দেখেই চক্ষু স্থির। ওধারের বেঞ্চিতে একটা অসুরের মতোন আখাম্বা ঢ্যাঙা সায়েব চিতপাত হয়ে চোখ বুজে হাঁ করে শুয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কী বলছে। দু-বেঞ্চির মাঝে মেঝের ওপর আর একটা বেঁটে মোটা সায়েব মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে, তার মাথার কাছে একটা খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। এধারের বেঞ্চিতে কেউ নেই, কিন্তু তাতে দামি বিছানা পাতা, তার ওপর একটা অদ্ভুত পোশাক—বোধহয় ভালুকের চামড়ার, আর নানারকম জিনিশপত্র ছড়ানো রয়েছে। গাড়ি চলছে, পালাবার উপায় নেই। বেঞ্চির শেষদিকে একটা চেয়ারের মতোন জায়গা ছিল, তাইতে বসে দুর্গানাম জপতে লাগলুম। কোনো গতিকে সময় কাটতে লাগল, সায়েব দুটো শুয়েই রইল, আমারও একটু একটু করে মনে সাহস এল।

হঠাৎ বাথরুমের দরোজা খুলে বেরিয়ে এল এক অপরূপ মূর্তি। দূর থেকে বিস্তর মেমসায়েব দেখেছি, কিন্তু এমন সামনাসামনি দেখবার সুযোগ কখনো ঘটে নি। মুখখানি চিনে করমচা, ঠোঁটদুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানুলম্বিত দুই বাহু। চোস্ত ঘাড়ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শণের মতোন দুগাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়হাতি গামছা—

বিনোদবাবু বলিলেন—'গামছা নয় চাটুজ্যেমশায়, ওকে বলে স্কার্ট।'

—'কাঠফাট জানি নে বাবা। পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো করে পরা, তার নিচে নেমে এসেছে গোলাপি কলাগাছের মতোন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম—হ্যাঁ, যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনিচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব নয়, একেবারে জ্বলন্ত হাউই-এর কাঠি। দেখে বড়ই ভক্তি হল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বললুম—সেলাম মেমসাহেব।

www.pathagar.com

মেম ফিক করে হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল। ঘাড় নেড়ে বললেন—ঘুৎ মর্নিং।

মেম নৃত্যপরা অপ্সরার মতোন চঞ্চল ভঙ্গিতে এসে বেঞ্চে বসলেন। আমি কাঁচুমাচু হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম। মেম বললেন—সিট ডাউন বাবু, ডরো মৎ।

দেবীর এক হাতে বরাভয়, অপর হাতে সিগারেট। বুঝলুম প্রসন্ন হয়েছেন, আর আমায় মারে কে। ইংরেজি ভালো জানি না, হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে নিবেদন করলুম—নিতান্ত স্থান না-পেয়েই এই অনধিকার প্রবেশ করেছি, অবশ্য গার্ডের হুকুম নিয়ে; মেমসায়েব যেন কসুর মাফ করেন।

মেম আবার অভয় দিলেন, আমিও ফের বসে পড়লুম।

কিন্তু নিস্তার নেই। মেমসায়েব আমার পাশে বসে একটু দাঁত বার করে আমাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এই কেদার চাটুজ্যেকে সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পিছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিশ কোর্টের উকিল জেরা করেছে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনো ঘটে নি! ষাট বছর বয়সে, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচদিন ক্ষৌরি হয় নি, মুখ যেন কদম ফুল—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ করে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনি করে দিলে। থাকতে না-পেরে বললুম, মেমসাব কেয়া দেখতা?

মেম হু-হু করে হেসে বললেন—কুছ নেহি, নো আফেন্স। তুম কোন্ হ্যায় বাবু?

আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু? বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া করে বললুম—আই কেদার চাটুজ্যে, নো জু-গার্ডেন।

মেম আবার হু-হু করে হেসে বললেন—বেঙ্গলী?

আমি সগর্বে উত্তর দিলুম—ইয়েস সার, হাই কাস্ট বেঙ্গলী ব্রাহ্মিণ। পইতেটা টেনে বার করে বললুম—সী? আপ কোন্ হ্যায় ম্যাডাম?

বিনোদবাবু বলিলেন—'ছি চাটুজ্যেমশায়, মেমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন! ওটা যে এটিকেটে বারণ।'

'কেন করব না? মেম যখন আমার পরিচয় নিলে তখন আমিই-বা ছাড়ব কেন। মেম মোটেই রাগ করলেন না; জানালেন তাঁর নাম জোন জিল্‌টার, বসবাস আমেরিকা, এদেশে এর পূর্বেও ক-বার এসেছিলেন, ইন্ডিয়া বড় আশ্চর্য জায়গা।

আমি সাহস পেয়ে সায়েব দুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা কারা?

মেমটি বড়ই সরলা। বেঞ্চির উপরের ঢ্যাঙা সায়েবের দিকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—দ্যাট চ্যাপি হচ্ছেন টিমথি টোপার, নিবাস কালিফোর্নিয়া, আমাকে বিবাহ করতে চান। ইনি দশ কোটির মালিক। আর যিনি গড়াগড়ি যাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন ক্রিস্টফার কলম্বস ব্লটো, ইনিও আমাকে বিবাহ করতে চান, এঁরও দশ কোটি ডলার আছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

মেম বললেন—সে অন্য লোক। এঁরা আমেরিকায় থেকেও কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। দেশটা একদম শুকিয়ে গেছে, মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া কিছুই মেলে না। তাই এঁরা দেশত্যাগী হয়ে খাঁটি জিনিশের সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিস্ট?

www.pathagar.com

মেম বললেন—ভেরি!

এমন সময় ঢ্যাঙা সায়েবটা চোখ মেলে কটমট করে চেয়ে আমার দিকে ঘুসি তুলে বললে—ইউ-ইউ গেট আউট কুইক।

বেঁটেটাও হঠাৎ হাত-পা ছুড়তে শুরু করলে।

আমি আমার লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ঠক ঠক করে ঠুকতে লাগলুম। মেমসায়েব বিছানা থেকে তাঁর পালকমোড়া চটিজুতো তুলে নিয়ে ঢ্যাঙার দুই গালে পিটিয়ে আদর করে বললেন—ইউ পগ্, ইউ পগ্। বেঁটেটাকে লাথি মেরে বললেন—ইউ পিগ্, ইউ পিগ্। দুটোই তখনই আবার হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মেম তাদের বুকের ওপর এক-এক পাটি চটি রেখে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে বললেন—ভয় নেই বাবু।

ভরসাই-বা কই? আরব্য-উপন্যাসে পড়েছিলুম একটা দৈত্য এক রাজকন্যাকে সিন্দুকে পুরে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দৈত্যটা ঘুমুলে রাজকন্যা তার বুকের ওপর একটা ঢিল রেখে দিয়ে যত রাজ্যের রাজপুত্তুর জুটিয়ে আংটি আদায় করতেন। ভাবলুম এইবার সেরেছে রে! এই মেমসায়েব দু-দুটো দৈত্যের ঘাড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, এখন নিরানব্বই আংটির মালা বার করবে।

যা ভয় করছিলুম ঠিক তাই। আমার হাতে একটা রুপো আর তামার তারে জড়ানো পলা-বসানো আংটি ছিল। মেম হঠাৎ সেটাকে দেখে বললেন—হাউ লাভলি! দেখি বাবু কীরকম আংটি।

আমি ভয়ে ভয়ে হাতটি এগিয়ে দিলুম, যেন আঙুলহাড়া অস্তর করাচ্ছি। মেম ফস্ করে আংটিটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরিয়ে বললেন—বিউটিফুঃ!

হরে রাম! এ যে আমার ত্রিসন্ধ্যা জপ করার আংটি—হায় হায়, এই ম্লেচ্ছ মাগী সেটাকে অপবিত্র করে দিলে! আমার চোখ ছলছল করে উঠল, কিন্তু কৌতূহলও খুব হল। বললুম—মেমসায়েব, আপকা আর কয়ঠো আংটি হ্যায়? নাইন্টিনাইন?

মেম বেঞ্চির তলা থেকে একটি তোরঙ্গ টেনে এনে তা থেকে একটি অদ্ভুত বাক্স খুলে আমাকে দেখালেন। চোখ ঝলসে গেল। দেরাজের পর দেরাজ, কোনোটায় গলার হার, কোনোটায় কানের দুল, কোনোটায় আর কিছু। একটা আংটির ট্রে—তাতে কুড়ি-পঁচিশটা হবে—আমার সামনে ধরে বললেন—যেটা খুশি নাও বাবু!

আমি বললুম—সে কী কথা। আমার আংটির দাম মোটে ন-সিকে। আমি ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করলুম, সাবধানে রাখবেন, ভেরি হোলি আংটি।

মেম বললেন—ইউ ওল্ড ডিয়ার! কিন্তু তোমার উপহার যদি আমি নিই, আমার উপহারও তোমার ফেরত দেওয়া উচিত নয়। এই বলে একটা চুনির আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। বললুম—থ্যাংক ইউ মেমসায়েব, আমি আপনার গোলাম, ফরগেট মি নট। মনে মনে বললুম—ভয় নেই ব্রাহ্মণী, এ আংটি তোমার জন্যেই রইল।

ট্রেন এটাওআয় এসে পৌঁছল। কেলনারের খানসামা চা রুটি মাখন নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—টি হুজুর? মেম ট্রে রাখলেন। তারপর আমার লাঠিটা নিয়ে ঢ্যাঙা আর বেঁটেকে একটু গুঁতো দিয়ে বললেন—গেট আপ টিমি, গেট আপ ব্লুটো। তারা বুনো শুয়োরের মতোন ঘোঁত ঘোঁত করে কী বললে শুনতে পেলুম না। আন্দাজে বুঝলুম তাদের ওঠবার অবস্থা হয় নি। মেম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যাটার্জি, তুমি খাবে? আপত্তি নেই তো?

www.pathagar.com

মহা ফাঁপরে পড়া গেল। ম্লেচ্ছ নারীর স্বহস্তে মিশ্রিত, কিন্তু ভুরভুরে খোশবায়, শীতটাও খুব পড়েছে। শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই। তাছাড়া রেলগাড়ির মতোন বৃহৎ কাষ্ঠে বসে শীত নিবারণের জন্যে ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয়ই দোষ নাস্তি। বললুম—ম্যাডাম লক্ষ্মী, তুমি যখন নিজ হাতে চা দিচ্ছ, তখন কেন খাব না। তবে রুটিটা থাক!

চায়ে মনের কপাট খুলে যায়, খেতে খেতে অনেক বেঁফাস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অশ্বত্থামা যেমন দুধের অভাবে পিটুলিগোলা খেয়ে আহ্লাদে নৃত্য করতেন, নিরীহ বাঙালি তেমন চায়েতেই মদের নেশা জমায়। বঙ্কিম চাটুজ্যে তারিফ করে চা খেতে শেখেন নি, সর্দি-টর্দি হলে আদা-নুন দিয়ে খেতেন, তাতেই লিখতে পেরেছেন—বন্দি আমার প্রাণেশ্বর। আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলাদেশে ভাবের বন্যা এসেছে, ঘরে ঘরে চা, ঘরে ঘরে প্রেম। সেকালের কবিদের বিস্তর বায়নাক্কা ছিল—উপবন রে, চাঁদ রে, মলয় রে, কোকিল রে, তবে পঞ্চশর ছুটবে। এখন কোনো ঝঞ্ঝাট নেই—চাই শুধু দুটো হাতল-ভাঙা বাটি, একটু ছেঁড়া অয়েল ক্লথ, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, দুধারে দুই তরুণ-তরুণী, আর মধ্যিখানে ধূমায়মান কেতলি। ভাগ্যিস বয়েসটা ষাট, তাই বেঁচে গিয়েছিলুম। মেমকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা মেমসায়েব, এই দুই হুজুর যে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, এঁরা দুজনেই তো আপনার পাণিপ্রার্থী। আপনি কোন্ ভাগ্যবানটিকে বরণ করবেন?

মেম বললেন—সে একটি সমস্যা। আমি এখনো মনস্থির করতে পারি নি। কখনো মনে হয় টিমিই উপযুক্ত পাত্র, বেশ লম্বা সুপুরুষ, আমাকে ভালোও বাসে খুব। কিন্তু মদ খেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর ঐ ব্লটো, যদিও বেঁটে মোটা, আর একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার অত্যন্ত বাধ্য আর নরম মন। একটু মদ খেলেই কেঁদে ফেলে। বড় মুশকিলে পড়েছি, দুজনেই নাছোড়বান্দা। যা হোক, এখনও ক-ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, হাওড়া পৌঁছবার আগেই স্থির করে ফেলব। আচ্ছা চ্যাটার্জি, তুমিই বল না—এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করা উচিত।

বললুম—মেমসাহেব, আপনি এঁদের স্বভাবচরিত্র যে-প্রকার বর্ণনা করলেন তাতে বোধহয় দুটিই অতি সুপাত্র। তবে কিনা এঁরা যেরকম বেঁহুশ হয়ে আছেন—

মেম বললেন—ও কিছু নয়। একটু পরেই দুজনে চাঙা হয়ে উঠবে।

আমি বললুম—আপনার নিজের যদি কোনোটির ওপর বেশি ঝোঁক না থাকে, তবে আপনার বাপ-মার ওপর স্থির করার ভার দিন না?

মেম বললেন—আমার বাপ-মা কেউ নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। দেখ চ্যাটার্জি, তোমার ওপরেই ভার দিলুম। তুমি বেশ করে দুটোকে ঠাউরে দেখ। মোগলসরাই-এ নেমে যাবার আগেই তোমার মত আমাকে জানাবে। ভেবেছিলুম একটা টাকা ছুড়ে চিৎ-উবুড় করে দেখে মনস্থির করব, কিন্তু তুমি যখন রয়েছ তখন আর দরকার নেই।

ব্যবস্থা মন্দ নয়। আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে এ পর্যন্ত বিস্তর বর-কনে ঠিক করে দিয়েছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পাত্র দেখার ভার কখনো পাই নি। দুজনেই ক্রোড়পতি, দুটোই পাঁড়মাতাল। একটা লম্বায় বড়, আর একটা ওজনে পুষিয়ে নিয়েছে। বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় এ যাবৎ যা পেয়েছি তা শুধু ঘোঁত ঘোঁত। চুলোয় যাক, মেমের যখন আপত্তি নেই তখন

www.pathagar.com

যেটার হয় নাম বলব। আর যদি বুঝি যে মেম আমার কথা রাখবে, তবে বলব—মা লক্ষ্মী, মাথা যখন আগেই মুড়িয়েছ তখন বাকি কাজটুকুও সেরে ফেল। এই দু-ব্যাটা ভাবী স্বামীকে ঝেঁটিয়ে নরকস্থ কর।

গল্প করতে করতে বেলা প্রায় সাড়ে নটা হয়ে এল। এরপরেই একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থামবে, সেই অবসরে সায়েব-মেমরা হাজরি খেতে খানাকামরায় যাবে। এতক্ষণ ঠাওর হয় নি, এখন দেখতে পেলুম চা খেয়ে মেমের ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুঝলুম রংটি কাঁচা। মেম একটি সোনার কৌটো খুললেন, তা থেকে বেরুল একটি ছোট আরশি, একটি লাল বাতি, একটি পাউডারের পুঁটুলি। লালবাতি ঠোঁটে ঘষে নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেরামত করে নিলেন।

গাড়ি থামল। মেম বললেন—চ্যাটার্জি, আমি ব্রেকফাস্ট খেতে চললুম। টিমি আর ব্লুটো রইল, এদের দিকে একটু নজর রেখো, যেন জেগে উঠে মারামারি না করে। যদি সামলাতে না পার তবে শেকল টেনো।

আহা, কী সোজা কাজই দিয়ে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে কানপুর গাড়ি থামবে, তখন মেম আবার এই কামরায় ফিরে আসবেন। ততক্ষণ মরি আর কী! লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে ফের দুর্গানাম জপ করতে লাগলুম।

ঢ্যাঙা সায়েবটা উঠে বসেছে। হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আঙুল মটকালে। আমার দিকে একবার কটমট করে চাইলে, কিন্তু কিছু বললে না।

টলতে টলতে বাথরুমে গেল।

তখন বেঁটেটা তড়াং করে উঠে কোলাব্যাঙের মতোন থপ করে আমার পাশে এসে বসল। আমি ভয়ে চেঁচাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই সে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বললে—গুড মর্নিং সার, আমি হচ্ছি ক্রিস্টফার কলম্বস ব্লুটো।

আমি সাহস পেয়ে বললুম—সেলাম হুজুর।

—আমার দশ কোটি ডলার আছে। প্রতি মিনিটে আমার আয়—

—হুজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি।

ব্লুটো আমার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল—লুক হিয়ার বাবু, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দেবো।

—কেন হুজুর।

—মিস জিল্‌টারকে তোমার রাজি করাতেই হবে। আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি। তোমারই ওপর সমস্ত ভার, তুমিই কন্যাকর্তা। ঐ টিমথি টোপার—ও অতি পাজি লোক, ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার কাছে বাঁধা আছে। ও একটা পাঁড়মাতাল, পপার, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে মিস জিল্‌টার মনের দুঃখে মারা যাবেন।

এই বলে ব্লুটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটা বোতলে একটু তলানি পড়ে ছিল, সেটুকু খেয়ে ফেলে বললে—বাবু, তুমি জন্মান্তর মানো?

—মানি বইকি।

—আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতকপক্ষী, আর এই মেম ছিল একটি রূপসী পানকৌড়ি। আমরা দুটিতে—

www.pathagar.com

এমন সময় বাথরুমের দরোজা নড়ে উঠল। ব্লটো তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচ আঙুল দেখিয়ে ইশারা করেই ফের নিজের জায়গায় শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল।

ঢ্যাঙা সায়েব—মেম যাকে টিমি বলে—ফিরে এসে নিজের বেঞ্চে গ্যাঁট হয়ে বসল। তখন ব্লটো জেগে ওঠার ভান করে হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চেয়ে বাথরুমে ঢুকল।

এবার টিমির পালা। ব্লটো সরে যেতেই সে কাছে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলে। আমি আগে থাকতেই বললুম—গুড মর্নিং সার।

টিমি আমার হাতটায় ভীষণ মোচড় দিলে।

বললুম—উহ্।

টিমি বললে—তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেব।

ভয়ে ভয়ে বললুম—ইয়েস সার।

—তোমায় থেঁতলে জেলি বানাব।

—ইয়েস সার।

—মিস জোন জিল্‌টারকে আমি বিয়ে করবই! আমি সমস্ত শুনেছি। যদি আমার হয়ে তাকে না বল তবে তোমাকে বাঁচতে হবে না।

—ইয়েস সার।

—আমার অগাধ সম্পত্তি। পাঁচটা হোটেল, দশটা জাহাজ কোম্পানি, পঁচিশটা শুঁটকি শুওরের কারখানা। ব্লটোর কী আছে? একটা মদের চোরা ভাঁটি, তা-ও আমার টাকায়। ব্লটো একটা হতভাগা মাতাল বেঁটে বজ্জাত—

ব্লটো বোধহয় আড়ি পেতে সমস্ত শুনছিল। হঠাৎ কামরায় ছুটে ফিরে এসে ঘুসি তুলে বললে—কে হতভাগা, কে মাতাল, কে বেঁটে বজ্জাত?

সকলেরই বিশ্বাস যে গান আর গালাগালি হিন্দিতেই ভালোরকম জমে। হিন্দি গালাগালের প্রসাদগুণ খুব বেশি তা স্বীকার করি। কিন্তু যদি নিছক-আওয়াজ আর দাপট চাও তবে বিলিতি গাল শুনো—বিশেষ করে মার্কিনি গাল। এক-একটি লব্‌জ যেন তোপ, কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে। ইংরেজি আমি ভালো জানি না, সব গালাগালির অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু তাতে রসগ্রহণের কিছুমাত্র বাধা হয় নি।

দেখলুম এক বিষয়ে সায়েবরা আমাদের চেয়ে দুর্বল—তারা বাগযুদ্ধ বেশিক্ষণ চালাতে পারে না। দু-মিনিট যেতে-না-যেতেই হাতাহাতি আরম্ভ হল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলুম। গাড়ি কখন কানপুরে এসে থামল, তা টের পাই নি।

হনহন করে মেমসায়েব এসে পড়ল। এই গজ-কচ্ছপের লড়াই থামানো কি তার কাজ? বললে—টিমি ডিয়ার, ডোন্ট—ব্লটো ডারলিং, ডোন্ট—প্লিজ প্লিজ ডোন্ট। কিছুই ফল হল না। আমি বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলুম।

ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাস সমস্ত খালি। ডাইনিং কারে সকলে তখনো খানা খাচ্ছে। কাকে বলি? ওই যে—একটা শাদা ফ্লানেলের পেন্টুলুন-পরা সায়েব প্লাটফর্মে পায়চারি করে শিস দিচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে তাকে বললুম—কাম সার, লেডির মহাবিপদ। সায়েব হুঁশ করে একটি জোরে শিস দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটল।

www.pathagar.com

মেম তখন আমার লাঠিটা নিয়ে অপক্ষপাতে দু-ব্যাটাকেই পিটছিলেন। কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানে ঝুটোপুটি করছে। আগন্তুক সায়েবটি মেমকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যালো জোন, ব্যাপার কী?

মেম তাড়াতাড়ি ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন। সায়েব টিমি আর ব্লটোকে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তারা তাকেই মারতে এল। নতুন সায়েবের তখন হাত ছুটল।

বাপ, কী ঘুসির বহর! টিমি ঠিকরে গিয়ে দরোজায় মাথা ঠুকে পড়ে চতুর্দশ ভুবন অন্ধকার দেখতে লাগল। ব্লটো কোঁক করে বেঞ্চের তলায় চিৎপাত হয়ে পড়ল। বিলকুল ঠাণ্ডা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মেম আমার সঙ্গে নতুন সায়েবটির পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি বিখ্যাত মিস্টার বিল বাউভার, খুব ভালো ঘুসি লড়তে পারেন। আর ইনি মিস্টার চাটার্জি, ভেরি ডিয়ার ওল্ড ফ্রেন্ড।

সায়েব আমার মুখখানা দেখে বললে—সাম বিয়ার্ড!

মেম বললেন—থাকুক দাড়ি। ইনি অতি জ্ঞানী লোক।

সায়েব আমার হাতটা খুব করে নেড়ে দিয়ে বললে—হা-ডু-ডু? বেশ শীত পড়েছে নয়?

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা মতলব এল। মেমসায়েবকে চুপি চুপি বললুম—দেখুন মিস জোন্, অত গোলমালে কাজ কী? টিমি আর ব্লটো দুজনেই তো কাবু হয়ে পড়েছে। আমি বলি কী—আপনি এই বিল সায়েবকে বিয়ে করুন। খাসা লোক।

মেম বললেন—রাইটো। আমার এ-কথা এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। আই সে বিল, আমায় বিয়ে করবে?

বিল বললে—রাদার। কে বলে আমি করব না?

রাধামাধব! সায়েব জাতটা ভারি বেহায়া। বিলকে বাধা দিয়ে বললুম—রোসো সায়েব, এক্ষুনি ওসব কেন। আমি হচ্ছি ব্রাইডমাস্টার—কন্যাকর্তা। তোমার কুলশীল আগে জেনে নি, তারপর আমি মত দেব।

বিল বললে—আমার ঠাকুরদা ছিলেন মুচি। আমার বাপও ছেলেবেলায় জুতো সেলাই করতেন।

আমি বললুম—তাতে কুলমর্যাদা কমে না। তোমার আয় কত?

বিল একটু হিশেব করে বললে—মিনিটে দশ হাজার, ঘণ্টায় ছ লাখ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমার মাসি মারা গেলে আয় আর একটু বাড়বে। তাঁর পঁচিশটা বড় বড় পুকুর আছে, নোনা জলে ভরতি, তাতে তিমি মাছ কিলবিল করছে।

বললুম—থাক, আর বলতে হবে না, আমি মত দিলুম। এগিয়ে এস, আমি আশীর্বাদ করব, রিয়াল হিন্দু স্টাইল।

কিন্তু ধান-দুব্বো কই? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম—এই কুলি, জলদি থোড়া ঘাস ছিঁড়কে লাও, পয়সা মিলেগা।

ইংরেজি আশীর্বাদ তো জানি না। বললুম—যদি আপত্তি না থাকে তবে বাংলাতেই বলি।

—নিশ্চয় নিশ্চয়।

সায়েবের মাথায় একমুঠো ঘাস দিয়ে বললুম—বেঁচে থাকো। ধন তো যথেষ্ট আছে, পুত্রও হবে, লক্ষ্মী এই সঁপে দিলুম। কিন্তু খবরদার ব্যাটা, বেশি মদ-টদ খেয়ো না, তা হলে ব্রহ্মশাপ লাগবে।

www.pathagar.com

সায়েব আর একবার আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে নড়া ছিঁড়ে দিলে।

মেমকে বললুম—মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক। বীর-প্রসবিনী হয়ে কাজ নেই মা—ও আশীর্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যই তোলা থাক। তুমি আর গরিব কালা-আদমিদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না—গুটিকতক শান্তশিষ্ট কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।

মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু করে আমার সেই পাঁচ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ওপর—বিনোদবাবু বলিলেন—'আ ছি ছি ছি।'

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—'হুঁ, দেবীচৌধুরানিতে ঐরকম লিখেছে বটে।'

'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, পাকা লঙ্কার আস্বাদটা কীরকম লাগল?'

'তাতে ঝাল নেই। আরে, ঐ হল ওদের রেওয়াজ, ঐরকম করেই ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়, তাতে লজ্জা পাবার কী আছে?'

চাটুজ্যেমশায় বলিতে লাগিলেন—

'তারপর দেখি ঢ্যাঙা আর বেঁটে মুখ চুন করে নেমে যাচ্ছে, জন-দুই কুলি তাদের মালপত্র নামাচ্ছে।

গাড়ি ছাড়ল। বিল আর জোন হাত ধরাধরি করে নাচ শুরু করে দিলে। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলুম।

জোন বললে—চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্লাম হয়ে বসে থেকো না। আমাদের নাচে যোগ দাও।

বললুম—মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

—তবে তুমি গান গাও, আমরাই নাচি।

কী আর করা যায়, পড়েছি যবনের হাতে। একটা রামপ্রসাদী ধরলুম।

সমস্ত পথটা এইরকম চলল, অবশেষে মোগলসরাই এল। মেম বললে কলকাতায় গিয়েই তাদের বিয়ে হবে, আমি যেন তিন দিন পরে গ্র্যান্ড হোটেলে অতি অবশ্য তাদের সঙ্গে দেখা করি। বিস্তর শেকহ্যান্ড, বিস্তর অনুরোধ, তারপর নেমে কাশীর গাড়ি ধরলুম। পরদিন আবার কলকাতা যাত্রা।

বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, গিন্নি সব কথা শুনেছেন?'

'কেন শুনবেন না। সতীলক্ষ্মী, তার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। তোমাদের নবীনাদের মতোন অবুঝ নন যে অভিমানে চৌচির হবেন। আমি বাড়ি ফিরে এসেই তাঁকে সমস্ত বলেছি।'

'চাটুজ্যেগিন্নি শুনে তখন কী বললেন?'

'তক্ষুনি একটা উড়ে নাপিত ডেকে বললেন—'দে তো রে, বুড়োর মুখখানা আচ্ছা করে চেঁচে, ম্লেচ্ছ মাগী উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে। 'তারপর সেই চুনির আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের আঙুলে পরলেন।'

'বউভাতের ভোজটা কীরকম খেলেন?'

'সে দুঃখের কথা আর না-ই শুনলে। গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে জানলুম ওরা কেউ নেই। একটা খানসামা বললে—বিয়ের পরদিনই বেটি পালিয়েছে। সায়েব তাঁকে খুঁজতে গেছে।'

www.pathagar.com

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মাঘ মাস, ১৩২৬ সাল। এইমাত্র আরমানি গির্জার ঘড়িতে এগারোটা বাজিয়েছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিশ লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরশোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রীগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধি-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙ্গের তীব্র গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজি-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছে!

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরোজায় কাষ্ঠফলকে লেখা আছে : ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনারেল মার্চেন্টস। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি.এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখানি ইন্ডিয়ান কোম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কোম্পানির নিয়মাবলি বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়াল-সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্প বয়স হইতেই তাহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ-পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালিমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালকসহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নতুন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন এবং অবসর মতো তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে মাংসভোজন এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট অকারণে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে—এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক-বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরেই এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিসঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা।' বাঞ্ছা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।'

বাঞ্ছা একটি তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দূর-চর্চিত রবার-স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পের ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্ত প্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বসিলেন—'এই-যে শ্যাম-দা, অনেকক্ষণ এসছেন বুঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল বলে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়র পার্টনাররূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ব। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজি হল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কী করে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়োশ্বশুর। বিপিনের মাসতুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়িবাবুকে ধরি। সহজে কি রাজি হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডিপুটি, গভরমেন্টের কাছে কত মান। কোম্পনির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলেন যে, প্রতি মিটিঙে ৩২ টাকা ফি পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড় হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুট করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায় আপনার মতো বিচক্ষণ

www.pathagar.com

সাবধানি ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হতে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালোর দিকটাও দেখুন। কীরকম লাভের ব্যবসা! খুব কম করেও যদি ৫০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশি নয়, ডিরেক্টর হতে হলে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশি নেব না। আজ মত স্থির করে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভালো করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড় শিকারি চাই, তোমার-আমার কর্ম নয়। তাছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এইরকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টাসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব!'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে শাদা ধুতি, লম্বা কালো বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মখমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—'আসুন, আসুন—ওরে বাঞ্ছা, আর একটি চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'

গণ্ডেরি। নোমোস্কার, আপনার নাম শুনা আছে, জান-পহচান হয়ে বড় খুশি হল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা বসে আছি। আপনার মতো লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কী?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের ইচ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না!

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে করো না। ইংরেজি ভালো না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাহ্, আপনার মতো লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় খুশি হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কী করে?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙ্গালির সঙ্গে হামি মিলামিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অনহেক পঢ়েছি। বঙ্কিমচন্দ রবীন্দ্ররনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবি মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে শাদা প্যান্ট, কালো কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদগ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কী হল?'

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

www.pathagar.com

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধহয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই করে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরান্ডম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টাসটা কী রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ
১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড।

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০ টাকা হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ পিছু ২ টাকা প্রদেয়। বাকি টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিশে প্রয়োজনমতো দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্টস্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কার্যনির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনোপ্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেন্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোড়পতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M. A. B. L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি. সি. চৌধুরী, B. Sc., A. S. S. (U. S. A) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেল কবে?'

শ্যাম। আর বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না-জেনেই বুঝি তারা শুধু-শুধু একটা ডিগ্রি দিলে? ডিরেক্টর হতে গেলে একটা পদবি থাকা ভালো নয়?

www.pathagar.com

গণ্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখন্‌সে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে পরে আসি না, কারণ ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন-না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেন্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গণ্ডেরি। কুছু দরকার নেই! শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

—এবং যতদিন-না কমিশনে মাসিক ১০০০ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালাউয়েন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কী শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে, উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার বলেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া করে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরি। ভালো বন্দোবস্ত কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুস্‌বে না। নিস্তার্ণী দেবীকো কোন্ পহচানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরি। হদ্দ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গল কি ভিতর পুরান মন্দির, উসমে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমিন, উসপ্‌র দো-চার বাঁশঝাড়—বস্, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার!

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কী হল। স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড-উইল হিশেবে পনেরো হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরি। আচ্ছা, যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—স্বপন-উপন সব ঝুট, ছক্‌লায়কে রুপয়া লিয়া—তবু?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এইসব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধহয় অরিজিনাল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে Caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক, একবার expert opinion নেব।

www.pathagar.com

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ার-হোল্ডারগণ বিনা-খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধপ্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরো নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরি। বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মে নেহি, রামজি কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, নাহয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় কমে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধহয় ভেজিটেব্‌ল শ্যুপ হতে পারে। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হামার কী আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিশাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেন্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাক টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকি দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু আটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কী! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না-হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রুপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সবকা ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতি থাকবে। মেনেজিং এজিন্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেন্টসদের কাছ থেকে কর্জ করে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি ; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেন্টসদের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তারপর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কী! বাকি সকলের টাকা দেব কোথা থেকে।

www.pathagar.com

গণ্ডেরি। ডরেন কেনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ার সির্ফ পচাস হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধরে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্তু কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌নাআপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বদলাবো, দাম চঢ়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজি কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট
একা পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট॥

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোকসব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জানো। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার করে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দলকা কোম্পানি যো কর্‌না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কী চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চিনা-বাদাম তেল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্‌ বনায়া যাতা। পর্‌ সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হাজার লাগাই, সড়ে চৌবিশ হাজার মুনাফা মিলে।

অটল। উহ্‌ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিলবে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডারজি—

গণ্ডেরি। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরি।

অটল। হাঁ, হাঁ গণ্ডেরিজি। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গণ্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্‌ রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পঢ়ি, রামভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কী বলে?

গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকাত্তা, ঘই বনে হাথরসমে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি—হলুমানজি কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্‌ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাঁপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কী? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে—জানে রনছোড়জি— হামার পুনভি থোড়া—বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউরাত, রামনওমিমে উপবাঁস, দান—খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিয়েছে তো কী হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্‌? তদারক কোন্‌ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্‌ লাগিয়েছে? সব হামি! আশরফি হামার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্‌ দিয়েছি তব্‌ না রুপয়া খরচ কিয়েছে!

www.pathagar.com

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হল গেণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম সঁয়কড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিশাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্‌ যদি সোলহ্‌ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হাজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা!

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজি কিতাব পড়িয়ে হামাকে ধরম কী শিখ্‌লাবেন? বাঙ্গালী ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিশাবসে, পুন ভি করে হিশাবসে। আপনেদের রবীন্দ্ররনাথ কী লিখছেন—বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি। হামি এখন চলছি, রেস খেলনে। কোন্ত্রি গেরিল ঘোড়ে পর আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টাস তো দিব্বি হয়েছে। একটু-আধটু বদলে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নিচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিন্‌কড়ি বাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরশোলার দাঁড়ার মতো নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কোম্পানিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলি, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দূরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানার অন্তরালে বলিতেছেন—'দেখুন স্বামীজি, হিশেবই হল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনো ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিশেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিশেব ঠিক করে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। নাহয় ডিরেক্টর্‌স্‌ ফি বাবদ কিছু বেশি খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কী বুঝবে? ভারি আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন! সে কী জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছির সাবডিভিশনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস

www.pathagar.com

গোঁফ-কামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তা-ও সহ্য হয়, কিন্তু দেশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হলে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কী বুঝবে? তারপর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি করে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম বলে আমার নাম ছিল। মন্দির-টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কী কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি নাহয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিশেবি লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

'ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

'উঠতে আজ্ঞা হোক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন।' তিনকড়ি বাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কী রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না?'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে, দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ করে দেখবেন। শাক-ভাজা, কড়াইয়ের ডাল—এটা কী দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ। শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা—বাহ্। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুন্টিকাঃ সদ্যভর্তিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিশটা আমার সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্, উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণায় আপনায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোনো প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাটসাহেবকে ধরে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বারবার তো রিমাইন্ড করা ভালো দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রেমন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

www.pathagar.com

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে-সে হলে চলবে না। খরচ—তা আমি যথাসম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার বসে বসে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভালো হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভালো।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা করে দেব। এখনি গোটা-পনেরো দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্রাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাটি কাঁসা। এ জিনিশটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? শস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিশ কি এখন সহজে মেলে?

... ...

গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচাকেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কী করে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকি। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির মরশুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম। আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়? সন্ধেবেলা, যাব এখন তোমাদের বাড়িতে—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

... ...

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুসি মারিয়া বলিতেছিলেন—'আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতে টেকা ভার—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তারপর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানি, কুণ্ডু মুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা

www.pathagar.com

কী তার ঠিক নেই—এর মধ্যে দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড় একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিঙে আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না—জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিস-খরচ—'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—'ব্যাপার কী?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিশেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিশেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক করে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কী। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ারহোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা ; মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ার কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশি হয়ে গিয়ে টাকার অনটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কী? কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা Call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গণ্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, আপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন করে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা নাহয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, অমনি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিঙে প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০৲ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট করে কথা দিতে পারিনে। ভেবেচিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোলো-শো খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না—আপনি কেনা-দাম ৩২০০৲ মাত্র দিন।

www.pathagar.com

তিনকড়ি। হ্যাঁ, ভালো করে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালোই হবে। নাহয় কিছু কম দিন—চব্বিশ-শো—দুহাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হতে ব্রাহ্মণের দান—প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মতো লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধরে দিন! ধরুন—পাঁচ-শো টাকা। ট্রান্সফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়ই লোকসান হল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহ্বা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া!

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গনিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পনির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।'

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে-গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়েই পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক উঠে পড়ে লাগতে হল—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারো চালাকি চলবে না।'

গণ্ডেরি। আপনের কুছু তকলিফ করতে হোবে না। কোম্পানি তো ডুব গিয়া। অপকোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হলে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ হাঃ, তুম্‌ভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়িবাবু, শ্যামবাবুকা কারবাই নহি সমঝা? নব্বে হাজার রুপয়া কম্পনিকা দেনা। দো রোজ বাদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটের সিকিন্ড কল আদায় করবে, তব দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কী! আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিন্ট কান পকড়কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরো টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ারপিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যাম-দার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশশো টাকা দিতে হবে। দেনা-শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছভি নহি, কুছভি নহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপনেকে বিককিরি কিয়েছে।'

তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম!

www.pathagar.com

জাবালি

ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যে-সকল ঋষিগণ মহিষীগণ ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্বতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

'রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মাতাপিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত। ... পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম সংকটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই এক-বেণিধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন ; তিনি অন্য, তুমিও অন্য। ... বৎস, তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়; কারণ, কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে? ... যে-সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান্ মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব রাম, পরলোকসাধন ধর্ম নামে কোনো পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।'

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কহিলেন—'তপোধন, আপনি আমার হিতকামনায় যাহা কহিলেন তাহা বস্তুত অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ-বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্ভাষণও করিবেন না। ... '

জাবালি তখন বিনয়-বচনে কহিলেন—'রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি। যে-কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক

www.pathagar.com

সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহা প্রত্যাহার করিতেছি।'

জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

মহর্ষি জাবালি ক্লান্তদেহে বিষণ্নচিত্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে নীরবে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কারণ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সংস্রব প্রায় বর্জন করিয়াই চলিয়াছিলেন। খর্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে দূর হইতে নির্দেশ করিয়া বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

অযোধ্যায় বিপ্রগণ কেহই জাবালিকে শ্রদ্ধা করিতেন না। স্বয়ং রাজা দশরথ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া এ পর্যন্ত তাঁহাকে কোনো লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন রামচন্দ্র কর্তৃক জাবালির প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। সহযাত্রী বিপ্রগণের ব্যবহার দেখিয়া জাবালি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তপ্ত তৈলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার অযোধ্যায় বাস করা অসম্ভব হইবে।

রামচন্দ্রের উপর জাবালির কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, পরন্তু তিনি রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ছোকরার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনো কিছুমাত্র জন্মে নাই। শাস্ত্রজীবী সভাপণ্ডিতগণ এবং মুনিপুংগববিশ্বামিত্র—যিনি এককালে অনেক কীর্তি করিয়াছেন—ইঁহারা যেরূপ ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, সরলস্বভাব রামচন্দ্র তাহাই চরম পুরুষার্থ বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। বেচারাকে এর পর কষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে জাবালি অযোধ্যায় নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে সরযূতীরে জাবালির পর্ণকুটির। বেলা অবসান হইয়াছে। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের একপার্শ্বে পনসবৃক্ষতলে জাবালিপত্নী হিন্দ্রলিনী রাত্রের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছেন। নদীর পরপারবাসী নিষাদগণ যে মৃগমাংস পাঠাইয়াছিল তাহা শূলপক্ব হইয়াছে, এখন খানকয়েক মোটা মোটা পুরোডাশ সেঁকিলেই রন্ধন শেষ হয়। হিন্দ্রলিনী যবপিণ্ড ঠাসিতে ঠাসিতে নানাপ্রকার সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর এতখানি বয়স হইল, কিন্তু এ পর্যন্ত পুত্রমুখ দেখিলেন না। স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডেরও ভাবনা নাই—ইহলোকে দু-বেলা নিয়মিত পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পোষ্যপুত্রের কথা তুলিলে বলেন—পুত্রের অভাব কী, যখন যাকে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়। কিবা কথার শ্রী! স্বামী যদি মানুষের মতো মানুষ হইতেন তাহা হইলে হিন্দ্রলিনীর অত খেদ থাকিত না। কিন্তু তিনি একটি সৃষ্টিবহির্ভূত লোক, কাহারো সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। এমনকি লোকে তাঁকে আড়ালে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন। অমন যে রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ তাঁকেও চটাইয়াছেন। যতদিন দশরথ ছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই। বৃদ্ধ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন বটে, কিন্তু নজরটা তাঁর উচ্চ ছিল। এখন কী হইবে ভবিতব্যই জানেন। ভরত তো নন্দিগ্রামে পাদুকাপূজা লইয়া বিব্রত। সচিব সুমন্ত্র এখন রাজকার্য দেখিতেছে ; কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ, ঘোড়ার বলগা টানিয়া তার সকল বিষয়েই টানাটানি করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটী হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাওয়া যায় তাতে এই দুর্মূল্যের দিনে সংসার চলে না। হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে

www.pathagar.com

শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটি হৈরঙ্গবীন মিলিত; কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায়, তা-ও ভঁয়ষা। ঘৃতের জন্য জাবালির কিছু ঋণ হইয়াছে, কিন্তু শোধ করার ক্ষমতা নাই। নীবার ধান্য যা সঞ্চিত ছিল ফুরাইয়া আসিয়াছে, পরিধেয় জীর্ণ হইয়াছে, গৃহে অর্থাগম নাই, এদিকে জাবালি শত্রুসংখ্যা বাড়াইতেছেন। স্বামীর সংসর্গদোষে হিন্দ্রলিনীও অনাচারে অভ্যস্ত হইয়াছেন। অযোধ্যার নিষ্ঠাবতীগণ তাঁহাকে দেখিলে শূকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে। হিন্দ্রলিনী আর সহ্য করিতে পারেন না, আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটুবাক্য শুনাইবেন।

অঙ্গনের বাহিরে হুংকার করিয়া কে বলিল—'হংহো জাবালে, হংহো!' হিন্দ্রলিনী ত্রস্ত হইয়া দেখিলেন দশ-বারো জন ক্ষুদ্রকায় ঋষি কুটিরদ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের খর্ব বপু, বিরল শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর দেখিয়া হিন্দ্রলিনী বুঝিলেন তাঁহারা বালখিল্য মুনি।

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—'হে মহাতপা মুনিগণ, আমার স্বামী সরযূতটে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা ততক্ষণ ঐ কুটির-অলিন্দে আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করুন।'

বালখিল্যগণের অগ্রণী মহামুনি খর্বট কহিলেন—'ভদ্রে, তোমার ঐ অলিন্দ ভূমি হইতে বিতস্তত্রয় উচ্চ, আমরা নাগাল পাইব না। অতএব এই প্রাঙ্গণেই আসন পরিগ্রহ করিলাম, তুমি ব্যস্ত হইও না।'

জাবালি তখন সরযূতীরে জম্বুবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—এই অন্নজলাবলম্বী মানবশরীরে পঞ্চভূতের কিংবিধ সংবান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই-বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাঠ্যৌষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা। এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া অবশেষে জাবালি উঠিয়া পড়িলেন এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

জাবালি বালখিল্যগণকে কহিলেন—'অহো, আজ আমার কী সৌভাগ্য যে খর্বট খালিত প্রভৃতি মহামুনিগণ আমার এই আশ্রমে সমাগত! হে মুনিবৃন্দ, তোমাদের তো সর্বাঙ্গীণ কুশল? যাগযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে তো? ঋষিভুক্ রাক্ষসগণ তোমাদের প্রতি লোলুপদৃষ্টিপাত করে না তো? তোমাদের সেই কপিলা গাভীটির বাচ্চা হইয়াছে? রাজগুরু বশিষ্ঠ তোমাদের জন্য যথেষ্ট গব্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তো?'

মহামুনি খর্বট দর্দুরধ্বনিবৎ গম্ভীরনাদে কহিলেন—'জাবালে, ক্ষান্ত হও। আপ্যায়নের জন্য আমরা আসি নাই। তুমি পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছ, আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। প্রায়োপবেশন চান্দ্রয়ণাদি দ্বারা তোমার কিছু হইবে না। আমরা অথর্বোক্ত পদ্ধতিতে তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। তুষানল প্রস্তুত, তুমি আমাদের অনুগমন কর।'

জাবালি বলিলেন—'হে খর্বট, তোমাদিগকে কে পাঠাইয়াছেন? রাজপ্রতিভূ ভরত, না রাজগুরু বশিষ্ঠ? আমার উদ্ধারসাধনের জন্য তোমরাই-বা অত ব্যগ্র কেন? আমি অতি নিরীহ বানপ্রস্থাবলম্বী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, কখনো কাহারো অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের প্রাপ্য দক্ষিণারও অংশভাক্ হই নাই। তোমরা আমার পরকালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইহকালের জন্য যত্নবান হও।'

www.pathagar.com

তখন অতিকোপনস্বভাব খল্লাট ঋষি অশ্বধ্বনিবৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—'রে তপোধন, তুমি অতি দুরাচার ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। তোমার বাসহেতু এই অযোধ্যাপুরী অশুচি হইয়াছে, ধর্মাত্মা বিপ্রগণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা ভরত বা বশিষ্ঠ কাহারো আজ্ঞাবাহী নহি। ব্রাহ্মণ্যের রক্ষাহেতু আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি। তুমি আর বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও।'

জাবালি বলিলেন—'হে বালখিল্যগণ, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। তোমরা আমাকে ব্রহ্মতেজোবলে উত্তোলন কর।'

জাবালির শালপ্রাংশু বিরাট বপু দেখিয়া বালখিল্যগণ কিয়ৎক্ষণ নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিলেন। অবশেষে গলিতদন্ত খালিত মুনি স্খলিত স্বরে কহিলেন—'হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাকো তবে প্রায়শ্চিত্তের নিয়মস্বরূপ তিন শূর্প তিল ও শত নিষ্ক কাঞ্চন প্রদান কর। আমরা যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।'

জাবালি কহিলেন—'আমার এক কপর্দকও নাই, থাকিলেও দিতাম না।'

তখন খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ সমস্বরে কহিলেন—'রে নরাধম, তবে আমরা অভিসম্পাত করিতেছি শ্রবণ কর। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য তারা, সাক্ষী দেবগণ পিতৃগণ দিক্‌পালগণ বষট্‌কারগণ—'

জাবালি বলিলেন—'শৌণ্ডিকের সাক্ষী মদ্যপ, তস্করের সাক্ষী গ্রন্থিচ্ছেদক। হে বালখিল্যগণ, বৃথা দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছ, তাঁহারা আসিবেন না। বরং তোমরা জুজুগণ ও কর্ণকর্তগণকে স্মরণ কর।'

হিন্দ্রলিনী বলিলেন—'হে আর্যপুত্র, তুমি কেন এই অল্পায়ু অপোগণ্ড অকালপক্ক কুষ্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছ, উহাদিগকে খেদাইয়া দাও।'

বালখিল্যগণ কহিলেন—'রে রে রে রে—'

জাবালি তখন তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাঙ্গণবেষ্টনীর পরপারে ঝুপঝুপ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রস্থান করিলে জাবালি বলিলেন—'প্রিয়ে, আমাদের আর অযোধ্যায় বাস করা চলিবে না, কখন কোন্ দিক হইতে উৎপাত আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব কল্য প্রত্যূষেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোনো নিরুপদ্রব স্থানে যাত্রা করিব।'

পরদিন ঊষাকালে সস্ত্রীক জাবালি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন অনুগত নিষাদ তাঁহাদের সামান্য গৃহোপকরণ বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শনপূর্বক চলিল। মাসাধিক কাল তাঁহারা নানা জনপদ গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন।

জাবালি তথায় পর্ণকুটির রচনা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পর্বতবাসী কিরাতগণ তাঁহার বিশাল দেহ, নিবিড় শ্মশ্রু ও মধুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা সংবর্ধনা করিল। জাবালি তথায় বিবিধ দুরূহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহিলেন এবং অবসরকালে শতদ্রু নদীতে মৎস্য ধরিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

www.pathagar.com

দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্যামী। কিন্তু বস্তুত তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। অচিরে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমাচার আসিল যে মহাতেজা জাবালি মুনি শতদ্রুতীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন—তাঁহার অভিসন্ধি কী তাহা এখনো সম্যক্ অবধারিত হয় নাই, তবে সম্ভবত তিনি ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব কিংবা ঐরূপ কোনো একটা পরমপদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। দেবরাজ চিন্তিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—'উর্বশীকে ডাকো।'

মাতলি আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—'হে দেবেন্দ্র, উর্বশী আর মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না—'

ইন্দ্র কহিলেন—'হুঁ, তার ভারি তেজ হইয়াছে।'

দেবর্ষি নারদ কহিলেন—'মর্ত্যের কবিগণই স্তুতি করিয়া তাহার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কিছুকাল তাহাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ থাকিলে আপনিই সে মর্ত্যলোকে যাইবার জন্য আবদার ধরিবে। জাবালির জন্য কোনো অপ্সরা পাঠাও।'

মাতলি বলিলেন—'মেনকা তার কন্যাকে দেখিতে গিয়াছে। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখনো তিন মাস বাহির হইতে দিবেন না। অলম্বুষার পা মচকাইয়াছে, নাচিতে পারিবে না। অষ্টাবক্র মুনি দেবগণের উপর বিমুখ হইয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন, রম্ভা তাঁহাকে সিধা করিতে গিয়াছে। নাগদত্তা হেমা মোমা প্রভৃতি তিনশত অপ্সরাকে লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ করিয়াছেন। বাকি আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।'

ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'আমাকে না জানাইয়া কেন অপ্সরাদের যত্রতত্র পাঠানো হয়? মিশ্রকেশী ঘৃতাচীর বয়স হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কিছু হইবে না।'

নারদ বলিলেন—'হে ইন্দ্র, সেজন্য চিন্তা করিও না। জাবালিও যুবা নহেন। একটু গৃহিণী-বাহিনী-জাতীয়া অপ্সরাই তাঁহাকে ভালোরকম বশ করিতে পারিবে।'

ইন্দ্র বলিলেন—'মিশ্রকেশীর চুল পাকিয়াছে, সে থাক। ঘৃতাচীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। তাহাকে একপ্রস্থ সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলংকারাদি দাও। বায়ু, তুমি মৃদুমন্দ বহিবে। শশধর, তুমি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল হইয়া লও। কন্দর্প, তুমি সেই অস্ত্রের পোশাকটা পরিয়া যাইবে, আবার যাতে ভস্ম না হও। বসন্ত, তুমি সঙ্গে একশত কোকিল লইবে।'

নারদ বলিলেন—'আর একশত বন্যকুক্কুট। ঋষি বড়ই মাংসাশী।'

ইন্দ্র বলিলেন—'আচ্ছা, তাহাও লইবে। আর দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি, দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্যসম্ভার। যেমন করিয়া হউক জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করা চাই।'

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালিবিজয়ে যাত্রা করিলেন।

জাবালির তপোবনে তখন ঘোর বর্ষা। মেঘে পর্বতে একাকার হইয়া দিগন্তে নিবিড় প্রাচীর রচনা করিয়াছে। শতদ্রুর গৈরিকবর্ণ জলে পালে পালে মৎস্য বিচরণ করিতেছে। বনে ভেকবংশের চতুর্প্রহরব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘৃতাচী অনুচরবর্গসহ জাবালির আশ্রমে পৌঁছিলেন। আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কারণ বহুবার এইরূপ অভিযান করিয়া

www.pathagar.com

তাঁহারা পরিপক্ব হইয়াছেন। নিমেষের মধ্যে মেঘ দূরীভূত হইল, মলয়ানিল বহিতে লাগিল, শতদ্রুর স্রোত মন্দীভূত হইল, নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিল, পাদপসকল পুষ্পস্তবকে ভূষিত হইল, অলিকুল গুঞ্জরিতে লাগিল, ভেকগণ নীরব হইয়া পল্বলে লুকাইল।

জাবালি শতদ্রুতীরে ছিপহস্তে নিবিষ্টমনে মাছ ধরিতেছিলেন। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তিনি বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন! সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া নিদ্রাতুর কোকিলকুল আকুল চিৎকার করিয়া উঠিল। জাবালি চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

ধীমান্ জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ঈষৎ হাস্যে বলিলেন—'অয়ি বরাঙ্গনে, তুমি কে, কী নিমিত্তই-বা এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকায় আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সংবরণ কর। এই সৈকতভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপলবিষম। যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্ত থাকিবে না।'

অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তোমারই। এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালী গুড়দ্রোণী—সকলই তোমার। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে—নাহ্ থাক।'—এই পর্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নিচু করিলেন।

জাবালি বলিলেন—'অয়ি কল্যাণি, আমি দীনহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গৃহিণীও বর্তমানা। তোমার তুষ্টি বিধান করা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও। অথবা যদি তোমার নিতান্তই মুনিঋষির প্রতি ঝোঁক হইয়া থাকে তবে অযোধ্যায় গমন কর। তথায় খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা তুমি হেলায় তর্জনীহেলনে নাচাইতে পারিবে। আর যদি তোমার অধিকতর উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি অনলসংকাশ উগ্রতেজা মহর্ষিগণকে জব্দ করিয়া যশস্বিনী হও। আমাকে ক্ষমা দাও।'

ঘৃতাচী কহিলেন—'হে জাবালে, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শুষ্ককাষ্ঠে নির্মাণ করিয়াছেন? তুমি দীনহীন তাতে ক্ষতি কী? আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারাণসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগতযৌবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর—চিরযৌবনা নিটোলা নিখুঁতা। উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছটফট করে।'

জাবালি সহাস্যে কহিলেন—'হে সুন্দরী, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকিটি নহ। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপঙ্‌ক্তিতে ও কিসের ফাঁক?'

ঘৃতাচী সরোষে কহিলেন—'হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই রাত্র্যন্ধ, তাই অমন কথা বলিতেছ। পথশ্রমের ক্লান্তিহেতু আমার লাবণ্য এখন সম্যক স্ফূর্তি পাইতেছে না। আগে সকাল হোক, আমি দুধের সর মাখিয়া চান করি, তখন দেখিও, মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে।' এই বলিয়া ঘৃতাচী আবার নৃত্য শুরু করিলেন।

অদূরবর্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালিপত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃতাচীর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জনীহস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

www.pathagar.com

তখন কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। আকাশ আবার জলদজালে আচ্ছন্ন হইল, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, কোকিলকুল চুলিতে লাগিল, মধুকরনিকর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিল, শতদ্রু স্ফীত হইল, ভেককুল মহাউল্লাসে বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জাবালি পত্নীকে কহিলেন—'প্রিয়ে, স্থিরা ভব। ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন—ইঁহার অপরাধ নাই।'

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—'হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘে চী, তোর আস্পর্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস! আর, ভো অজ্জউত্ত তোমারই-বা কী প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে!'

জাবালি তখন সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিয়া অতিকষ্টে পত্নীকে প্রসন্না করিলেন এবং রোরুদ্যমানা ঘৃতাচীকে বলিলেন—'বৎসে, তুমি শান্ত হও। হিন্দ্রলিনী তোমার পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ ইঙ্গুদীতৈল মর্দন করিয়া দিলেই ব্যথার উপশম হইবে। তুমি আজ রাত্রে আমার কুটিরেই বিশ্রাম কর। কল্য অমরাবতীতে ফিরিয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ এবং ঘৃত-গুড়াদির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাইও।'

ঘৃতাচী কহিলেন—'তিনি আমার মুখদর্শন করিবেন না। হা, এমন দুর্দশা আমার কখনো হয় নাই।'

জাবালি বলিলেন—'তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি দেবেন্দ্রকে জানাইও যে ইন্দ্রত্বের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।'

ঘৃতাচীর পরাভব শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে কহিলেন—'হে দেবর্ষে, এখন কী করা যায়? জাবালি ইন্দ্রত্ব চাহেন না জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনিতেছি যে ঐ দুর্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।'

নারদ কহিলেন—'পুরন্দর, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।'

নৈমিষারণ্যে সনকাদি ঋষিগণের সকাশে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'হে মুনিগণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে : সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ, পাপ নাস্তি। কিন্তু এই ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ মাত্র এবং একপাদ পাপও দেখা গিয়াছে। ইহার হেতু কী, তোমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?'

মুনিগণ বলিলেন—'আশ্চর্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই।'

নারদ বলিলেন—'তবে তোমাদের জগযজ্ঞ জপতপ সমস্তই বৃথা।' ইহা কহিয়া তিনি তাঁহার কাষ্ঠবাহনে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মার নিকট অপর এক ষড়যন্ত্র করিতে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ নারদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, পুষ্করাদি সপ্তদীপ্ত হইতে বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইলেন। মহর্ষি জাবালি আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'ভো পণ্ডিতবর্গ, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, এখন তাহা ত্রিপাদ হইয়াছে। কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকার কী, যদি তোমরা কেহ অবগত থাকো তবে প্রকাশ করিয়া বল।'

www.pathagar.com

তখন জ্বলন্ত পাবকতুল্য তেজস্বী জামদগ্ন্য মুনি কহিলেন—'হে প্রজাপতে, এই পাপাত্মা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল! উহার সংস্পর্শে বসুন্ধরা ভারগ্রস্তা হইয়াছেন।'

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—'ঠিক, ঠিক, আমরা তাহা অনেকদিন হইতেই জানি।'

জামদগ্ন্য কহিলেন—'এই জাবালি ভ্রষ্টাচার উন্মার্গগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই। রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বালখিল্যগণকে এই দুরাত্মাই নির্যাতিত করিয়াছে। দেবরাজ পুরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।'

পণ্ডিতগণ কহিলেন—'আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলাম।'

দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হে জাবালে, সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কিনা। তোমার মার্গ কী, শাস্ত্রই-বা কী।'

জাবালি বলিলেন—'হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনোপ্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষের, পরিবর্তনসহ।'

দক্ষ কহিলেন—'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না।'

জাবালি বলিলেন—'হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি এখন চলিলাম। বিপ্রগণ, তোমাদের জয় হউক।'

তখন সভায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল এবং ধর্মপ্রাণ বিপ্রগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকজন জাবালিকে ধরিয়া ফেলিলেন। জামদগ্ন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ কুঠার উদ্যত করিয়া কহিলেন—'আমি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিয়াছি, এইবার এই নাস্তিককে সাবাড় করিব।'

স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হাঁ হাঁ কর কী, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রঘাত! ছি ছি, মনু কী মনে করিবেন। বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।'

দেবর্ষি নারদ এতক্ষণ অলক্ষ্যে বসিয়াছিলেন। এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিলেন—'আমার কাছে বিশুদ্ধ চৈনিক হলাহল আছে। তাহা সর্ষপপ্রমাণ সেবনে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, দুই সর্ষপে বুদ্ধিভ্রংশ, চতুর্মাত্রায় নরকভোগ, এবং অষ্টমাত্রায় মোক্ষলাভ হয়। জাবালিকে চর্তুমাত্রা সেবন করাও; সাবধান, যেন অধিক না হয়।'

মহাচীন হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ হলাহল জলে গুলিয়া জাবালিকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইল। তাহার পর তাঁহাকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকদর্শী পণ্ডিতগণ কহিলেন—'পাষণ্ড এতক্ষণে কুম্ভীপাকে পৌঁছিয়াছে।'

চৈনিক হলাহল জাবালির মস্তিষ্কে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। জাবালি যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বহুবার সোমরস পান করিয়াছেন; প্রথম যৌবনে বয়স্য ক্ষত্রিয়কুমারগণের পাল্লায় পড়িয়া গৌড়ী মাধ্বী পৈষ্টী প্রভৃতি আসবও চাখিয়া দেখিয়াছেন; ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে একবার ভৃগুমামার সঙ্গে চুরি করিয়া ফেনিল তালরসও খাইয়াছিলেন—কিন্তু এমন প্রচণ্ড নেশা পূর্বে তাঁহার কখনো হয় নাই। জাবালির সকল অঙ্গ নিশ্চল হইয়া আসিল, তালু শুষ্ক হইল, চক্ষু ঊর্ধ্বে উঠিল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

www.pathagar.com

সহসা জাবালি অনুভব করিলেন—তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রক্তমাল্য ধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে নীয়মান হইতেছেন। রক্তবসনা পিঙ্গলবর্ণা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহার রথ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে বৈতরিণী পার হইয়া তিনি যমপুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় যমকিংকরগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ধর্মরাজের সকাশে লইয়া গেল।

যম কহিলেন—'জাবালে, স্বাগতোসি, আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তোমার পারলৌকিক ব্যবস্থা আমি যথোচিত করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমার অনুগমন কর। দূরে ঐযে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্ন্যুদ্গারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব ; ইতরপ্রকৃতি পাপিগণ তথায় বাস করে। আর সম্মুখে এই-যে গগনচুম্বী তাম্রচূড় রক্তবর্ণ অলিন্দপরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক; সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখানে অবস্থান করেন। তোমার স্থান এখানেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, ভিতরে চল।'

অনন্তর ধর্মরাজ যম জাবালিকে কুম্ভীপাকের গর্ভমণ্ডপে লইয়া গেলেন। এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চচ্ছাদ, বাষ্পসমাকুল, গম্ভীর আরাবে বিধুনিত। উভয় পার্শ্বে জ্বলন্ত চুল্লির উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে, তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প ও আর্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিংকরগণ ইন্ধন নিক্ষেপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লিদ্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

কৃতান্ত কহিলেন—'হে মহর্ষে, এই-যে রজতনির্মিত কিংকিণীজালমণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে মনুষ যযাতি দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পরিপক্ব হইতেছে। ইহারা প্রায় সকলেই সংশোধিত হইয়া গিয়াছেন, কেবল যযাতির কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর এক প্রহরের মধ্যে সকলেই বিগতপাপ হইয়া অমরাবতীতে গমন করিবেন। ঐ যে বৈদূর্যখচিত হিরণ্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তপ্ত তৈলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই কুম্ভমধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিপ্রয়োগে ইহার তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই-যে রুদ্রাক্ষমালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিদ্ধ হইতেছেন।'

জাবালি কৌতূহলপরবশ হইয়া বলিলেন—'হে ধর্মরাজ, কুম্ভের ভিতরে কী হইতেছে দয়া করিয়া আমাকে দেখাও।'

ধর্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া জনৈক যমকিংকর কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল। যম তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ দারুময় দর্বী নিমজ্জিত করিয়া সন্তর্পণে উত্তোলিত করিলেন। সিক্তজটাজুট .... ধূমায়িতকলেবর কয়েকজন ঋষি দর্বীতে সংলগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত আরম্ভ করিলেন—'রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিঞ্চিদপি তপঃপ্রভাব থাকে—'

দর্বী উল্টাইয়া কুম্ভের ঢাকনি ঝটিতি বন্ধ করিয়া যম কহিলেন—'হে জাবালে, এই কোপনস্বভাব ঋষিগণের কাঠিন্য দূর হইতে এখনো বহু বিলম্ব আছে। ইহারা আরো অষ্টাহকাল পরিসিদ্ধ হইতে থাকুন।'

www.pathagar.com

এমন সময় কয়েকজন যমদূতের সহিত খর্বাট খল্লাট খালিত বিষণ্নবদনে কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

জাবালি কহিলেন—'হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, ব্রহ্মলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়াছে?'

খর্বট উত্তর দিলেন—'জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।'

যমরাজের ইঙ্গিতে কিংকরগণ বালখিল্যত্রয়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পঞ্চগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রকায় কুম্ভে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভ হইতে তীব্র চিৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ধর্মরাজ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন—'হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠানসকল অতিশয় অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্না ধরিত্রীর রক্ষাহেতুই আমাকে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। যাহা হউক, আমি আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না, এখন তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহাই পালন করিব। দেখ, যে পাপ মনের গোচর তাহা আমি সহজেই দূর করিতে পারি। কিন্তু যাহা মনের অগোচর তাহা জন্মজন্মান্তরেও সংক্রামিত হয়, এবং তাহা শোধন করিতে হইলে কুম্ভপাকে বারবার নিষ্কাশন আবশ্যক। তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে তাহা তুমি জানিয়া শুনিয়াই দৌর্বল্যবশাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, কদাপি আত্মপ্রবঞ্চনা কর নাই। সুতরাং আমি তোমাকে সহজেই পাপমুক্তি করিতে পারিব, অধিক যন্ত্রণা দিব না।'

এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবৃহৎ লৌহসংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত তৈলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ছ্যাঁক করিয়া শব্দ হইল।

সহস্র বিহগকাকলিতে বনভূমি সহসা ঝংকৃত হইয়া উঠিল। প্রাচীদিক নবারুণকিরণে আরক্ত হইয়াছে। জাবালি চৈতন্য লাভ করিয়া সাধ্বী হিন্দ্রলিনীর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্নবদনে মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।'

জাবালি বলিলেন—'হে চতুরানন, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর ভেংচাইবেন না।'

ব্রহ্মা তাহার ভূর্জপত্ররচিত ছদ্মমুখ মোচন করিয়া কহিলেন—'জাবালে, অভিমান সংবরণ কর। তুমি বর না চাহিলেও আমি ছাড়িব কেন? আমিও প্রার্থী। হে স্বাবলম্বী মুক্তিমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে-ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংসারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাকো।'

জাবালি বলিলেন—'তথাস্তু।'

www.pathagar.com

গামানুষ জাতির কথা

যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে। তর্ক উঠতে পারে, আমরা সকলেই যখন পঞ্চত্ব পেয়েছি তখন এই গল্প লিখছে কে, পড়ছেই-বা কে। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। লেখক আর পাঠকরা দেশকালের অতীত, তাঁরা ত্রিলোকদর্শী ত্রিকালজ্ঞ। এখন যা হয়েছিল শুনুন।

বড় বড় রাষ্ট্রের যাঁরা প্রভু তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেক দিন থেকেই চলছিল। ক্রমশ তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মিটমাটের আর আশা রইল না। সকলেই নিজের নিজের ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানটি ন্যাশন্যাল অ্যানথেম-রূপে গাইতে লাগলেন—'আমরা ইরান দেশের কাজি, যে বেটা বলিবে তা না না না সে বেটা বড়ই পাজি।' অবশেষে যখন কর্তারা স্বপক্ষের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে বজ্জাত বিপক্ষগোষ্ঠীকে একেবারে নির্মূল করতে না পারলে বেঁচে সুখ নেই তখন তাঁরা পরস্পরের প্রতি অ্যানাইহিলিয়ম বোমা ছাড়লেন। বিজ্ঞানের এই নবতম অবদানের তুলনায় সেকেলে ইউরেনিয়ম বোমা তুলো-ভরা বালিশ মাত্র।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বোম-বিশারদগণ আশা করেছিলেন যে অপরাপর পক্ষের জোগাড় শেষ হবার আগেই তাঁরা কাজ সাবাড় করবেন। কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সকলেরই আয়োজন শেষ হয়েছিল এবং তাঁরা গুপ্তচরের মারফত পরস্পরের মতলব টের পেয়ে একই দিনে একই শুভলগ্নে ব্রহ্মাস্ত্র মোচন করলেন।

সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য কোনো দেশই নিস্তার পেলে না। সমগ্র মানবজাতি, তার সমস্ত কীর্তি, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ গাছপালা, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হল। কিন্তু প্রাণ বড় কঠিন পদার্থ, তার জের মেটে না। সাগরগর্ভে পর্বতকন্দরে জনহীন দ্বীপে এবং অন্যান্য কয়েকটি দুষ্প্রবেশ্য স্থানে কিছু উদ্ভিদ আর ইতর প্রাণী বেঁচে রইল। তাদের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের দরকার নেই, যাদের নিয়ে এই ইতিহাস তাদের কথাই বলছি।

লন্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক পিকিং কলকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে রাস্তার নিচে যে গভীর ড্রেন ছিল তাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বাস করত। তাদের বেশিরভাগই বোমার তেজে বিলীন হল কিন্তু কতকগুলি তরুণ আর তরুণী ইঁদুর দৈবক্রমে বেঁচে গেল। শুধু বাঁচা নয়, বোমা থেকে নির্গত গামারশ্মির প্রভাবে তাদের জাতিগত লক্ষণের আশ্চর্য পরিবর্তন হল, জীববিজ্ঞানীরা যাকে বলেন মিউটেশন। কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের লোম আর ল্যাজ খসে গেল, সামনের দুই পা হাতের মতোন হল, পিছনের পা এত মজবুত হল যে তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে আর চলতে শিখল, মস্তিষ্ক মস্ত হল, কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কিচকিচ ধ্বনির

www.pathagar.com

পরিবর্তে সুস্পষ্ট ভাষা ফুটে উঠল—এক কথায় তারা মানুষের সমস্ত লক্ষণ পেল। কর্ণ যেমন সূর্যের বরে সহজাত কুণ্ডল আর কবচ নিয়ে জন্মেছিলেন, এরা তেমনি গামারশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে আবির্ভূত হল। এক বিষয়ে ইঁদুর জাতি আগে থেকেই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। এখন এই শক্তি আরো বেড়ে গেল।

এই নবাগত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান করতে চাই না, তাছাড়া বারবার চন্দ্রবিন্দু দিলে ছাপাখানার উপর জুলুম হবে। এদের মানুষ বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি। আমাদের মতোন প্রাচীন মানুষের সঙ্গে প্রভেদ বোঝাবার জন্য এই গামারশ্মির বরপুত্রগণকে 'গামানুষ' বলব।

এখন কিঞ্চিৎ জটিল তত্ত্বের অবতারণা করতে হচ্ছে। যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা মোটামুটি পঁচিশ বৎসর মানুষের এক পুরুষ—এই হিশাবে বংশ-পর্যায় গণনা করেন। অতএব ১৮০০০ বৎসরে ৭২০ পুরুষ। আমাদের ঊর্ধ্বতন ৭২০ নম্বর পুরুষ কেমন ছিলেন? নৃবিদ্যাবিশারদগণ বলেন—এঁরা পুরোপলীয় অর্থাৎ প্রাচীন উপল যুগের লোক; চাষ করতে শেখেন নি, কাপড় পরতেন না, রাঁধতেন না, কাঁচা মাংস খেতেন, গুহায় বাস করতেন। ভেবে দেখুন, মোটে ৭২০ পুরুষে আমাদের কী আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। আমাদের যেমন পঁচিশ বৎসরে, ইঁদুরোদভব গামানুষদের তেমনি পনেরো দিনে এক পুরুষ, কারণ তারা জন্মাবার পনেরো দিন পরেই বংশরক্ষা করতে পারে। মানবজাতি ধ্বংস হবার পর যে ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়ে গামানুষ জাতির ৭২০ পুরুষ জন্মেছে। অর্থাৎ গামানুষের ত্রিশ বৎসর আমাদের ১৮০০০ বৎসরের সমান। যদি সন্দেহ থাকে তবে অঙ্ক কষে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে গামানুষ অতি দ্রুত গতিতে সভ্যতার শীর্ষদেশে উপস্থিত হয়েছে। পূর্বমানব যে বিদ্যা কলা আর ঐশ্বর্যের অহংকার করত, গামানুষ তার সমস্তই পেয়েছে। অবশ্য তাদের সকল শাখাই সমান সভ্য আর পরাক্রান্ত হয় নি ; তাদের মধ্যেও জাতিভেদ, শাদা-কালোর ভেদ, রাজনীতির ভেদ, ছোট-বড় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, পরাধীন প্রজা, দ্বেষ-হিংসা এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগ আছে, যুদ্ধবিগ্রহও বিস্তর ঘটেছে। বারবার মারাত্মক সংঘর্ষের পর বিভিন্ন দেশের দূরদর্শী গামানুষদের মাথায় সুবুদ্ধি এল—ঝগড়ার দরকার কী, আমরা সকলে একমত হয়ে কি শান্তিতে থাকতে পারি না? আমাদের বর্তমান সভ্যতার তুলনা নেই, আমরা বিশ্বের বহু রহস্য ভেদ করেছি, প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে কাজে লাগিয়েছি, শারীরিক ও সামাজিক বহু ব্যাধির উচ্ছেদ করেছি, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের রাষ্ট্রনেতা ও মহা-মহাজ্ঞানীরা যদি একযোগে চেষ্টা করেন তবে বিভিন্ন জাতির স্বার্থ বুদ্ধির সমন্বয় অবশ্যই হবে।

জনহিতৈষী পণ্ডিতগণের নির্বন্ধে রাষ্ট্রপতিগণ এক মহতী বিশ্বসভা আহ্বান করলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় রাজনীতিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক প্রভৃতি মহা উৎসাহে সেই সভায় উপস্থিত হলেন, অনেক রবাহূত ব্যক্তিও তামাশা দেখতে এলেন। যাঁরা বক্তৃতা দিলেন, তাঁদের আসল নাম যদি গামানুষ ভাষায় ব্যক্ত করি তবে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে, সেজন্য কৃত্রিম নাম দিচ্ছি যা শুনতে ভালো এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে হরেকরকম সভায় কার্যারম্ভের আগে সংগীতের এবং কার্যাবলির মধ্যে মধ্যে কুমারী অমুক অমুকের নৃত্যের দস্তুর আছে। পরাক্রান্ত গামানুষ জাতির রসবোধ কম, তারা বলে—আগে ষোলো-আনা কাজ তারপর ফূর্তি। তাদের জীবনকালও কম, সেজন্য বক্তৃতাদি অতি সংক্ষেপে চটপট শেষ করে। প্রথমেই সভাপতি মনস্বী চং লিং সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে এই সভায় যে-কোনো উপায়ে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা করতেই হবে, নতুবা গামানুষ জাতির নিস্তার নেই।

সভাপতির অভিভাষণের পর একটি অনতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউন্ট নটেনফ বললেন, জগতের সম্পদ মোটেই ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় নি, সেই কারণেই বিশ্বশান্তি হচ্ছে না। দু-চারটি রাষ্ট্র অসৎ উপায়ে বড় বড় সাম্রাজ্য লাভ করে দেদার কাঁচামাল আর আজ্ঞাবহ নিস্তেজ প্রজা হস্তগত করেছে, উপনিবেশও বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি, আমাদের বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হয় তবে বিশ্বসম্পত্তির আধাআধি বখরা আমাদের দিতে হবে।

বৃহত্তম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ বললেন, জগতের শান্তিরক্ষার জন্যই আমাদের জিম্মায় বিশাল সাম্রাজ্য থাকা প্রয়োজন, সাম্রাজ্য চালনার অভিজ্ঞতা আমাদের যত আছে তেমন আর কারো নেই। আমরা শক্তিমান হলে তোমরা সকলেই নিরাপদে থাকবে। কাঁচামাল চাও তো উপযুক্ত শর্তে কিছু দিতে পারি। আমাদের হেফাজতে যেসব অসভ্য আর অর্ধসভ্য দেশ আছে তার উপর লোভ করো না, আমরা তো সেসব দেশবাসীর অছি মাত্র, তারা লায়েক হলেই ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হব। আমরা কারো অনিষ্ট করি না, বিপদ যদি ঘটে আমার বন্ধু কিপফ-এর প্রকাণ্ড দেশই তার জন্য দায়ী হবে। এর দেশে স্বাধীন শিল্প আর কারবার নেই, সবই রাষ্ট্রের অঙ্গ। যারা সমাজের মস্তকস্বরূপ, সেই অভিজাত আর ধনিকশ্রেণীই ওখানে নেই। এদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের শ্রমজীবীরা বিগড়ে যাচ্ছে। দিনকতক পরেই দেখতে পাবেন এদের কদর্য নীতি আর শস্তা মালে জগৎ ছেয়ে যাবে, আমাদের সকলের সমাজ ধর্ম আর ব্যবসার সর্বনাশ হবে। যদি শান্তি চান তো আগে এদের শায়েস্তা করুন।

জেনারেল কিপফ তাঁর মোটা গোঁফ পাক দিয়ে বললেন, বন্ধুবর লর্ড গ্র্যাবার্থ প্রচণ্ড মিছে কথা বলেছেন তা আপনারা সকলেই বোঝেন। ওর রাষ্ট্রই আমাদের সকলকে দাবিয়ে রেখেছে, ওরা ঘুষ দিয়ে আমাদের দেশে বারবার বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেছেন। এর শোধ একদিন তুলব, এখন বেশি কিছু বলতে চাই না।

পরাধীন দেশের জননেতা অবলদাসজি বললেন, লর্ড গ্র্যাবার্ড যে অছিগিরির দোহাই দিলেন তা নিছক ভণ্ডামি। আমরা লায়েক কি নালায়েক, তার বিচারের ভার যদি ওরা নিজের হাতে রাখেন তবে কোনোকালেই আমাদের দাসত্ব ঘুচবে না। এই সভার একমাত্র কর্তব্য—সমস্ত রাজ্যের লোপ সাধন এবং সর্ব জাতির স্বাধীনতা স্বীকার। অধীন দেশই দ্বেষ-হিংসার কারণ।

মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহারাজ চোখ বুজে বসে ছিলেন। এখন মৌন ভঙ্গ করে অবলদাসের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—কোনো চিন্তা নেই বৎস, আমি আছি। আমার তপস্যার প্রভাবে তোমরা সকলেই যথাকালে শ্রেয়োলাভ করবে। গৌরীশংকর-শিখরবাসী মহর্ষিদের সঙ্গে আমার হরদম চিন্তাবিনিময় হয়, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত।

www.pathagar.com

কর্মযোগী ধর্মদাসজি বললেন, এসব বাজে কথায় কিছুই হবে না। আগে সকলের চরিত্র শোধন করতে হবে তবেই রাষ্ট্রীয় সদ্‌বুদ্ধি আসবে। আমার ব্যবস্থা অতি সোজা-- সকলে নিরামিষ খাও, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন কর, এক মাস [মানুষের হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর] নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য পালন কর, এই সময়ের মধ্যে বুড়োরা আপনিই মরে যাবে, নূতন প্রজাও জন্মাবে না, তার ফলে জগতের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাবে, খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব থাকবে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী কিছুই দরকার হবে না, বিশুদ্ধ ধর্মসংগত উপায়ে সকলেরই প্রয়োজন মিটবে।

পণ্ডিত সত্যকামজী বললেন, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি যুক্তিতর্কে বা অলৌকিক উপায়ে কিছুই হবে না। নিরামিষ ভোজন, বিলাসিতা বর্জন আর ব্রহ্মচর্যও বৃথা। এসব উৎকট ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা জোর করে চালানো যাবে না। আমাদের দরকার সত্যভাষণ। এই সভার সদস্যগণ যদি মনের কপাট খুলে অকপটচিত্তে নিজেদের মতলব প্রকাশ করেন তবে বিশ্বশান্তির উপায় সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। আমরা বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি লাভ করেছি কিন্তু গামানুষ চরিত্রে কিছুই করতে পারি নি। তার কারণ বিজ্ঞানী যে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করেন তাতে প্রতারণা নেই, জড়প্রকৃতি ঠকায় না, সেজন্য তথ্যনির্ণয় সুসাধ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রভুরা মিথ্যা ভিন্ন এক পা চলতে পারেন না। এদের গূঢ় অভিপ্রায় কী তা প্রকাশ করে না বললে শান্তির উপায় বেরুবে না। রোগের সব লক্ষণ না জানালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে কী করে?

লর্ড গ্র্যাবার্থ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললেন, কেউ যদি মনের কথা বলতে না চায় তবে কার সাধ্য তা টেনে বার করে। সত্য কথা বলাবেন কোন্ উপায়ে?

জেনারেল কিপফ বললেন, ওষুধ খাইয়ে। সোডিয়াম পেন্টোথাল নাম শুনেছেন? এর প্রভাবে সকলেই অবশ হয়ে সত্য কথা বলে ফেলে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এই জিনিশটি খাইয়ে দোষ কবুল করানো হয়, তারপর পটাপট গুলি। আমরা মকদ্দমায় সময় নষ্ট করি না, উকিলকে অনর্থক টাকা দিই না।

বিশ্ববিখ্যাত বিচক্ষণ বৃদ্ধ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন—বোকা, বোকা, সব বোকা। পেন্টোথালে লোকে জড়বুদ্ধি হয়। সত্য কথা বলে বটে, কিন্তু বিচারের ক্ষমতা লোপ পায়। আমরা এখানে নেশা করে আড্ডা দিতে আসি নি, জটিল বিশ্বরাজনীতিক সমস্যার সমাধান করতে এসেছি। পেন্টোথালের কাজ নয়, আমার সদ্য-আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশন দিতে হবে। গাঁজা থেকে উৎপন্ন, অতি নিরীহ বস্তু, কিন্তু অব্যর্থ। যতই ঝানু কুটবুদ্ধি হন-না কেন, ঘাড় ধরে আপনাকে সত্য বলাবে, অথচ বুদ্ধির কিছুমাত্র হানি করবে না। স্থায়ী অনিষ্টেরও ভয় নেই, এক ঘণ্টা পরে প্রভাব কেটে যাবে, তারপর যত খুশি মিথ্যা বলতে পারবেন। ওষুধটি আমার সঙ্গেই আছে, সভাপতি মশায় যদি আদেশ দেন তবে সকলকেই এক মুহূর্তে সত্যবাদী করে দিতে পারি।

কাউন্ট নটেনফ প্রশ্ন করলেন, পরীক্ষা হয়েছে?

ভৃঙ্গরাজ উত্তর দিলেন, হয়েছে বইকি। বিস্তর ইঁদুর আর গিনিপিগের উপর পরীক্ষা করেছি।

জেনারেল কিপফ অট্টহাস্য করে বললেন, ইঁদুরের আবার সত্য-মিথ্যা আছে নাকি? আপনি তাদের ভাষা জানেন?

www.pathagar.com

নন্দী বললেন, নিশ্চয় জানি, তাদের ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারি। যদি বাঁয়ে ল্যাজ নাড়ে তবে জানবেন মতলব ভালো নয়, উদ্দেশ্য গোপন করছে। যদি ডাইনে নাড়ে তবে বুঝবেন তার মনে কোনো ছল নেই। তা ছাড়া আমার এক শিষ্যের উপর পরীক্ষা করেছি, তার ফলে বেচারার পত্নী বিবাহভঙ্গের মামলা এনেছে।

সভাপতি চং লিং বললেন, সন্দেহ রাখবার দরকার কী, এইখানেই পরীক্ষা হোক না। কে ভলান্টিয়ার হতে চান—বিজ্ঞানপ্রেমী কে আছেন—এগিয়ে আসুন।

ধর্মদাসজি ডাক্তার নন্দীর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি রাজি আছি, দিন ইনজেকশন।

নন্দী তখনই পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটি ম্যাগাজিন-সিরিঞ্জ বার করে ধর্মদাসের হাতে ফুঁড়ে পনেরো ফোঁটা আন্দাজ চালিয়ে দিলেন। ওষুধের ক্রিয়ার জন্য দুমিনিট সময় দিয়ে সভাপতি বললেন, ধর্মদাসজি, এইবারে আপনার মনের কথা খুলে বলুন।

ধর্মদাস বললেন—নিরামিষ ভোজন, খাদ্যে মশলা বর্জ· , সর্ববিষয়ে অবিলাসিতা আর নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য। তবে আমিও মাঝে মাঝে আদর্শচ্যুত হয়েছি।

জেনারেল কিপফ সহাস্যে বললেন, এসব পাগলদের উপর পরীক্ষা করা বৃথা, এরা স্বাভাবিক অবস্থাতেও বেশি মিথ্যে বলে না, যা বিশ্বাস করে তাই প্রচার করে। আসুন, আমাকেই ইনজেকশন দিন, সত্য-মিথ্যা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

লর্ড গ্র্যাবার্থ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে কিপফের হাত ধরে বললেন—করেন কী, ক্ষান্ত হন, এসব বিশ্রী ব্যাপারে থাকবেন না। যার আত্মসম্মানবোধ আছে সে কখনো এতে রাজি হতে পারে? অভিপ্রায় গোপনে আমাদের বিধিদত্ত অধিকার, একটা হাতুড়ে ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তা ছেড়ে দিতে পারি না। স্থূল মিথ্যা অতি বর্বর জিনিশ তা স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্ম মিথ্যা অতি মহামূল্য অস্ত্র—ত্যাগ করে লাগাতে পারলে জগৎ জয় করা যায়, তা আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পরিমার্জিত মিথ্যাই সভ্যসমাজের আশ্রয় আর আচ্ছাদন, সমস্ত লোকাচার আর রাজনীতি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপনার লজ্জা নেই? এই সভার মধ্যে উলঙ্গ হওয়া যা, মনের কথা প্রকাশ করাও তা।

জেনারেল কিপফ নিরস্ত হলেন না, গ্র্যাবার্থের মুঠো থেকে নিজের হাত সজোরে টেনে বাড়িয়ে দিলেন, ডাক্তার নন্দীও তৎক্ষণাৎ সূচীপ্রয়োগ করলেন। তারপর কিপফ দুই হাতে গ্র্যাবার্থকে জাপটে ধরে বললেন—শীগগির এঁকেও ফুঁড়ে দিন, একটু বেশি করে দেবেন। ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী ডবল মাত্রা ভেরাসিটিন চালিয়ে দিলেন। কিপফের স্থূল লোমশ বাহুর বন্ধনে ছটফট করতে করতে গ্র্যাবার্থ বললেন, একি অত্যাচার! আপনারা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছেন। সভাপতি মশায়, আপনি একেবারে অকর্মণ্য। উঠুন, এখনই আমার রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিফোন করুন।

কিপফ বললেন—বড় বেয়াড়া পেশেন্ট, হাড়ে হাড়ে রোগ ঢুকেছে, লাগান আরো দুই ডোজ। ডাক্তার নন্দী বিনা বাক্যব্যয়ে আর একবার ফুঁড়ে দিলেন। তারপর গ্র্যাবার্থ ক্রমশ শান্ত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, শুধু আমাদের দুজনকে কেন? ওই বজ্জাত গুণ্ডা নটেনফটাকেও দিন।

নটেনফ ঘুসি তুলে গ্র্যাবার্থকে আক্রমণ করতে এলেন। কিপফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—থামুন থামুন, সত্য বলতে এত ভয় কিসের? আমরা সকলেই তো পরস্পরের অভিসন্ধি বুঝি, খোলসা করে বললে কি এমন ক্ষতি হবে?

www.pathagar.com

নটেনফ চুপি চুপি বললেন—আরে, তোমাদের আমি গ্রাহ্য করি নাকি? আমার আপত্তির কারণ আলাদা। আন্তর্জাতিক অশান্তির চেয়ে পারিবারিক অশান্তি আরো ভয়ানক।

এমন সময় দর্শকদের গ্যালারি থেকে কাউন্টেস নটেনফ তারস্বরে বললেন—দিন জোর করে ফুঁড়ে, কাউন্ট অতি মিথ্যাবাদী, চিরকাল আমাকে ঠকিয়েছে।

এই হট্টগোলের সুযোগে ডাক্তার নন্দী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে নটেনফের নিতম্বে ভেরাসিটিন প্রয়োগ করলেন। নটেনফপত্নী চিৎকার করে বললেন, এইবার কবুল কর তোমার প্রণয়িনী কে কে।

সভাপতি চং লিং বললেন—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, প্রণয়িনীরা পালিয়ে যাবে না, এখন আমাদের কাজ করতে দিন। লর্ড গ্র্যাবার্থ, কাউন্ট নটেনফ, জেনারেল কিপফ, এখন একে একে খুলে বলুন আপনাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য কী।

গ্র্যাবার্থ বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য অতি সোজা। জোর যার মুলুক তার—এই হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি। পরহিতৈষিতা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বেশ, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার স্থান নেই। আমরা সভ্য অসভ্য শক্তিমান দুর্বল সকল জাতির কাছ থেকেই যথাসাধ্য আদায় করতে চাই, এতে ন্যায়-অন্যায়ের কথা আসে না। দুধ খাবার সময় বাছুরের দুঃখ কে ভাবে? যখন মাংসের জন্য বা অন্য প্রয়োজনে গরু ভেড়া বাঘ সাপ ইঁদুর মশা মারেন তখন জীবের স্বার্থ গ্রাহ্য করেন কি? উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, অহিংস হয়ে পাথর খেয়ে বাঁচতে পারেন কি? আমরা সর্বপ্রকার সুখভোগ করতে চাই, তার জন্য সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাদের নিরঙ্কুশ হবার উপায় নেই, শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, নিজের স্বভাবগত কোমলতা আছে—যাকে মূর্খরা বলে বিবেক বা ধর্মজ্ঞান। তাছাড়া স্বজাতি আর মিত্রস্থানীয় বিজাতির মধ্যে জনকতক দুর্বলচিত্ত ধর্মিষ্ঠ আছে, তাদের সবসময় ধাপ্পা দেওয়া চলে না, ঠাণ্ডা রাখবার জন্য মাঝে মাঝে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই সভার যা উদ্দেশ্য তা কোনোকালে সিদ্ধ হবে না। প্রতিপক্ষের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পাকা ব্যবস্থায় রাজি নই। আজ যা ছাড়ব, সুবিধা পেলেই কাল আবার দখল করব। অভিব্যক্তিবাদ তো আপনারা জানেন, বেশিকিছু বলবার দরকার নেই।

নটেনফ বললেন, আমাদের নীতিও ঠিক ওইরকম। কর্মপদ্ধতির অল্প অল্প ভেদ আছে, কিন্তু মতলব একই। আমরা জাত্যংশে সর্বশ্রেষ্ঠ, জগতের একাধিপত্য একদিন আমাদের হাতে আসবেই, ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক আমরা মনস্কামনা সিদ্ধ করব।

কিপফ বললেন, আমরাও তাই বলি, তবে আপনাদের আর আমাদের পদ্ধতিতে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশটি প্রকাণ্ড, এখনো অন্য দেশকে শোষণ করবার দরকার হয় নি, তবে ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা এখন থেকে হাত পাকাচ্ছি।

অবলদাসজি মাথা চাপড়ে বললেন—হায় হায়, এর চেয়ে মিথ্যা কথাই যে ভালো ছিল। তবু একটা আশা ছিল যে এরা এখন ক্ষমতার দম্ভে বুঝতে পারছে না, পরে হয়তো এদের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হবে। আচ্ছা লর্ড গ্র্যাবার্থ, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আমরা অধীন জাতিরা একটু একটু করে শক্তিমান হচ্ছি। আপনারা যাই বলুন, জগতে সকল দেশে এখনও সাধুলোক আছেন, তাঁরা আমাদের সহায়। আমরা একদিন বন্ধনমুক্ত হবই। আমাদের মনে যে-বিদ্বেষ জমছে তার ফলে ভবিষ্যতে আপনাদের কী সর্বনাশ

www.pathagar.com

হবে তা বুঝছেন? আমাদের সঙ্গে যদি এখনই একটা ন্যায়সংগত চুক্তি করেন এবং তার জন্য অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেন তবে ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের একেবারে বঞ্চিত করব না। এই সহজ সত্য আপনাদের মাথায় ঢোকে না কেন?

গ্র্যাবার্থ বললেন, অবশ্যই ঢোকে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে এক আনা পাব সেই আশায় উপস্থিত ষোলো আনা কেন ছাড়ব? আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের জন্য মাথাব্যথা নেই।

অবলদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন। নিশ্চিন্ত মহারাজ আর একবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় কী! আমি আছি।

ধর্মদাস বললেন, ইনজেকশন দিয়ে কি ভালো হল? সবই তো আমাদের জানা কথা। আমাদের শাস্ত্রে অসুরপ্রকৃতির লক্ষণ দেওয়া আছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপস্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান সুখী॥
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।

—আজ আমার এই লাভ হল, এই অভীষ্ট বিষয় পাব, এই আমার আছে, আবার এই ধনও আমার হবে। ওই শত্রু আমি হত্যা করেছি, অপর শত্রুদেরও হত্যা করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি যা করি তাই সফল হয়, আমি বলবান, আমি সুখী। আমি অভিজাত, আমার সদৃশ আর কে আছে।

সভাপতি সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের মতলব তো জানা গেল, এখন শান্তির উপায় আলোচনা করুন।

গ্র্যাবার্থ নটেনফ কিপফ সমস্বরে বললেন—আমরা বেশ আছি, শান্তিটান্তি বাজে কথা। আমরা নখদন্তহীন ভালোমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবনযাপন করতে চাই।

এই সভার একজন সদস্য এতক্ষণ পিছন দিকে চুপচাপ বসে ছিলেন, ইনি আচার্য ব্যোমবজ্র দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রী, এক দিস্তা ফুলস্ক্যাপে এঁর সমস্ত উপাধি কুলোয় না। এখন ইনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বিশ্বশান্তির উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, আপনারও একটা ইনজেকশন আছে নাকি?

ব্যোমবজ্র উত্তর দিলেন, পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে ইনজেকশন দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আমার আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা, তার প্রভাবে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এই বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হয় তা কস্মিক রশ্মির চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম ক্রোধ লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি হয়।

গ্র্যাবার্থ ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার, এখানে কোনো রহস্য প্রকাশ করবেন না। আমাদের টাকায় আপনি গবেষণা করেছেন। আপনার যা বলবার আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে গোপনে বলবেন।

www.pathagar.com

নটেনফ লাফিয়ে বললেন, বাঃ আমরাই ওর সমস্ত খরচ জুগিয়েছি। বোমা আমাদের।

কিপফ বললেন, আপনারা ড্যাম মিথ্যাবাদী। আমাদের রাষ্ট্র বহুদিন থেকে ওকে সাহায্য করে আসছে, ওর আবিষ্কার একমাত্র আমাদের সম্পত্তি।

ব্যোমবজ্র দুই হাতে বরাভয় দেখিয়ে বললেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার বোমায় আপনাদের সকলেরই স্বত্ব আছে, আপনারা সকলেই উপকৃত হবেন। অবলদাসজী, আপনাদেরও দলাদলি আর সকল দুর্দশা দূর হবে। এই বলে তিনি একটি ছোট বোঁচকা খুলতে লাগলেন।

সভায় তুমুল গোলযোগ শুরু হল, গ্র্যাবার্থ নটেনফ কিপফ এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বোঁচকাটি দখল করবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন।

ধর্মদাস বললেন, ব্যোমবজ্রজী, আর দেরি করছেন কেন, ছাড়ুন না আপনার বোমা।

ব্যোমবজ্রকে কিছু করতে হল না, সদস্যদের টানাটানিতে বোমাটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভুঁইপটকার মতোন ফেটে গেল। কোনো আওয়াজ কানে এল না, কোনো ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দ আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর গ্র্যাবার্থ বললেন, শাস্ত্রীয় বোমাটি ভালো, মনে হচ্ছে আমরা সবাই সাম্য মৈত্রী আর স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। নটেনফ কিপফ, তোমাদের আমি বড্ড ভালোবাসি হে। অবলদাস, তোমরাও আমার পরমাত্মীয়। একটা নতুন ইন্টারন্যাশনাল অ্যানথেম রচনা করেছি শোন—ভাই, ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। এস, এখন একটু কোলাকুলি করা যাক।

নিশ্চিন্ত মহারাজ অবলদাসের পিঠ চাপড়ে সগর্বে বললেন, হুঁ হুঁ, আমি বলেছিলাম কিনা?

সভায় বিজয়াদশমী আর ঈদ মুবারকের ভ্রাতৃভাব উথলে উঠল। খানিক পরে নটেনফ বললেন—আসুন দাদা, এখন বিশ্বের কয়লা তেল গম গোরু ভেড়া শুয়োর তুলো চিনি রবার লোহা সোনা ইউরেনিয়ম প্রভৃতির একটা বাটোয়ারা হোক। জনপিছু সমান হিসসা, কি বলেন?

ব্যোমবজ্র সহাস্যে বললেন—কোনো দরকার হবে না, আপনারা সকলেই নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে গেছেন। এখন নরকে যেতে পারেন, বা আবার জন্মাতে পারেন, যার যেমন অভিরুচি।

কিপফ বললেন, আপনি কি বলতে চান আমরা মরে ভূত হয়ে গেছি? আমি ভূত মানি না।

ব্যোমবজ্র বললেন—নাই-বা মানলেন, তাতে অন্য ভূতদের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

মৃতবৎস্য বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তারপর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা—দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বারবার গর্ভধারণ করবেন।

www.pathagar.com

গুলবুলিস্তান

(আরব্য উপন্যাসের উপসংহার)

সম্প্রতি আরব্য উপন্যাসের একটি প্রাচীন পুঁথি উজবেকিস্তানে পাওয়া গেছে। তাতে যে আখ্যান আছে তা প্রচলিত গ্রন্থেরই অনুরূপ, কেবল শেষ অংশ একেবারে অন্যরকম। বিচক্ষণ পণ্ডিতরা বলেন, এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির কাহিনীই অধিকতর প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য, নীতিসংগতও বটে। আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে সেই উজবেকি উপন্যাস বিবৃত করছি। কিন্তু তা পড়বার আগে প্রচলিত আখ্যানের আরম্ভ আর শেষ অংশ জানা দরকার।

যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

শাহরিয়ার ছিলেন পারস্য দেশের বাদশাহ, তার ছোটভাই শাহজমান তাতার দেশের শাহ। দৈবযোগে তাঁরা প্রায় একই সময়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁদের বেগমরা মায় সখী আর বাঁদীর দল সকলেই ভ্রষ্টা। তখন দুই ভাই নিজ নিজ অন্তঃপুরের সমস্ত রমণীর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন এবং সংসারে বীতরাগ হয়ে একসঙ্গে পর্যটনে নির্গত হলেন।

স্ত্রীচরিত্রের আর একটি নিদর্শন তাঁরা পথে যেতে যেতেই পেলেন। এক ভীষণ দৈত্য সুন্দরী প্রণয়িণীকে সিন্দুকে পুরে সাতটা তালা লাগিয়ে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে সে সুন্দরীকে হাওয়া খাওয়ার জন্যে সিন্দুক থেকে বার করত এবং তার কোলে মাথা রেখে ঘুমুত। সেই অবসরে সুন্দরী নব নব প্রেমিক সংগ্রহ করত। দুই ভ্রাতাও তার প্রেম থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

শাহরিয়ার তাঁর কনিষ্ঠকে বললেন, ভাই, এই ভীষণ দৈত্য তার প্রণয়িণীকে সিন্দুকে বদ্ধ করে সাতটা তালা লাগিয়েও তাকে আটকাতে পারে নি, আমরা তো কোন্ ছার। বিবাগী দরবেশ হয়ে লাভ নেই, আমরা আবার বিবাহ করিব। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস নেই, এক রাত্রি যাপনের পরেই পত্নীর মুণ্ডচ্ছেদ করে পরদিন আবার একটা বিবাহ করব, তা হলে অসতী-সংসর্গের ভয় থাকবে না।

দুই ভ্রাতা একমত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং প্রাত্যহিক বিবাহ আর নিশান্তে মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করে অনাবিল দাম্পত্য-সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

শাহরিয়ারের উজিরের দুই কন্যা, শহরজাদী ও দিনারজাদী। শহরজাদীর সনির্বন্ধ অনুরোধে উজির তাঁকে বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করলেন। রাত্রিকালে শহরজাদী স্বামীকে জানালেন, ভগিনীর জন্যে তাঁর মন কেমন করছে। দিনারজাদীকে তখনই রাজপ্রাসাদে আনা হল। শাহরিয়ার আর শহরজাদীর শয়নগৃহেই দিনারজাদী রাত্রিযাপন করলেন। শেষ রাত্রে তিনি বললেন, দিদি, আর তো দেখা হবে না। বাদশাহ যদি অনুমতি দেন তো একটা গল্প বল।

শাহরিয়ার বললেন, বেশ তো, সকাল না-হওয়া পর্যন্ত গল্প বলতে পার।

www.pathagar.com

শহরজাদীর গল্প শুনে বাদশাহ মুগ্ধ হলেন, কিন্তু গল্প শেষ হল না। বাদশাহ বললেন, আচ্ছা, কাল রাত্রিতে বাকিটা শুনব, একদিনের জন্য তোমার মুণ্ডচ্ছেদ মুলতবি থাকুক। পরের রাত্রিতে শহরজাদী গল্প শেষ করলেন এবং আর একটি আরম্ভ করলেন। তারও শেষ অংশ শোনাবার জন্যে বাদশাহের কৌতূহল হল, সুতরাং শহরজাদীর জীবনের মেয়াদ আর একদিন বেড়ে গেল। এইভাবে শহরজাদী এক হাজার একরাত্রি যাবৎ গল্প চালালেন এবং বেঁচেও রইলেন। পরিশেষে শাহরিয়ার খুশি হয়ে বললেন, শহরজাদী তোমাকে কোতল করব না, তুমি আমার মহিষী হয়েই বেঁচে থাকো। তোমার ভগিনী দিনারজাদীর সঙ্গে আমার ভাই শাহজমানের বিবাহ দেব। অতঃপর শহরজাদীর সঙ্গে শাহরিয়ার এবং দিনারজাদীর সঙ্গে শাহজমান পরম সুখে নিজ নিজ রাজ্যে কালযাপন করতে লাগলেন।

এখন আরব্যরজনীর উজবেকি উপসংহারে শুনুন।

হাজার-একরাত্রি শেষ হলে শাহরিয়ার প্রসন্নমনে বললেন, শহরজাদী তুমি যেসব অত্যাশ্চর্য গল্প বলেছ তা শুনে আমি অতিশয় তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে মরতে হবে না।

শহরজাদী যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

দিনারজাদী বললেন, জাঁহাপনা, এতদিন আপনি শুধু দিদির গল্পই শুনলেন, পুরস্কার স্বরূপ জীবনদানও করলেন। কিন্তু আমার কথা কিছুই শুনলেন না।

শাহরিয়ার বললেন, তুমিও গল্প জানো নাকি? বেশ শোনাও তোমার গল্প।

দিনারজাদী বললেন, আমি যা বলছি তা গল্প নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। জাঁহাপনা আপনি তো বিস্তর স্ত্রীর সংসর্গে এসেছেন, এমন কাকেও জানেন কি যার তুলনা জগতে নেই?

—কেন, তোমার এই দিদি আর তুমি।

—আমাদের চাইতে শতগুণ শ্রেষ্ঠ নারী আছে, তার বৃত্তান্ত আমার প্রিয়সঙ্গী গুলবদনের কাছে শুনেছি। তার দেশ বহু দূরে। ছ-মাস আগে একদল হূন দস্যু তাকে হরণ করে ইস্পাহানের হাটে নিয়ে এসেছিল, তখন আমার বাবা একশো দিনার দাম দিয়ে তাকে কেনেন। গুলবদনের সঙ্গে একটু আলাপ করেই আমি বুঝলাম, সে সামান্য ক্রীতদাসী নয়, উচ্চবংশের মেয়ে, গুলবুলিস্তানের শাহজাদীদের আত্মীয়া।

—গুলবুলিস্তান কোন্ মুলুক? তার নাম তো শুনি নি।

— যে দেশে প্রচুর গোলাপ তার নাম গুলিস্তান। আর যে দেশে যত গোলাপ তত বুলবুল, তার নাম গুলবুলিস্তান। এই দেশ হচ্ছে হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে বলখ উপত্যকায়। জানেন বোধহয়, অনেক কাল আগে মহাবীর সেকেন্দর শাহ এই পারস্য সাম্রাজ্য আর পূর্বদিকের অনেক দেশ জয় করেছিলেন। দিনকতক তিনি সসৈন্যে গুলবুলিস্তানে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিজে ও তার দুশো সেনাপতি ওখানকার অনেক মেয়েকে বিবাহ করেন। বর্তমান গুলবুলিস্তানীরা তাঁদের বংশধর। ওদেশের পুরুষরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আর মেয়েরা অত্যন্ত রূপবতী। তাদের গায়ের রঙ গোলাপি, গাল যেন পাকা আপেল, চোখের তারা নীল, চিবুকের গড়ন গ্রিক দেবীমূর্তির মতোন সুগোল। স্বয়ং সেকেন্দর শাহ ওদেশের পূর্বপুরুষ। এখন রাজা জীবিত নেই, দুই-শাহজাদী রাজ্য চালাচ্ছেন—উৎফুলুন্নেসা আর লুৎফুলুন্নেসা।

—ও আবার কীরকম নাম।

—আজ্ঞে, গ্রিক ভাষার প্রভাবে অমন হয়েছে। নিকটেই হিন্দ মুলুক, তার জন্যেও কিছু বিগড়েছে। গুলবুলিস্তান অতি দুর্গম স্থান, অনেক পর্বত নদী মরুভূমি পার হয়ে যেতে হয়। পথে একটি গিরিসংকট আছে, বাব-এল-মৈমুন, অর্থাৎ বানর-তোরণ। দুই

www.pathagar.com

খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতি সরু পথ, এক লক্ষ সুশিক্ষিত বানর সেখানে পাহারা দেয়, কেউ এলে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলে। শোনা যায় বহুকাল আগে ওদেশের এক রাজা বংগাল মুলুক থেকে এইসব বানর আমদানি করেছিলেন। জাঁহাপনা, আমি বলি কী, আপনি আর আপনার ভাই শাহজমান সেই গুলবুলিস্তান রাজ্যে অভিযান করুন, শাহজাদী উৎফুল আর লুৎফুলকে বিবাহ করুন। আমার সখী গুলবদন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আপনাদের সঙ্গে গেলে সে-ও নিরাপদে নিজের দেশে ফিরতে পারবে।

শাহরিয়ার বললেন, আমরা যাকে-তাকে বিবাহ করতে পারি না। সেই দুই শাহজাদী দেখতে কেমন? তাদের চরিত্র কেমন?

—জাঁহাপনা, তাঁদের মতোন রূপবতী দুনিয়ায় নেই, তেমন ভীষণ সতীও পাবেন না। তাঁদের যেমন রূপ তেমনি ঐশর্য। আপনারা দুই ভাই যদি সেই দুই শাহজাদীকে বিবাহ করেন তবে স্বর্গের হুরীর মতো স্ত্রীর সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন পাবেন।

—তোমার দিদি কী বলেন?

শহরজাদী বললেন, জাঁহাপনা আমার জন্য ভাববেন না, আপনাকে সুখী করার জন্যে আমি আমার জীবন দিতে পারি।

একটু চিন্তা করে শাহরিয়ার বললেন, বেশ, আমি আর শাহজমান শীঘ্রই গুলবুলিস্তান যাত্রা করব। সঙ্গে দশ হাজার তীরন্দাজ, দশ হাজার বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার আর ত্রিশ হাজার টাঙ্গিধারী পাইক সৈন্য নেব।

দিনারজাদী বললেন, অমন কাজ করবেন না জাঁহাপনা, তাহলে গুলবুলিস্তান পৌছুবার আগেই সসৈন্যে মারা যাবেন। বাব-এল-মৈমুন গিরিসংকটে যে একলক্ষ বানর আছে তারা পাথর ছুড়ে সবাইকে সাবাড় করবে। তাছাড়া শাহজাদীদের পাঁচ হাজার হাতি আছে, আপনার সৈন্যদের তারা ছত্রভঙ্গ করে দেবে। আমি যা বলি শুনুন। সঙ্গে শুধু পঞ্চাশজন দেহরক্ষী নেবেন—আপনার পঁচিশ আর ছোট জাঁহাপনার পঁচিশ। আপনার যে দুজন জোয়ান সেনাপতি আছেন—শমশের জঙ্গ আর নওশের জঙ্গ, তাদেরও নেবেন।

—কিন্তু সেই বাঁদরদের ঠেকাব কী করে?

—শুনুন। এখন রমজান চলছে, কিছুদিন পরেই ঈদ-উল-ফিতর। এই সময় দেশের আমির ফকির সকলেই জালা জালা শরবত খায়, তার জন্যে হিন্দুস্তান থেকে রাশি রাশি তখ্ত-ই-খণ্ডেসরি অর্থাৎ খাঁড় গুড়ের পাটালি বসরা বন্দরে আমদানি হয়। আপনি সেই পাটালি হাজার বস্তা বাজেয়াপ্ত করুন, সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাব-এল-মৈমুনের কাছে পথের দুই ধারে সেই পাটালি ছড়িয়ে দেবেন। বাঁদরের দল হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর কাড়াকাড়ি করবে, তখন আপনারা অনায়াসে পার হয়ে যাবেন।

শাহরিয়ার বললেন, বাহ তোমার খুব বুদ্ধি! যদি পুরুষ হতে তো উজির করে দিতাম। যেমন বললে সেইরকমই ব্যবস্থা করব। শাহজমানের কাছে আজই দূত পাঠাচ্ছি। তোমরা দুই বোন আর তোমাদের সখী গুলবদন যাবার জন্য তৈরি হও।

দিনারজাদীর পরামর্শ অনুসারে যাত্রার আয়োজন করা হল। কিছুদিন পরে শাহরিয়ার শাহজমান শহরজাদী দিনারজাদী, দুই সেনাপতি আর পঞ্চাশজন অনুচর গুলবদনের প্রদর্শিত পথে নিরাপদে গুলবুলিস্তানে পৌছুলেন।

চারজন রক্ষীর সঙ্গে গুলবদন এগিয়ে গিয়ে শাহরিয়ার ইত্যাদির আগমন-সংবাদ দুই শাহজাদীকে জানালেন। তাঁরা মহাসমাদরে অতিথিদের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির পর বড় শাহজাদী উৎফুলুন্নেসা বললেন, মহামহিম পারস্যরাজ ও তাতাররাজ কী উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন তা প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

www.pathagar.com

শাহরিয়ার উত্তর দিলেন, হে গুলবুলিস্তানের শ্রেষ্ঠ গোলাপি বুলবুল দুই শাহজাদী, যা শুনেছিলাম তার চাইতে তোমরা ঢের সুন্দরী। আমরা একেবারে বিমোহিত হয়ে গেছি, তোমরা দুই ভগিনী আমাদের দুজনের বেগম হও।

শাহজাদী উৎফুল বললেন, তা বেশ তো। আমাদের আপত্তি নেই, বিবাহে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। আপনাদের দলে এই যে দুজন সুন্দরী দেখছি এরা কে?

শাহরিয়ার বললেন, ইনি হচ্ছেন আমার এখনকার বেগম শহরজাদী, আর উনি আমার শালী দিনারজাদী, আমার ভাইয়ের বাগদত্তা। সপত্নীর সঙ্গে থাকতে এদের কোনো আপত্তি নেই।

মাথা নেড়ে উৎফুল বললেন, তবে তো আমাদের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। আমাদের নীতিশাস্ত্র কলীলা-ওঅ-দিমনা অনুসারে পুরুষের এককালে একাধিক স্ত্রী আর স্ত্রীর একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ।

—তুমি যে ধর্মবিরুদ্ধ খ্রিস্টানি কথা বলছ শাহজাদী। স্ত্রীর পক্ষেই একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ, পুরুষের পক্ষে নয়।

—আপনাদের রীতি এখানে চলে না। আমাদের শরিয়ত অন্যরকম, তা যদি না মানেন তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হবে না।

শাহরিয়ার তাঁর ভাই শাহজমানের সঙ্গে কিছুক্ষণ চুপি চুপি পরামর্শ করলেন। তারপর বললেন, বেশ, তোমাদের রীতিই মেনে নিচ্ছি। শহরজাদী, তোমাকে আমি তালাক দিলাম, তুমি আর আমার বেগম নও। তোমার জন্যে সত্যিই দুঃখিত। কী করা যায় বল, সবই আল্লার মর্জি। তোমার জন্যে আমি অন্য একটি ভালো স্বামী জোগাড় করে দেব।

শাহজমান বললেন, দিনারজাদী, আমিও তোমাকে চাই না। তুমি অন্য কাকেও বিবাহ করো।

অনন্তর সানাই ভেঁপু কাড়া-নাকাড়া আর দামামা বেজে উঠল, সখীর দল নাচতে লাগল, গুলবুলিস্তানের মোল্লারা শাহরিয়ারের সঙ্গে উৎফুলের আর শাহজমানের সঙ্গে লুৎফুলের বিবাহ যথারীতি সম্পাদন করলেন।

বিকালবেলা প্রাসাদ-সংলগ্ন মনোরম উদ্যান ফোয়ারার কাছে বসে শাহরিয়ার বললেন—প্রেয়সী উৎফুল, তোমাদের সখীরা অতি খাসা, অনেকে তোমাদের দুই বোনের চাইতেও খুবসুরত। আমরা দুই ভাই ওদের ভাগাভাগি করে আমাদের হারেমে রাখব।

উৎফুল বললেন, খবরদার প্রাণনাথ, আমাদের সখী বাঁদী ঝাড়ুদারনী বা অন্য কোনো স্ত্রীলোকের দিকে যদি কুদৃষ্টি দাও তো তোমার গরদান যাবে।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে শাহরিয়ার বললেন, ইনশাল্লাহ। মুখ সামলে কথা বলো প্রিয়ে, গরদান নেওয়া আমারও ভালোরকম অভ্যাস আছে।

উৎফুল বললেন, এস আমার সঙ্গে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বাঁদী, এখনই চারজন মশালচি আর দশজন রক্ষীকে গরদানি মহলে যেতে বল।

দুই শাহজাদী স্বামীদের নিয়ে গরদানি মহলে প্রবেশ করলেন। মশালের আলোতে দুই ভ্রাতা সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলেন, দেওয়ালের গায়ে বিস্তর গোঁজ পোঁতা আছে, তা থেকে সারি সারি নরমুণ্ড ঝুলছে। তাদের দাড়ি হরেক রকম—কাঁচা, কাঁচা-পাকা, গালপাট্টা, ছাগল দাড়ি, লম্বা দাড়ি, গোঁফহীন দাড়ি ইত্যাদি।

উৎফুলুন্নেসা বললেন, শোন বড় জাঁহাপনা আর ছোট জাঁহাপনা। এইসব মুণ্ড হচ্ছে আমাদের ভূতপূর্ব স্বামীদের। উত্তরদিকের দেওয়ালে আমার স্বামীদের আর দক্ষিণের

www.pathagar.com

দেওয়ালে লুৎফুলের। বিবাহের পর এরা প্রত্যেকেই আমাদের সখীদের প্রতি লোলুপ নয়নে চেয়েছিল, সেজন্য আমাদের নিয়ম অনুসারে এদেরকে কতল করা হয়েছে। তোমরা যেমন কুলটা স্ত্রীকে দণ্ড দাও, আমরা তেমনি লম্পট স্বামীকে দিই। ওহে শাহরিয়ার আর শাহজমান, যদি হুঁশিয়ার না হও তবে তোমাদেরও এই দশা হবে। খবরদার, তলোয়ারে হাত দিও না, তাহলে আমাদের এই রক্ষীরা এখনই তোমাদের গরদান নেবে।

শাহরিয়ার বললেন, পিশাচী রাক্ষসী ঘুলী-ইবলিশ-নন্দিনী, তোমাদের মনে কি দয়ামায়া নেই?

—তোমাদের চাইতে ঢের বেশি আছে। তোমরা নব নব বধূ ঘরে এনেছ, একরাত্রির পরেই প্রত্যেককে হত্যা করেছ। তাদের চরিত্র ভালো কি মন্দ তা না-জেনেই মেরে ফেলেছ। আমরা অত নির্দয় নই, বিনাদোষে পতিহত্যা করি না। যদি দেখি লোকটা অন্য নারীর ওপর নজর দিচ্ছে তবেই তার গরদান নিই।

শাহজমান চুপি চুপি বললেন, দাদা, মুণ্ডুগুলো মাটির কি প্লাস্টিকের তৈরি নয় তো?

শাহরিয়ার বললেন, না, তাহলে মাছি বসত না। অবশ্য একটু গুড় লাগালেও মাছি বসে। যাই হোক, এই শয়তানীদের কবল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের সঙ্গে যদি প্রচুর সৈন্য থাকত তবে সখীদের দলসমেত এদের গ্রেফতার করে নিয়ে যেতাম।

তারপর শাহরিয়ার গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, শাহজাদী, তোমাদের আমরা তালাক দিলাম, এখনই দেশে ফিরে যাব।

উৎফুল বললেন, তোমাদের তালাক-বাক্য গ্রাহ্য নয়, এখানকার আইন আলাদা। আমরা ছেড়ে না দিলে তোমাদের এখান থেকে মুক্তি নেই।

—তবে এই সখীদের সরিয়ে দাও, ওরা চোখের সামনে থাকলে আমাদের লোভ হবে।

—ওরা এখানেই থাকবে, নইলে তোমাদের চরিত্র পরীক্ষা হবে কী করে।

মাথা চাপড়ে শাহরিয়ার বললেন, হা, আমাদের পারস্য আর তাতার রাজ্যের কী হবে?

উৎফুল বললেন, তার জন্যে ভেবো না। তোমার সেনাপতি শমশের জঙ্গ শহরজাদীকে বেগম করে পারস্যের সিংহাসনে বসবে আর নওশের জঙ্গ দিনারজাদীকে বেগম করে তাতার-মালিক হবে। তুমি আর শাহজমান এখনই ফরমান আর রাজিনামায় পাঞ্জার ছাপ লাগাও। রাজ্যের দেরি করো না, তাহলে বিপদে পড়বে।

নিরুপায় হয়ে শাহরিয়ার আর শাহজমান দলিলে পাঞ্জার ছাপ দিলেন। তারপর শাহরিয়ার করজোড়ে বললেন, শাহজাদী দয়া কর। এখানে তোমাদের সখীদের দেখলে আমরা প্রলোভনে পড়ব, প্রাণ হারাব। আমাদের অন্য কোথাও থাকতে দাও।

—তা থাকতে পার। এই গুলবুলিস্তানের উত্তরে পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা আছে, সেখানে তোমরা সুখে থাকতে পারবে। সাতদিন অন্তর এখান থেকে রসদ পাবে। দুজন মোল্লাও মাঝে মাঝে গিয়ে ধর্মোপদেশ দেবেন। ওখানে তোমরা পাপমোচনের জন্যে নিরন্তর তসবি জপ করবে এবং হরদম আল্লার নাম নেবে।

পাঁচ বৎসর পরে মোল্লারা জানালেন যে আল্লার কৃপায় দুই ভ্রাতার চরিত্র কিঞ্চিৎ দুরস্ত হয়েছে। তখন দুই শাহজাদী নিজ নিজ স্বামীকে মুক্তি দিলেন, তালাকও দিলেন।

শাহরিয়ার ও শাহজমান দেশে ফিরে গিয়ে দেখলেন, প্রজা সৈন্য আর রাজকোষ সব বেহাত হয়ে গেছে, শমশের আর নওশের সিংহাসনে জেঁকে বসেছেন, রাজ্য ফিরে পাবার কোনো আশা নেই। অগত্যা তাঁরা বাগদাদে গেলেন এবং কাফিখানার জনতাকে আরব্যরজনীর বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com